আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সেপ্টেম্বরে চাকরি ছেড়েছেন ৪৪ লাখ আমেরিকান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে চাকরি ছেড়েছেন ৪৪ লাখ আমেরিকান নাগরিক। করোনার (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ০৭ || সোমবার || কার্তিক ৩০ || ১৪২৮ || রবিউস সানি ১০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 07 || 15 November || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

স্থগিত নির্বাচন ঃ কার দিকে সন্দেহের তীর ? প্রার্থীদের মাথায় হাত

কোন গন্তব্যে বাংলাদেশ সোসাইটি

বিশেষ প্রতিনিধি: বহুল আলোচিত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আবার আদালতের আদেশে স্থগিত হয়ে গেছে। ১৪ নভেম্বর রোববার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণের কথা ছিলো। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের পর এবং ভোট গ্রহণের মাত্র একদিন আগে শুক্রবার (১০ নভেম্বর) এই নির্বাচন অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে গেলো। জানা গেছে, বাংলাদেশ সোসাইটির আজীবন সদস্য নিরু এস নিরার দায়ের করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত করেছে। সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে নিরা সুপ্রিম কোর্ট অব নিউইয়র্কে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার ইনডেক্স নম্বর: ৭২৪৫০২/২০২১। মামলায় বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক, সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি, সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

এশিয়া শীর্ষ দূষণের তালিকায় ভারত বাংলাদেশের

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বিশ্বের শীর্ষ দূষিত ১০ শহরের তালিকায় রয়েছে ভারতের তিনটি শহর। তালিকায় (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গাদ্দাফির ছেলে



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ লিবিয়ার প্রয়াত শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে সাইফ আল-ইসলাম আল-গাদ্দাফি (৪৯) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। গত রোববার তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। গাদ্দাফি যুগের অবসানের পর লিবিয়াজুড়ে যে সংঘাত চলছে, আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনকে সেই সংঘাত থামানোর মাধ্যম মনে (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়

মদিনা ভ্রমণ নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহার

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ করোনাভাইরাসের কারণে বিদেশিদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ওমরা কার্যক্রম ও মক্কা-মদিনা সফরে বিধি নিষেধ (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

তারেক রহমান দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে: প্রধানমন্ত্রী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার সব ধরনের চক্রান্ত মোকাবিলা করে দেশকে এমন একটি অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে যাতে বিশ্বকে সম্মান করতে হবে, (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

সৌদিতে অস্ত্র বিক্রি বন্ধে কংগ্রেসে ইলহান ওমরের বিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি ঠেকাতে কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমর একটি বিল (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

অক্সিজেন সাপোর্টে রওশন
সিসিইউতে খালেদা জিয়া



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800 Fax: 718-472-9801

সৌদি নাগরিকত্ব পেলেন কাবা'র গিলাফের বাংলাদেশি ক্যালিগ্রাফার

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সৌদি আরবের নাগরিকত্ব পেয়েছেন পবিত্র কাবা'র গিলাফের (কিসওয়াহ) ক্যালিগ্রাফার (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য প্রথম করোনা টিকার প্রদর্শনী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বে করোনার প্রাদুর্ভাব নতুন করে ভীতির জন্ম দিচ্ছে। এরই মধ্যে করোনার টিকা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই পৌঁছেছে। সম্প্রতি করোনার মুখে খাওয়ার ওষুধও অনুমোদন পেয়েছে। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

ব্রিটেনে একদিনে ৪০ হাজারের বেশি করোনা আক্রান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ব্রিটেন এক দিনেই নতুন করে ৪০ হাজার ৩৭৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ঐ একই দিন শুক্রবার (১০ নভেম্বর) ১৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)



আমি বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলাম না - মালালা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নোবেলজয়ী নারী অধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাইয়ের বিয়ে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 15 // 2021

শিক্ষার্থীদের পতিতাবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থীই নিজেদের পড়ালেখার খরচ মেটাতে হিমশিম খান। কেউ আবার বাড়তি উপার্জনের পথ খোঁজেন। এ জন্য ব্রিটেনের অনেক শিক্ষার্থীই যৌনপেশাকে বেছে নেন। সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। এ অবস্থায়ই শিক্ষার্থীদের পতিতাবৃত্তি শেখাতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে দেশটির ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, সম্প্রতি তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌনপেশার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। এজন্য তারা শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে জুম অ্যাপে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। কীভাবে গোটা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন। ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর ব্রিটেনে ৩ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে জানা যায় প্রতি ২০ জনের একজন পড়ালেখার খরচ মেটাতে যৌনপেশায় যুক্ত। 'সেভ দ্য স্টুডেন্টস' ওয়েবসাইটের তথ্যমতে এই সংখ্যা ২০১৭ সালে দ্বিগুণ হয়ে যায়।





এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে

ঘূর্ণিঝড় আইডায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সমাগ্রী সহ অর্থ বিতরণ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ গত সেপ্টেম্বর মাসের ঘূর্ণিঝড় আই-ডায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সমাগ্রী সহ অর্থ বিতরণ করেছে। নিউয়র্কের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু সিলড-এর সহযোগিতায় খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে গত ৮ নভেম্বর সোমবার বিকেলে স্থানীয় বৈশাখী রেষ্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। ঘূর্ণিঝড় আইডায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার জন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটির ম্যানেজার মিস উইনডি অনুষ্ঠানে এস্টোরিয়া সোসাইটির কর্মকর্তাদের হাতে ১০ হাজার ডলারের চেক প্রদান করে। অনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে প্রত্যেক পরিবারকে ৩০০ ডলারের চেক ও গ্রোসারী সাম-গ্রী বিতরণ করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সংগঠনের সভাপতি সুহেল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান সদস্য কারোলাইন মেলোনি, বিশেষ অতিথি ছিলেন নি-উইয়র্ক অ্যাসেম্বলীম্যান জহরান মামদানী। অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান মেলোনি তার অফিসের পক্ষ থেকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-কে সম্মাণনা এবং কর্মকর্তাদের মাঝে স্পেশাল কংগ্রেশনাল সার্টিফিকেট প্রদান করেন। কংগ্রেসওম্যান-কে সংগঠনের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিদ্বয় ছাড়াও কুইন্স টুগেদার-এর সিইও জনাতন ফার্গাস, ব্লু ক্রস ব্লু সিলড-এর ইয়াসমীন সান্তিয়াগো, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাহাব উদ্দিন, অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন, সদস্য মীর জাকির হোসেন প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জোসেফ, সার্জেন্ট মরালেস ও জার্মেইন, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দীন, এ্যাপোলো ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও শমসের আলী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ এনায়েত আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাদের খান, শেখ শিপার আহমেদ ও মনিরুজ্জামান, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা হাজী আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সদস্য আবু সোলায়মান, আনোয়ার হোসেন, ফয়সল আহমেদ, শামসুল ইসলাম, আব্দুল মুহিত ও রুবেল ছাড়াও মোমিত চৌধুরী তানিম, শহীদুল ইসলাম দুখু, হারুন অর রশীদ, আফরোজা খাতুন সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মহামারী করোনা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মানব সেবায় অবদান রাখার প্রশংসা করেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, আসন্ন থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পরিবারের মধ্যে ২০০ হালাল টার্কি বিতরণ করা হবে।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত






WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & pre-cautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compen-sation and N/F



রহস্যময় মায়া সভ্যতা



হাবিব রহমান

বিশাল বপু এয়ারকন্ডিশান বাসটি একঘন্টা চলার পর আবার থামলো এক জায়গায়। মাঠের মত জায়গায় চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হ্যান্ডিক্রাফটসের দোকান। স্থানীয় লোকেরা দোকান চালাচ্ছে। এদের ভাষা যদিও স্পেনিশ তবে চলনসই ইংরেজী বলতে পারে। কারণ নানা দেশের টুরিস্ট আসে এই মায়ান সাম্রাজ্যে। তাদের সাথে বানিজ্য করতে হয় তাই। মেক্সিকান নানান হ্যান্ডিক্রাফটস তো আছেই তবে কাল কাল পাথরের নানান মুর্তি, বিভিন্ন সাইজের কালো পাথর দৃস্টি কাড়া ছিলো। ইউরোপ আমেরিকান ট্যুরিস্টদের ভীড় দেখতে পেলাম এসব ঘিরে। গাইডের কাছে দানতে চাইলে এর রহস্যটা ফাঁস হলো।

গাইড জানালো এগুলি OBSIDIAN বা ভলকানিক পাথর। নানা গুনআগ্নেয়গিরি থেকে যখন লাভা নির্গত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তা ঠান্ডা হলে এই কালো বর্ণ ধারণ করে। ইংরেজীতে এর নাম OBSIDIAN. বিজ্ঞানীরা বলেন এই ভলকানিক পাথরে মিশে আছেঅক্সিজেন, এলুমিনিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম সহ নানা খনিজ উপাদান। বিশ্বের যে সব দেশে আগ্নেয়গিরি আছে সে সব দেশে এই ভলকানিক পাথর দিয়ে নানা ধরনের মূল্যবান শো পিস তৈরি ছাড়াও চিকিৎসা কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই পাথর খন্ড পানিতে গরম করে তা দিয়ে শরীরে ম্যাসেজ করলে নাকি জটিল ব্যথা বেদনা সহ নানা রোগের উপশম হয়।

আইসল্যান্ডেও ভলকানিক জোন থাকায় এধরনের পাথরের নানা ব্যবহারের কথা জেনেছি। আমাদের গাইড জানালো মায়ান সভ্যতার যুগে মায়ান অধিবাসীরা এই ভলকানিক পাথরখন্ড নানা রোগ উপশমে ব্যবহার করেছে। তাদের প্রতি পরিবারে থাকতো এই পাথর খন্ড। যে যার অসুস্থতায় এই পাথর দিতে শরীরে ম্যাসেজ করে রোগের উপশম ঘটাত। এই ভলকানিক পাথরের ব্যবহার মায়ান যুগের পরেও এখনো মেক্সিকো, গুয়াতেমালা সহ এই এলাকায় ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। গাইড আরো জানায়, কোভিডে আক্রান্ত হবার পর মানুষ শরীরের ব্যথা বেদনা উপশমে এই পাথরের ব্যবহার করছে। তিনি নিজেও কোভিড রোগী হিসাব তা ব্যবহার করে উপকার পেয়েঁছেন এবং পাচ্ছেন।

তিনি আরো জানান, মায়ান অধিবাসীরা এই পাথর খন্ডটি প্রতি পূর্নিমার রাতে ঘরের বাইরে রাখতো। সারা রাত চাঁদের আলো বুকে টেনে নিয়ে এই পাথরটি আরো কার্যকর হতো বলে তারা বিশ্বাস করতো। এই এলাকার মানুষ এখনো এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পাথর খন্ড গুলি পরিশুদ্ধ করে।

তবে তিনি সতর্ক করে দেন পাথরটি ক্রমাগত ব্যবহারে ময়লা পরে বলে বলে গরম পানি দিয়ে ধৌত করতে হয়। তবে ওভেনে এই পাথরটি গরম করা বারন। এতে নানা ধাতব পদার্থের মিশ্রন থাকায় বেশী গরমে তা সহজে বিস্ফোরিত হতে পারে। এবং এ ধরনের ঘটনা এখানে ঘটে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটেছে।

চোখে পড়লো বিভিন্ন দেশের ট্যুরিস্টরা এই পাথর কিনছে। নেজারল্যান্ডের একজন পর্যটক জানান, তিনি মুলত এই পাথর কিনতে ই এখানে এসেছেন। ঘোরাঘুরিতো আছেই। তাদের এই ভলকানিক পাথর পাওয়া গেলেও এর দাম আকাশ ছোঁয়া। মেক্সিকো বা গুয়াকেমালা সহ এই পাথর সহজ লভ্য এবং সস্তা বিধায় অনেকেই তা কিনতে এখানে আছেন। তিনি আরো জানান উইকিপিডিয়ায় এই Obsidian পাথরের নানা গুনাগুনের কথা উল্লখ রয়েছে।

সবার কেনাকাটা দেখে আমিও দুই পিস পাথরখন্ড কিনলাম। একটা নিজের জন্য। আর একটা গিফট্ করবো বলে। দামাদামির পর দুটোর জন্য ১৫০ ডলার দিতে হলো। কেনাকাটার পর রেস্টুরেন্টে একটু হাল্কা খেয়ে আবার বাসে এসে বসলাম। গাইড জানালো মায়ান রাজধানী চিচেন ইতজা পৌছার আগে রাস্তায় আর কোন বিরতি নেই।

একনাগারে ঘন্টা খানেক চলার প্রবাস এসে থামলো আমাদের গন্তব্য চিচেন ইতজায়। মাঠের মত জায়গায় গাড়ী পার্কিং। শত শত গাড়ী। সবাই বাস থেকে নামার পর গাইডের নেতৃত্বে হাঁটা শুরু হলো। একটু পর গাইড আমাদের দাঁড় করিয়ে ভেতরে গেলো টিকিট আনতে। ফিরে এসে ফিতরের মত টিকিটগুলো সবার হাতে ঘড়ির মত পরিয়ে দিলো। তারপর আবার লাইনে দাঁড়ানো। টিকিট দেখিয়ে ব্যাগ চেকিং করিয়ে কড়া নিরাপত্তা বেস্টনি পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেলো। তারপর আবার হাঁটা শুরু। রাস্তার দুপাশে হকার্স মার্কেটের মত সারি সারি দোকান। সবই হ্যান্ডিক্রাফটস, হাতে বুনন করা চাদর ইত্যাদি। গাইড বললো এখন না থামতে। ফিরে আসার সময় হাতে সময় থাকবে সে সময় যেন সবাই কেনাকাটা করি। হাঁটতে হাঁটতে অল্প একটু সামনে যেতেই চোখে পড়লো বিশালাকার সেই স্টেপ পিরামিড। তার চারপাশে নিখুঁত জ্যামিতিক ছন্দে সাজানা অনেকগুলো মন্দির সহ নানা পুরাকির্তি। যা এতদিন ছবিতে দেখেঁছি। যা দেখার জন্য সুদুর নিউইয়র্ক থেকে এই মেক্সিকোয় ছুটে এসেছি।

পিরামিডের সামনের মাঠে অপেক্ষা করছিলো আরো দুজন গাইড। তারা



স্থানীয়। কানকুন থেকে আমাদের সাথে আসা গাইড আমাদেরকে হস্তান্তর করলো তাদের কাছে। তবে দুভাগে। স্পেনিশ ভাষীদের জন্য এক গ্রুপ। আর অন্য গ্রুপ ইংরেজী ভাষীদের জন্য। এবার স্থানীয় গাইডের মুখে চিচেন ইতজার ইতিহাস শোনা।

চিচেন ইতজা (chichen itza) নামটি মায়ান সভ্যতার "ইটজার কূপের মুখ" থেকে এসেছে এবং এটি একটি মায়ান ভাষার শব্দ। অন্যদিকে, ইতজা হ'ল মায়ানদের একটি নৃগোষ্ঠী, যারা ইউকাটান উপদ্বীপের উত্তর অংশে মায়া সভ্যতার বিকাশের সময় ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিল।

কূপটির নামটির সাথে বেশ কয়েকটি ভূগর্ভস্থ নদীর সম্পর্ক রয়েছে যা এই অঞ্চলের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সম্ভবত এসব ভূগর্ভস্থ নদিগুলি শহরে জলের উৎস হিসাবে কাজ করেছিলো মায়ানদের সময়ে। পানির এই সহজলভ্যতা মায়ান সভ্যতার বিস্তার এবং চিচেন ইতজার আকারকে অনেকটাই উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিল।

চিচেন ইতজার নির্মাণ কাল নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণগুলোর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তবে একটা বিষয়ে ঐতিহাসিকরা বরাবরই একমত ছিলেন, তাদের মতে চিচেন ইতজা মায়ানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়েছিল সে সময়।

কিছু বিবরণে পাওয়া যায়, পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এ মায়ান শহরটির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গাইডের কথা শোনার প্রতি আমার কেমন কোন আগ্রহ ছিলোনা। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম এই মায়ান পিরামিডের দিকে। যা এখন স্থান করে নিয়েছে নতুন সপ্তম আশ্চর্যের একটি হিসাবে। ইউনেস্কো এই স্থাপনাটিকে ওয়াল্ড হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ভাবছিলাম যারাই বানিয়েছিলা এই পিরামিড তারা যে বুদ্ধিমান ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন বানিয়েছিলো এই পিরামিড? কি ছিলো



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

কপ২৬-এ নতুন খসড়া চুক্তি

জলবায়ু সংকট নিরসনে কপ২৬ সম্মেলনের নতুন খসড়া চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দিতে বিশ্বনেতাদের জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্মেলনের শেষদিন শুক্রবার (১২ নভেম্বর) সকালে প্রকাশ করা হয়েছে নতুন এ খসড়া চুক্তি। এর আগে গত বুধবার জলবায়ু সম্মেলনে প্রথম খসড়া চুক্তি প্রকাশ করা হয়েছিল, যেটি নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। এর মধ্যেই নতুন এ খসড়া চুক্তি প্রকাশ করা হলো, যেটিকে প্রথম খসড়া চুক্তির দ্বিতীয় সংস্করণ বলা হচ্ছে। নতুন খসড়া চুক্তি নিয়ে এরই মধ্যে পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, সর্বশেষ খসড়া চুক্তি একটি প্রতারণা এবং জলবায়ু সংকটে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা মাত্র।

বিশ্বজুড়ে কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার রোধে যে কঠোর নীতিমালা এ সম্মেলন থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তা অনেকাংশে অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস ইতোমধ্যে এক বার্তায় জলবায়ু সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্য 'লাইফ সাপোর্টে' চলে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন। সারা বিশ্বে উষ্ণায়নবিরোধী জনমত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও শুধু আর্থিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ার কারণে উন্নত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর ওপর জলবায়ু সন্ত্রাস চালাচ্ছে, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। উন্নত দেশগুলোর অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণে ইতোমধ্যে বায়ুমন্ডলের যে ক্ষতি হয়েছে, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ তার কুফল ভোগ করছে। ধনী দেশগুলো এর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে বহুদিন ধরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলো তাতে খুব একটা কর্ণপাত করেনি। তবে এ ব্যাপারে ক্রমাগত চাপের ফলে অবশেষে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বহুপাক্ষিক কাঠামো ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় অনুষ্ঠিত ১৯২টি সদস্যদেশ জলবায়ু বিষয়ে একমত পোষণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ইউএনএফসিসিসি'র কিয়োটা প্রটোকল ১৭৫টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়, যা ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর হয় এবং সবশেষ প্যারিসে ১৯২টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ধনী দেশগুলো সৃষ্ট জলবায়ুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা আসে। বস্তুত এরই ধারাবাহিতকায় কপ২৬-এর নতুন চুক্তিতে আগের তুলনায় দেশগুলো কীভাবে দ্রুত গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে আনবে, সে বিষয়ে পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়েছে এবং এতে কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো নিয়ে সুর কিছুটা নরম করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোকে আরও বেশি সহযোগিতা করতে ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকা বিশ্বের সবচেয়ে অরক্ষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। গত দুই দশকে জলবায়ুর প্রভাবে দেশে দুর্যোগের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্তত চারগুণ। এটি আমাদের মতো কৃষিপ্রধান ও অধিক জনসংখ্যার দেশের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ অবস্থায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম রাখতে এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে উন্নত দেশগুলোর তাৎক্ষণিক ও উচ্চাভিলাষী অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোরও প্রশমন ব্যবস্থার দিকে অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত।

কপ২৬ : জলবায়ু সম্মেলন কতটা সফল

বিল ম্যাকিবেন

গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলন বা কপ২৬ যখন একটি কাঙ্খিত সমাপ্তির বদলে খোঁড়াচ্ছিল, তখন সেখানে কিছু প্রতিবাদী কর্মীর উপস্থিতি ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তরুণদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের সক্রিয়তার কারণে আমরা দেখেছি, দূষণকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়। প্রথমবারের মতো এ সম্মেলনে কিছু বিষয় আলোচিত হয়। সম্মেলনে নিম্ন আয়ের দেশ বিশেষ করে যারা জলবায়ু সংকটে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের জন্য অধিক অর্থ দেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। জলবায়ু কর্মীদের ক্রোধান্বিত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে সমাবেশস্থলে। বিশ্ববাসীও তা শুনেছে।

প্রশ্ন হলো, এ সম্মেলন জলবায়ু সংকট উত্তরণে কতটা সফল? গ্লাসগো সম্মেলনে অগ্রগতি হয়েছে বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে কয়েকটি রাষ্ট্র যাদের আরও কিছু করার ছিল, তারা সে প্রত্যাশা পূরণ করেনি। এক কথায় সম্মেলন সম্পর্কে বলা যায়, সম্মেলনের ফল শুরুর আগে থেকেই নির্ধারিত। প্রশ্ন- তাহলে এত কনসার্ট, মানববন্ধন, লংমার্চ, সেমিনার, দরকষাকষির আলোচনা, বক্তৃতা, আলটিমেটাম, ঘোষণা ইত্যাদির কি কোনো প্রভাব নেই? আছে নিশ্চয়ই। মিডিয়াতেও তো সেটা দেখা গেছে। অতীত বলছে, যারা বিশেষত দায়ী সেসব দেশ- সম্মেলনে আসার আগে যে অবস্থানে ছিল, সেখান থেকে তারা কমই বের হয়েছে। আমি মনে করি, আগের কপ বা জলবায়ু সম্মেলনগুলো দেখলেই তা স্পষ্ট হবে। এমনকি ব্যাপক আলোচিত কোপেনহেগেন সম্মেলন যদি আমরা দেখি কিংবা প্যারিস সম্মেলন বা এবারের গ্লাসগো সম্মেলন; প্রতিটিই সে কথা বলছে।

২০০৯ সালের জলবায়ু সম্মেলন বা কোপেনহেগেন সম্মেলন সেভাবে প্রভাব রাখতে পারেনি। কারণ, ওই সম্মেলন শুরুর আগে তেমন আন্দোলন হয়নি। সেখানে বারাক ওবামার মতো নেতাকে খালি হাতে দেশে যেতে দেওয়া হয়। যার কারণে তিনি কোনো রাজনৈতিক মূল্য চুকাননি। প্যারিস সম্মেলনের আগে অনেক দেশেরই কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। তবে তারা একটি চুক্তি করতে সক্ষম হয় এবং তখন একটি কর্মপরিকল্পনাও তৈরি হয়। যদিও সত্যিকার দৃঢ়তা ছাড়া ওইসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন সহজ নয়। ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়- শিল্পবিপ্লব-পূর্ববর্তী যে তাপমাত্রা পৃথিবীর ছিল তার চেয়ে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়তে পারে। প্যারিস চুক্তিতে অঙ্গীকার করা হয় ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। এবারের গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলনে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, ফ্রান্সের প্যারিসে তারা যে চুক্তি করেছে সে ব্যাপারে সবাই তৎপর হবে। এবারের সম্মেলনে যদিও তার কার্বন নিঃসরণের বিষয়টি আবারও আলোচনায় এসেছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছতে কারও কারও কর্মকাণ্ড যথার্থ ছিল না। অন্তত গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে সেটিই স্পষ্ট।



২০১৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসটি জলবায়ু তৎপরতার দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লাখ লাখ মানুষ বিশেষ করে তরুণরা বিশ্বব্যাপী রাস্তায় নেমে আসে। সব মহাদেশে জলবায়ুর কারণে বিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা টুনবার্গের বিশ্ব-জলবায়ু ধর্মঘট চলে। সারা পৃথিবীর দুই সহস্রাধিক শহরজুড়ে 'ফ্রাইডে ফর ফিউচার' আন্দোলনে শামিল হয় ছাত্রছাত্রীরা। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ছিল তাদের এ আন্দোলন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন প্রাপ্তবয়স্করাও। কেবল গ্রেটা টুনবার্গই নয়, ভেনেসা নাকাটে, জিয়ে বাস্তিদা, লুইসা নাবার্গার, আলেক্সান্দ্রিয়া ভিলেসেনর, জেরোমি ফোস্টারসহ অসংখ্য তরুণ জলবায়ু নেতার উদ্ভব ঘটে। তারা যে ঝড় তুলতে সক্ষম হয়, তা ছিল উল্লেখ করার মতো। এর পরই এলো কভিড-১৯। তখন কভিড-১৯ এর কারণে জলবায়ুর তারুণ্যের সেই আন্দোলন সংকুচিত হওয়া শুরু করে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী এ সময় আমরা দেখি নেতৃত্বের এক নতুন ধারা। যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা, শি জিনপিং-এর চীন, ব্রাজিলে বলসনারো, তুরস্কে এরদোয়ান, রাশিয়ার পুতিন। নতুন মোড়লদের বিশ্বব্যবস্থায় জলবায়ু আন্দোলন কিছুটা ভাটা পড়লেও অনেকে এখনও সক্রিয়।

সম্প্রতি চীন যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জলবায়ুর ব্যাপারে চুক্তির বিষয়ে জানিয়েছে। সেখানেও অস্পষ্টতা লক্ষণীয়। আমরা জানি, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দুই বৃহত্তম কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনকারী। তারা মিথেন নির্গমন হ্রাস, বন রক্ষা এবং কয়লার ব্যবহার বন্ধে চুক্তি করেছে। অথচ জলবায়ু কর্মী ও বিজ্ঞানীদের দাবি সত্ত্বেও তারা জলবায়ুর লক্ষ্য নির্ধারণে বার্ষিক হার ঘোষণা করেনি। কিন্তু তাদের বলবে কে? যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানরা যে জলবায়ুর ক্ষতি করছে, তা আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কয়েক দিন আগেও বলেছেন। আগামী বছর মিসরে জলবায়ু সম্মেলন তথা কপ২৭ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তখন মার্কিন কংগ্রেসে আবার রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। ফলে আগামী বছর সেখানে কী হয় বলা মুশকিল।

তবে যেহেতু করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়ার হার বাড়ছে, একই সঙ্গে আন্দোলনও দানা বাঁধছে; গ্লাসগোর প্রতিবাদী মার্চগুলোতে আমি আবার সেই প্রবণতা দেখছি। সেখানে টুনবার্গ বলছে, যথাসময়ে যথাকর্মটি করা চাই। তার বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যরাও বুঝতে পেরেছে- আসলে গ্লাসগো সম্মেলনে কী হচ্ছে। আমার ধারণা, জলবায়ুর জন্য আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। আমি মনে করি, অধিক গুরুত্ব দিতে হবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কারণ, কার্বন নিঃসরণ হার কমানোই বড় চ্যালেঞ্জ।

এবারের গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলন যেভাবে শেষ হলো তাতে এটা স্পষ্ট- প্রতিবাদ ও আন্দোলন কঠোর না হলে জড়তা ও অন্যান্য স্বার্থ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে জলবায়ুর স্বার্থে সব করবে- তা ভাবা রূপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। এই অর্থে, গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলনের শিক্ষা- অতীতে আমরা কী করেছি সেটা নয়, বরং ভবিষ্যতে আমাদের কী করতে হবে সেটাই বড় বিষয়। এই পৃথিবী ধীরে ধীরে বাসোপযোগিতা হারাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সর্বোচ্চটাই করতে হবে।

আমেরিকান লেখক ও পরিবেশকর্মী; দ্য গর্ডিয়ান থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত,ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধে উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে

অ্যাইলিন গেটি ও রেবেকা রকফেলার

এক শতাব্দী আগে জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমাদের দুই পরিবার। আমেরিকার সরকার এর প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং এর বিকাশের জন্য অবকাঠামো ও উৎপাদনে অপরিহার্য বিনিয়োগ করেছিল। আমাদের নিজস্ব ইতিহাস আমাদের জনসমক্ষে স্বীকার করতে বাধ্য করে যে জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন ও পোড়ানো আমাদের গ্রহের জীবনকে হত্যা করছে। এটা অনেক বছর ধরেই আমরা জানি।

২০১৮ সালে জীবাশ্ম জ্বালানি বিশ্বব্যাপী ৮৭ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। এটা কালো, বাদামি, আদিবাসী ও দরিদ্র সম্প্রদায়কে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে বলে এমনটা ঘটেছে। শুধু মানুষের জীবনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই গ্রীষ্মের রেকর্ড মাত্রার দাবদাহের কারণে কানাডীয় উপকূলের ১০০ কোটির বেশি সামুদ্রিক প্রাণী মারা গেছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি একটা অতীত প্রযুক্তি। বিগত যুগের শেষ দিকে যখন আমরা বিশ্বাস করতাম যে আমরা চাইলেই প্রকৃতির ওপর শক্তি প্রয়োগ এবং সব জীবিত প্রাণীর সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারি।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্ত সরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা গেছে, জলবায়ুজনিত কিছু প্রভাব এরই মধ্যে অপরিবর্তনীয় হয়ে গেছে এবং আমরা শুধু তাৎক্ষণিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই সবচেয়ে গুরুতর পরিণতি এড়ানোর আশা করতে পারি। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস প্রতিবেদনটিকে মানবতার জন্য 'লাল সংকেত' বলে অভিহিত করেছেন। ভয়ংকর বাস্তবতা হলো নিষ্ক্রিয়তা, এমনকি আধাখেচড়া পদক্ষেপ অগণিত জীবনের অবসান ঘটাবে। এর পরও মার্কিন কংগ্রেস এখন পর্যন্ত মানবতার প্রতি হুমকি প্রদর্শনকারী জলবায়ু জরুরি অবস্থা মোকালেবায় আন্তরিকভাবে সাড়া দিচ্ছে না। বিতর্কের আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। কী করা দরকার সে বিষয়ে বিজ্ঞানের অবস্থান পরিষ্কার এবং অনেক কম্পানিও এর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করেছে। তাই শুরু করার জন্য কংগ্রেসকে অবশ্যই একটি নতুন জ্বালানি যুগে প্রবেশে সহায়তা করতে হবে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে জীবাশ্ম জ্বালানি কম্পানিগুলো যে মাত্রায় সমর্থন পেয়েছিল, একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি যুগের জন্যও একই মাত্রার সমর্থন প্রয়োজন হবে। এ জন্য নতুন শোধনাগার ও কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে স্থাপিত লাইন-৩-এর মতো পাইপলাইনসহ জীবাশ্ম **(বাকি অংশ ০৮ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ফজর	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০
সূর্যোদয়	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯
জোহর	১১.৪০	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪২
আসর	২.৫৬	২.৫৬	২.৫৫	২.৫৪	২.৫৩	২.৫৩	২.৫২
মাগরিব	৪.৩৯	৪.৩৮	৪.৩৭	৪.৩৬	৪.৩৬	৪.৩৫	৪.৩৪
এশা	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী



মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১২ ডিসেম্বর ১৮৮০-১৭ নভেম্বর ১৯৭৬) ছিলেন বিংশশতকী ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ ও গণআন্দোলনের নায়ক। তিনি বাংলাদেশের মানুষের কাছে "মজলুম জননেতা" হিসাবে সমধিক পরিচিত। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী প্রধান নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি মাওপন্থী কমুনিস্ট, তথা বামধারার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর অণুসারীদের অনেকে এজন্য তাঁকে "লাল মওলানা" নামেও ডাকতেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা এবং পঞ্চাশের দশকেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি অচল রাষ্ট্রকাঠামো। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের কাগমারী সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের 'ওয়ালাকুমুসসালাম' বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি। শোষিত-বঞ্চিত ও নিপীড়িত অধিকা-রহারা মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী মহাপুরুষ ছিলেন মাও-লানা ভাসানী। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ ও গণআন্দোলনের নায়ক। তিনি জীবদ্দশায় ১৯৪৭-এ সৃষ্ট পাকিস্তান ও ১৯৭১-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ধানগড়া পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা হাজী শারাফত আলী। হাজী শারাফত আলী ও বেগম শারাফত আলীর পরিবারে ৪ টি সন্তানের জন্ম হয়। একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। মোঃ আব্দুল হামিদ খান সবার ছোট। তাঁর ডাক নাম ছিল চেগা মিয়া। ছেলে-মেয়ে বেশ ছোট থাকা অবস্থায় হাজী শারাফত আলী মারা যান। কিছুদিন পর এক মহামারীতে বেগম শারাফত ও দুই ছেলে মারা যায়। বেঁচে থাকেন ছোট শিশু আব্দুল হামিদ খান। পিতৃহীন হামিদ প্রথমে কিছুদিন চাচা ইব্রাহিমের আশ্রয়ে থাকেন। ওই সময় ইরাকের এক আলেম ও ধর্ম প্রচারক নাসির উদ্দীন বোগদাদী সিরাজগঞ্জে আসেন। হামিদ তাঁর আশ্রয়ে কিছুদিন কাটান। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে ১৮৯৩ সালে তিনি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীর বাড়িতে যান। সেখানে তিনি মাদ্রাসার মোদাররেসের কাজ করেন এবং জমিদারের ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্ব নেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পীর সৈয়দ নাসীরুদ্দীনের সাথে আসাম গমন করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ইসালামিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০৭-এ দেওবন্দ যান। দুই বছর সেখানে অধ্যয়ন করে আসামে ফিরে আসেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহ সফরে গেলে তাঁর ভাষণ শুনে ভাসানী অণুপ্রাণিত হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দশ মাস কারাদ- ভোগ করেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করলে ভাসানী সেই দল সংগঠিত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন মহম্মদ চৌধুরীর মেয়ে আলেমা খাতুনকে বিবাহ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি তার সহধর্মিণী আলেমা খাতুনকে নিয়ে আসাম গমন করেন এবং আসামে প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটান। ১৯২৯-এ আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন আয়োজন করেন। এখান থেকে তার নাম রাখা হয় "ভাসানীর মাওলানা"। এরপর থেকে তার নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত হয়। তিনি ১৯৪৭-এ সৃষ্ট পাকিস্তান ও ১৯৭১-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষের কাছে 'মাওলানা ভাসানী' ও অসংখ্য ধর্মীয় ভক্ত বা মুরদি তাকেঁ শুধু 'হুজুর' বলেও সম্বোধন করতেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ এর সভাপতি ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি কারাবরণ পর্যন্ত করেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী প্রধান নেতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রধান নেতাদের মধ্যে অন্যতম। যে কারণে যুক্ত ফ্রন্টের নামকরণ করা হয়েছিল 'হক-ভাসানী' যুক্ত ফ্রন্ট। এই হক ছিলেন, শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। রাজনৈতিক জীবনের বেশীরভাগ সময় বামপন্থী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যদিও তিনি একান্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা এবং পঞ্চাশের দশকেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি অচল রাষ্ট্রকাঠামো। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের কাগমারী সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের 'ওয়ালাকুমুসসালাম' বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। ৬৯ এর আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসেবে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তিনি সবসময় রাজনীতি করেছেন অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানে তিনি উড়িয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পতাকা। দরিদ্র মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন মওলানা ভাসানী। দেওবন্দ মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে তিনি সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক একদল আলেমের সংস্পর্শে আসেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এক সময় আসাম চলে গিয়ে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেওবন্দের মাও-লানাদের চেতনার মিল দেখে তিনি এ রকম রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হন। বিপ্লবী রাজনীতি শুধু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, তাদের সৃষ্ট জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মপন্থা এটি তাকে বিপ্লবীদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। পূর্ব বাংলায় তিনি কৃষকদের নিয়ে ইংরেজ শাসনের তাঁবেদার শোষকদের গোলা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো অনেক ঘটনার জন্ম দেন। তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী মওলানা নামে। মও-লানা ভাসানীর বয়স যখন ৩০ বছর, ওই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছেন। তখন তিনি পরতেন পায়জামা ও পাঞ্জাবি। একদিন তার ধর্মীয় গুরু মাওলানা আজাদ সোবহানী বললেন, কৃষক-শ্রমিক যা পরে তা না পরে তুমি কীভাবে তাদের বন্ধু হবে। সেই যে মওলানা ভাসানী লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরা শুরু করেছিলেন আজীবন তা বহাল রেখেছেন। এ পোশাক পরেই তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন, চীনে সরকারি সফরে গিয়েছেন।

কংগ্রেস দিয়ে মওলানা ভাসানীর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির শুরু। কংগ্রেস কর্মী হিসেবে তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল কৃষক-শ্রমিকের চিরশত্রু জমিদার, জোতদার আর সুদখোর মহাজন। এদের বিরুদ্ধে তিনি জনমত তৈরি করেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদার, জোতদাররা একাট্টা হয়ে তাকে খতম করে দিতে চেয়েছিল। তাই তিনি চলে যান আসামে। আসামে তার রাজনীতি দুর্বার গতি পায়।

শুধু ব্রিটিশ নয়, পাকিস্তান (৬ পাতার পর)

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি জীবনপণ লড়াই চালিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বস্তুতঃ তিনি জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-চেতনার সংমিশ্রণে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন (ন্যাপ)। তাঁর বিচিত্র এই রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলে- একটা কথা স্পস্ট বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়াই-সংগ্রামে কখনো পিছু হটেননি। বরং এই সকল লড়াই-সংগ্রামের জন্য জেল, জুলুম, হুলিয়াসহ নানা নির্যাতনের শিকার হন। শোষিত-বঞ্চিত ও নিপীড়িত অধিকারহারা মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী মহাপুরুষ ছিলেন মাওলানা ভাসানী। (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধে উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে

(৫ পাতার পর)

জ্বালানি উত্তোলনে অন্যান্য অবকাঠামোর সমাপ্তি ঘটাতে হবে। আর জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে বিপজ্জনক দূষণ এবং উষ্ণতা নির্গমন প্রতিরোধী একটি দ্রুত পরিচালনাযোগ্য রূপান্তর ঘটাতে হবে, যা জলবায়ু সংকটের ভয়াবহতা প্রতিরোধ করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎক নিরাপদ করতে হবে, যাতে আমাদের সম্প্রদায় ও গ্রহ টিকে থাকতে পারে। আগামী সপ্তাহগুলোয় জীবাশ্ম জ্বালানিশিল্পের প্রতি মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের সব ধরনের সমর্থন বন্ধ করতে কংগ্রেসকে অবশ্যই বাজেট সমন্বয় বিলকে কাজে লাগাতে হবে। প্রতিবছর আমাদের করদাতাদের অর্থের দেড় হাজার কোটি মার্কিন ডলার ভর্তুকি আকারে সরাসরি জীবাশ্ম জ্বালানি কম্পানিগুলোর কাছে যায়। এটা জলবায়ু সংকটের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী শিল্পগুলোর প্রতি সরকারি সহায়তার বিশাল হিমশৈলের একটা অংশ মাত্র।

স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউটের গবেষণায় জানা গেছে যে ট্যাক্স কোডের ৯৬ শতাংশের বেশি ভর্তুকি সরাসরি মুনাফায় যুক্ত হয়। গত বছর যখন বড় বড় জীবাশ্ম জ্বালানি কম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মহামারি পুনরুদ্ধার বিল কেয়ারস অ্যাক্টের অধীনে ৮২০ কোটি ডলার সহায়তা পেয়েছিল এবং তখনো তাদের ১৬ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করেছিল। তাই করের টাকায় মানুষকে সহায়তা করা দরকার, দূষণকারীদের নয়।

নীতি পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের অবশ্যই এই পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগকে আরো নিবিড় করার পথ খুঁজতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বৈশ্বিক উদ্যোগকে অবশ্যই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সংযোগের বিষয়টি স্বীকার করে নিতে হবে এবং একে অপরের ও প্রাকৃতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা ও সংযোগকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। আর আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে এই পরস্পর সংযুক্তি নিজেই একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যেখানে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই।

আমরা দুজন অত্যন্ত সচেতন যে তেলশিল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারিক ইতিহাস আমাদের অসামান্য বিশেষাধিকার দিয়েছে। এই অগ্রাধিকারই আবার এমন এক বিশ্বে আমাদের অবদান রাখার সুযোগ দিচ্ছে, যেখানে সবারই উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আমরা আরো অনেকের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি, যাঁরা আমাদের নির্বাচিত নেতাদের বিজ্ঞান মেনে চলা এবং মৌলিক সত্যটি বোঝার জন্য অনুরোধ করছেন যে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত 'বিল্ড ব্যাক বেটার' (আরো উন্নত পুন-নির্মাণ) কাজটি করতে পারব না, যতক্ষণ না 'বিল্ড ব্যাক ফসিল-ফ্রি' (আবার ফসিলমুক্ত ব্যবস্থা) করতে না পারি। আমাদের এবং বিশ্বকে একটি নিরাপদ এবং আরো ন্যায়সংগত ভবিষ্যতের দিকে চালাতে আমরা অসামান্য আমেরিকান উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি।

লেখকদ্বয়: আমেরিকার পেট্রোলিয়াম খাতের দুই প্রভাবশালী শিল্পগোষ্ঠী গেটি ফ্যামিলি ও রকফেলার ফ্যামিলির সদস্য

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য)

ভাষান্তর : আফছার আহমেদ

শান্তিপূর্ণ ও মুক্ত এশিয়া

(১৮ পাতার পর)

আলোচনা এবং কোয়াডের বৈঠক বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারত প্রেসিডেন্ট সম্পর্ক আরো মজবুত হওয়ার বিষয়ে বাইডেন-মোদি উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুরুতেই বলেন, "এইভাবে, আমাদের কোয়াড সম্মেলন একটি 'বৈশ্বিক কল্যাণের শক্তি' হিসেবে কাজ করবে। আমি বিশ্বাস করি যে, কোয়াডে আমাদের সহযোগিতা ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগর এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।"

ভারত মার্কিন বৈঠক নিয়ে মোদির মন্তব্যে প্রসঙ্গে অন্যদিকে বক্তব্যের শুরুতেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'নতুন অধ্যায় শুরু করলাম। ভারত-আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই গণতন্ত্রের বন্ধুত্ব। এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ করোনা মহামারি। যত দিন যাবে বন্ধুত্ব আরো শক্তিশালী হবে।' নজরকাড়া বিষয় হলো, এদিনের বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যের মধ্যে গান্ধীজয়ন্তীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যা তার মাত্র কয়েক দিন পরেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছে প্রতিটি ভারতবাসী। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন প্রসঙ্গে বাইডেন যে মন্তব্য করেছেন তা টুইট করে জানান স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মোদি টুইট করে লিখেন, 'প্রেসিডেন্ট গান্ধীজির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। গান্ধীজির সর্বদা একে অপরের ওপর ভরসার কথা বলতেন। ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও এই ভরসার সম্পর্ক বজায় থাকবে ভবিষ্যতে।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, 'আপনার নেতৃত্বে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে নতুন বীজ বপন করা হয়েছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা পরস্পরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকের আগে মোদি বৈঠক করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গেও।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, কোয়াড ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতার জন্য শক্তিশালী জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া নিরাপত্তা চুক্তি করেছে। ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আগের সমঝোতার কারণে এ ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। কোয়াড প্লাসে কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও নিউজিল্যান্ড যুক্ত হয়েছে। ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় সব দেশই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চেতনাগতভাবে কোয়াডের সঙ্গে যুক্ত। আমরা আশা করি, কোয়াড শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও মুক্ত এশিয়া গড়বে।

লেখক : শিক্ষাবিদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

সেপ্টেম্বরে চাকরি ছেড়েছেন ৪৪ লাখ আমেরিকান

(প্রথম পাতার পর)

অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলে ওঠার এই মুহূর্তে ভালো বেতনের আশায়, নতুন কাজের সন্ধানে পুরনো কাজ ছেড়েছেন তারা। বিশ্লেষকদের মতে, এটি আমেরিকার শ্রমবাজারে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। আরএসএম ইউএস-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ ব্রুসুলাস বলেন, 'শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম টাকা দেওয়ার যুগের অবসান হয়েছে। বর্ধিত মজুরি এখন ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চলেছে।' শুক্রবার শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক ঘাটতি ছিল ১০.৬ মিলিয়ন। তবে সেপ্টেম্বরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১০.৪ মিলিয়নে, যা আগস্টের তুলনায় কিছুটা কম।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে ও স্থানীয় সরকার প্রশাসনে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিড হায়ারিং ল্যাবের অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের পরিচালক নিক বাংকার বলেন, 'সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এখনও দৃশ্যমান। তবে, আমরা অক্টোবরের চাকরির পরিসংখ্যান প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছি, এর মাঝেও শ্রমবাজার আরো স্থিতিশীল হয়েছে।' বিশেষকদের মতে, ভালো বেতনের চাকরির আশায় অনেক মানুষ বর্তমান চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেও, অনেক খাতেই বেড়েছে কাজ করার সুযোগ। তুলনামূলকভাবে কম মজুরি দেওয়া হয় এমন খাতেই চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। শিল্পকলা, বিনোদন ও সৃজনশীল খাতে চাকরি ছাড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এরপরে রয়েছে, অন্যান্য পরিষেবা খাত। নিয়োগকর্তারা বিভিন্ন খাতে নিয়োগ দিয়েছেন সাড়ে ৬ মিলিয়ন কর্মী। এর বিপরীতে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়েছেন অন্তত ৬.২ মিলিয়ন মানুষ। বড় পরিসরে তুলনা করতে গেলে এটি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের সংকটকে কিছু কমিয়েছে। মহামারি আঘাত হানার আগে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায় এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির ঘাটতি রয়েছে ৪.৭ মিলিয়ন। করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সংকটে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি কম থাকলেও, অক্টোবর নাগাদ তা আবারও বেড়েছে। গত সপ্তাহের চাকরির পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা কোন ঠিকা রাখি না

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএস নন সিটিজেনদের ইউএসএ ভ্রমণে ভ্যাকসিন জরুরী

গত ৮ নভেম্বর সোমবার থেকে নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তিসমুহ আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাবেন তবে তাদের অবশ্যই ভ্যাকসিন নিতে হবে। ভ্যাকসিন নেয়া কানাডা এবং মেক্সিকোর নাগিরকদের যুক্তরাষ্ট্রে তার স্থলসীমান্তর পুনরায় খুলে দিচ্ছে। কানাডা এবং মেক্সিকোর নাগরিকদের অধিকাংশই বিমানে ভ্রমণের পরিবর্তে স্থল সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করেন। গত ২৫ অক্টোবর ২০২১ প্রেসিডেন্ট এক প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় আমেরিকান নাগরিক নন, নন-ইমিগ্র্যান্ট অর্থাৎ 'কভার্ড ইনডিভিজুয়াল' যারা ভ্যাকসিন নেননি, তাদের জন্য বিমানে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ স্থল এবং সীমিত করে দেন। একই দিন সিডিসি প্রেসিডেন্টের আদেশ বাস্তবায়নে এক আদেশ জারি করেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা এবং সিডিসির আদেশ আমেরিকান নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, ইমিগ্র্যান্ট এবং নির্দিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে বিমান ক্রুদের ক্ষেত্রের প্রয়োগযোগ্য নয়।

ইমিগ্র্যান্ট এবং অন্যান্য নন-অ্যামেন্ডেড ব্যক্তিঃ

প্রেসিডেন্টের ঘোষণা ইমিগ্র্যান্ট ভিসা-ধারীরাসহ ইমিগ্র্যন্টদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েরপ্রেইজ যেসব ইউএস নন-সিটিজেন 'ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ক্যাটাগরিতে পলিকাভুক্ত' তারই ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে জন্য।

প্রেসিডেন্টের প্রক্লেমেশন এবং সিডিসি'র আদেশ আরও যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না তাদের মধ্যে রয়েছেঃ

রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের যোগ্য ইউএস নন-সিটিজেন;

যেসব ইউএস নন-সিটিজেন যাদের ইউএস আইন অনুযাযী নিপীড়ন, অমানবিক নিম্নমানের চিকিৎসা ও অন্যান্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে যারা প্রকেশন প্রাপ্ত;

উলো টু জয়েন স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এবং

ইউএস এর ভেতরে প্যারোল প্রাপ্ত ইউএস নন-সিটিজেনরা।

নোটঃ কতপিয় ক্যাটাগরির ইউএস নন-সিটিজেন যেমন ইমিগ্র্যান্ট ভিস-াধারী/ আবেদনকারী, রিফিউজি, প্যারোলভুক্ত, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী এবং যারা স্থল বা জুলপথে ইউএসএ প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী তাদের পৃথকভাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিতে হবে। এসব ব্যক্তি বিবেচনাকে ইউএস প্রবেশের যোগ্য তাদের মতই ভ্যাকসিন নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক ভ্রমণের পূর্বে, সময়কালে এবং পরবর্তি সময়ে অতিরিক্ত তথ্য জানার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল; ইনফরমেশন ফর ইউএস সিটিজেন, ইউএস ন্যাশনালস, ল'ফুল পার্মানেন্ট রেসিডেন্টস এ্যান্ড ইমিগ্র্যান্ট ভিজিট করুন।

ইমগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের জন্য ভ্যাকসিন কার্ডে পরিবর্তনঃ

অক্টোবর ১, ২০২১ থেকে সকল ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ভিসা দেয়ার পূর্বে তাদের মেডিক্যাল পরীক্ষার অংশ হিসেবে জরুরী বলে জানিয়েছে সিডিসি'র মেকানিকাল ইনস্ট্রাকশনের প্যানেল চিকিসৎকরা। তবে যেখানে ভ্যাকসিন রুটিন মাফিক পাওয়া যায় না অথবা বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কেন্দ্রে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন শিথিলতা থাকবে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভিসা পেতে যাতে বিলম্ব না হয়, সে জন্য ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের যত দ্রুত সম্ভব কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণের তাগিদ দিয়েছে।

গত ১ অক্টোবর ২০২১ ইউএস সিআইএস মেডিক্যাল পরীক্ষার ফরম পূরণ এবং তার সামনে ফরম আই-৬৯৩ পূরণ করার তাগিদ দিয়েছে এবং সিভিল সার্জনের স্বাক্ষর থাকতে হবে। ইউএস সিআইএস ফরম আই-৬৯৩ হাল নাগাদ করতে কাজ করছে।

সাধারণভাবে ইএস-এর বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের অবশ্যই মেডিকেল পরীক্ষা লাগবে যাতে তারা প্রশ্ন করতে পারে যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটি-লতা থেকে, তারা মুক্ত, এ উদ্দেশ্যে



ইউএসসিআইএস মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য ফরম আই-৬৯৩ পূরণ করার জন্য সিভিল সার্জনদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

বিকল্প ডিটেনশন কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন সীমান্তে রেকর্ড সংখ্যক ইমিগ্র্যান্ট ছাড়ঃ

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন ইনটেনসিভ সুপার ভিশন এপিয়ারেন্স প্রোগ্রাম (আইএনএপি)'র অধীনে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ইউএসএ প্রবেশ করেছে সেরকম বিপুল সংখ্যাক নতুন ইমিগ্র্যান্টকে ছেড়ে দিচ্ছে। গত ২২ অক্টোবর শুক্রবার 'বিল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, রেকর্ড সংখ্যাক ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৬ জন নতুন ইমিগ্র্যান্টকে ইমিগ্রেশন এ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) ইনটেনি-সিভ সুপারভিশন এপ্রিয়ারেন্স গ্রোগ্রামের (আইএসএপি) অধীনে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চিরাচরিত ডিটেনশন ফ্যাসিলিটিতে রাখা হয়নি। বাইডেন প্রশাসন বিশ্বাস করে, ইলেকট্রনিক সার্ভিল্যান্স কর্মসূচি তুলানমুলক নিরাপদ কার্যকর। আইএসএপি প্রত্যেককে এ্যাংকেল মনিটর, ওয়েস রিপোর্টিং বা স্পটলিংক ডাউনলোড অধিক কার্যকর। স্টার্টলিংক ৬০ ইমিগ্র্যান্টের পছন্দের। যা গত মাস থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আবেদনকারীদের ফটো চেক ইন নির্দিষ্ট সময়ে ছবি নেয়ার পর তাদের ফেসিয়াল সফট ওয়্যারের মাধ্যমে তালিকা রাখা হচ্ছে।

সারাদেশের কারাগারে ব্যবহার করা হয় স্পার্ট লিংক যার মাধ্যমে ভিডিও করলে ইমিগ্র্যান্টদের সাক্ষাতকার কনফার্ম করা এবং কোর্টের তথ্য জানানো হয়। এই কর্মসূচিটি ইমিগ্র্যান্টদের জন্য ভালো কারণ তাদের বন্ড অনুমানের পূর্বে শারীরিকভাবে বন্দি থাকতে হয় না।

এছাড়া অনেকক্ষেত্রে বন্ডের পরিমাণ এত বেশি যে ইমিগ্র্যান্টদের বন্ডে দেয়া কঠিন। অন্যদিকে ইমিগ্র্যান্ট অধিকার আন্দোলনকারী অনেক গ্রুপ মনে করে এ্যাংকেল মনিটর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা ও অধিকারের পরিপন্থী। তাদের দাবি সমগ্র আইএসপি কর্মসূচিই বাতিল করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে শহীদুল হকে প্রশ্নঃ

আমি গত ১০ বছর যাবত একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে এদেশে বাস করছি। কিন্তু দুঃখজন ঘটনা হচ্ছে আমি আমার গ্রিনকার্ডটি হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমার এ ব্যাপারে দুটি বিষয়ে জানবার আছে। আশা করি আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন।

আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছেঃ আমি কি প্রথমে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করবো এবং গ্রিনকার্ড পাবার পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করব?

আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছেঃ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কত সময় লাগতে পারে।

শহীদুল হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

এটা জরুরী নয় যে- প্রথমে গ্রিনকার্ড পেয়ে তার পার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, আপনি একই সঙ্গে সিটিজেনশীপ এবং গ্রিসকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি যদি প্রথমে সিটিজেনশীপের ইন্টারভিউ এর জন্যে এপেয়নমেন্ট নন তবে আপনি সিটিজেনশীপের জন্যে ইন্টারভিউ দিতে পারেন গ্রিনকার্ড ছাড়াই। সাক্ষাতকার গ্রহণকারী অফিসারকে আপনার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদনের প্রমাণপত্র দেখাবেন। ইন্টারভিউ পাশ করে গেলে এবং সিটিজেশীপের শপথ নেয়ার তারিখ পেলে তখন আপনি গ্রিনকার্ডের আবেদন প্রত্যাহার করে করেন। আইন অনুযায়ী আপনি ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে গেলে আপনার জন্যে আর গ্রিনকার্ড জরুরী নয়।

কত সময় লাগবে

সময় লাগবে সে সম্পর্কে আগাম বলা কঠিন। কোভিড-১৯ এর কারণে ইমিগ্রেশনের বিরাট ব্যাকলগ রয়েছে। সম্প্রতি আমরা ৩টি গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করি। একটির ক্ষেত্রে আমরা ৩ মাসের কম সময় পেয়েছি। অন্য দুটি ৬ মাস হয়ে গেলেও এখন পেন্ডিং আছে। সিটিজেনশীপ পরীক্ষা নির্ভর করে আপনি কোথায় থাকেন তার উপর। এটা সাধারণতঃ ৬ মাস থেকে ১২ মাসের প্রক্রিয়া। আপনি ইউএস ওয়েবসাইডে এটা জানতে পারবেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
২৩ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

গরিবরা ক্রমেই চাপের মুখে পড়ছে

ড. এস এম জাহাঙ্গীর আলম

গত ৯ নভেম্বর (মঙ্গলবার) সব ক'টি জাতীয় দৈনিকের প্রধান খবর ছিল পরিবহন ভাড়া নিয়ে। কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম ছিল– 'বলির পাঁঠা সাধারণ মানুষ', 'বাড়তি ভাড়ায় নৈরাজ্য ক্ষুব্ধ যাত্রীরা', 'বাসভাড়ায় নৈরাজ্য', 'নতুন বাস-ভাড়ায় পুরনো নৈরাজ্য', 'ভাড়া নিয়ে বচসা শুরুতেই', 'চলছে নৈরাজ্য', 'ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য' ইত্যাদি। গত ৪ নভেম্বর জ্বালানি তেলের (ডিজেলের) দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেয় মালিক সমিতি। ৭ নভেম্বর পরিবহন ভাড়া বাড়ানো হয়। ডিজেলের দাম বাড়ানো হয় ২৩ শতাংশ, আর ভাড়া বাড়ানো হয় ২৭ শতাংশ (গড়ে)। ৫২ সিটের দূরপাল্লার বাসের ভাড়া ১ দশমিক ৪২ থেকে ২৭ শতাংশ, দূরপাল্লার ৪০ সিট ১ দশমিক ৮৫ থেকে ২৬ দশমিক ৪৮, নগর পরিবহন ১ দশমিক ৭০ থেকে ৬ দশমিক ৫ আর নগর পরিবহন মিনিবাসের ভাড়া ১ দশমিক ৬০ থেকে ২৮ দশমিক ১২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। তবে সরকারের নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে দ্বিগুণ, কোথাওবা তিনগুণ পর্যন্ত ভাড়া আদায় হচ্ছে। অতীতেও একই বাস্তবতা দেখা গেছে। সরকার যে পরিমাণ ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়, তার চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ ভাড়া আদায় করা হয় যাত্রীসাধারণের কাছ থেকে। শুধু বাস-ট্রাকের ভাড়াই বাড়ানো হয়নি, বেড়েছে নৌযানের ভাড়াও। আর সেই সাথে বেড়েছে সিএনপি চালিত অটোরিকশা এমনকি রিকশা ভাড়াও।

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পর পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির সরাসরি চাপটি পড়ল জনসাধারণের ওপর। বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্তের ওপর। এক দিকে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে, অন্য দিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরেক দফা বেড়েছে। নানা জন নানা কথা বলছেন। কেউ বলছেন, পরিবহন ভাড়া বাড়ানোর জন্য ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে, কেউবা বলছেন সরকার জনগণের সাথে রসিকতা করছে। সরকার আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে জ্বালানি তেলের (ডিজেলের) দাম বাড়াল। অর্থনীতিবিদরা জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সরকার আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালেও আন্তর্জাতিক বাজারের চিত্রটা ভিন্ন।

গত ১ নভেম্বর আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামের চিত্রটা হলো– ভেনিজুয়েলায় প্রতি লিটার তেলের দাম বাংলাদেশী মুদ্রায় এক টাকারও কম। ইরানে প্রতি লিটার বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় এক টাকা। সৌদি আরবে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম প্রায় ১১ টাকা, সিরিয়ায় ১৩ টাকা, আলজেরিয়ায় ১৮ টাকা, এঙ্গোলায় ১৯ টাকা, কুয়েতে ৩২ টাকা, তুর্কমেনিস্তানে ৩৩ টাকা, ইথিওপিয়ায় ৩৩ টাকা, বাহরাইনে ৩৬ টাকা, মালয়েশিয়ায় ৪৪ টাকা, শ্রীলঙ্কায় ৪৭ টাকা, কাতারে ৪৮ টাকা, নাইজেরিয়ায় ৫৩ টাকা, সুদানে ৫৬ টাকা, রাশিয়ায় ৬০ টাকা, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৬৫ টাকা, আফগানিস্তানে ৬৫ টাকা, মিয়ানমারে ৬৭ টাকা, ইন্দোনেশিয়ায় ৬৮ টাকা, ভিয়েতনামে ৭১ টাকা আর তুরস্কে ৭৩ টাকা। বাংলাদেশে জ্বালানি তেল মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আসে। বিশেষ করে কুয়েত থেকেই বেশি তেল আমদানি করা হয়। আর কুয়েতের তেলের দামের চিত্রটা তো তুলে ধরাই হলো। বর্তমানে জ্বালানি তেলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ৫০ লাখ টনের কিছু বেশি। বিপিসি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে অপরিশোধিত তেল আমদানি হয়েছিল সাড়ে ১১ লাখ টনের কিছু বেশি, আর পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি হয়েছিল ৩৮ লাখ ৭৩ হাজার ১৩২ টন। আমদানি মূল্য ছিল (সিঅ্যান্ডএফ) পেট্রল প্রতি লিটার ৭৮ টাকা ৭৮ পয়সা, অকটেন ৮১ টাকা ৮ পয়সা, জেটফুয়েল ৬২ টাকা ৩৮ পয়সা, কেরোসিন ৬০ টাকা ৭৬ পয়সা আর ডিজেল ৫৯ টাকা ৭১ পয়সা। আর সেসব দেশেই সবচেয়ে কম মূল্যে জ্বালানি তেল রফতানি করা হয় বা হচ্ছে।

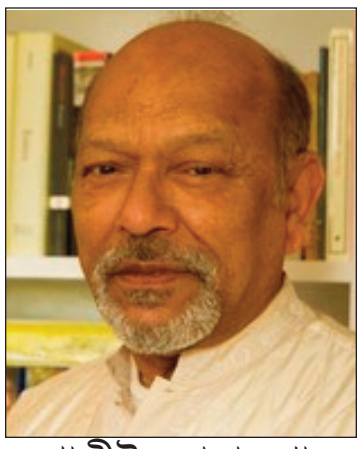
পরিবহন ভাড়ার বৃদ্ধির সাথে সাথেই পণ্যের বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ল। হু হু করে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয়, বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের দাম। চাল, ডাল, তেল, মাছ-গোশত, তরিতরকারি, শাক-সবজিসহ যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। এক কেজি সরু চালের দাম ৬৮ থেকে ৭২ টাকা, মোটা চাল ৫৬ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে গত ৯ নভেম্বর রাজধানীর বাজারে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে দেশে পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করে। সেই থেকে দামের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। দফায় দফায় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ছে। মূল্যস্ফীতির গতি এখন আর সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে দেখাল যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে মূল্যস্ফীতি ৬ থেকে বেড়ে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময়ে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ২১ শতাংশ, যা আগের মাসে ছিল ৫ দশমিক ১৬ শতাংশ। বিবিএসের তথ্য মতে, গ্রামাঞ্চলে একই সময়ের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৬৭ থেকে বেড়ে হয় ৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। জ্বালানি তেল, গ্যাস, পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্য দিকে দারিদ্র্যের হারও বাড়ছে। করোনার নেতিবাচক প্রভাবে বাংলাদেশে নতুন করে প্রায় এক কোটি লোক নতুন করে দারিদ্র্যের তালিকায় উঠে এসেছে বলে বিশ্বব্যাংক গত এক বছর আগেই বলেছে। অন্য দিকে বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে সার্বিক দারিদ্র্য ছিল ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০২০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশে। অথচ মাথাপিছু ব্যয় বেড়েই চলছে। কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেসব জরিপ চালিয়েছে, সেগুলোর ফলাফলে পাওয়া চিত্রটা খুব একটি ইতিবাচক নয়। বিভিন্ন জরিপে বলা হয়, কোভিডের মধ্যে বেকারত্ব বেড়েছে, বেড়েছে দারিদ্র্য আর কমেছে আয়। এ সময়ে দৈনিক সোয়া পাঁচ কোটি মানুষের দৈনিক আয় দুই ডলারের নিচে নেমে আসে। এ দিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিবিএসের জরিপে বলা হয়, করোনায় সারা দেশে মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জরিপে বলা হয়, তৈরী পোশাক, চামড়া, নির্মাণশিল্প ও চা-শিল্প এই চার খাতে ৮০ শতাংশ শ্রমিকের মজুরি কমেছে। একই সময়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের জরিপে বলা হয়, করোনায় দেশের ৫০ শতাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানই ৭৬ শতাংশের ওপরে শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

২০২০ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এবং ব্র্যাকের যৌথ জরিপে বলা হয়, গত ২০১৯ সালে আড়াই কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। বাড়ছে মাথাপিছু ব্যয়। মাথাপিছু আয়ের হিসেবে পাওয়া গেলেও ব্যয়ের কোনো হিসাব নেই সরকারিভাবে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েই চলছে। অন্য দিকে কমছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। আমরা মাথাপিছু আয়ের কথা বলি, কিন্তু আমরা কি খবর রাখি যে, আমাদের মাথাপিছু বিদেশী ঋণ কত? আজ যে শিশুটি জন্ম নেবে, তার মাথার ওপর ঋণ দাঁড়াবে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আর মাথাপিছু বিদেশী ঋণ প্রায় ২৫ হাজার টাকা। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) গত ২০২০ সালের জরিপে বলেছিল, দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং বিভিন্ন পণ্য ও সেবা-সার্ভিসের মূল্য বেড়েছে ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। এখন তো আর সেখানে স্থির নেই। ব্যয়ের মাত্রা বেড়েই চলছে। আয়-ব্যয়ের ব্যবধানটা বেড়েই চলেছে। সেই সাথে নিত্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র মানুষের ওপর চাপ বাড়ছে। শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যয় বাড়ছে। এক কথায় বলতে গেলে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত গরিব মানুষ ক্রমেই চাপের মুখে পড়ছে।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক কর কমিশনার এবং পরিচালক, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট



পরিবেশ বিপর্যয় পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক



গাজীউল হাসান খান

ক্রমাগত পরিবেশদূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া বা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার ব্যাপক ভুক্তভোগী হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সৃষ্ট সে দুরবস্থা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাঁচাতে কাঙ্ক্ষিতভাবে এগিয়ে আসছে না তারা। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে অবদান কিংবা অনুদানের চেয়ে জ্ঞান খয়রাতের প্রবৃত্তিই বেশি দেখা যাচ্ছে পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশ কিংবা পরাশক্তির মধ্যে বেশি। তাই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান তরুণ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ৩১ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে চলমান কপ-২৬ বিশ্বসমাবেশকে 'গ্লোবাল নর্থ গ্রিন ওয়াশ' বলে উল্লেখ করেছেন। যার মোটামুটি বাংলা ভাবার্থ দাঁড়ায়, শিল্পোন্নত উত্তরের সবুজ ধোলাই। এতে অতি দেরিতে যা অর্জিত হয়েছে তা অত্যন্ত নগণ্য। চীন ও রাশিয়ার শাসকরা এতে উপস্থিত না হলেও বিশ্বের ২০০টি দেশের নেতারা এবং ২০ হাজার প্রতিনিধির এক বিরাট লটবহর তাতে যোগ দিয়েছেন।

বিশ্বের বর্তমান আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনগত ভয়াবহতা ও ব্যাপকতাই যে তাদের এই নিদারুণ শীতে সমবেত হতে তাগিদ জুগিয়েছে তাতে অবিশ্বাসের কোনো সুযোগ নেই। কারণ বিশ্বের স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল এবং বিশেষ করে ছোট-বড় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নেতা ও পরিবেশবিদরা বলেছেন, বর্তমান বৈশ্বিক তাপমাত্রা যদি গত মে মাসে যে রেকর্ড ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত হয়েছিল, তা থেকে কিছুটাও বাড়ে, তবে তা হবে তাদের জন্য মৃত্যুর একটি নিশ্চিত পরোয়ানা। কারণ তার প্রভাবে বাড়বে খরা, বনাগ্নি, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্রের তলদেশ ও জলরাশি স্ফীত হওয়ার কারণে তলিয়ে যাবে অনেক দ্বীপরাষ্ট্র কিংবা নিম্নাঞ্চল। পশ্চিম ও উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় চলতি বছরের মাঝামাঝি তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। এ ধারা বিগত কয়েক বছর ধরে ঊর্ধ্বগতি লাভ করছে। তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল থেকে কানাডার দু-একটি এলাকায়ও। পরিবেশদূষণের ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতিবছর বিশ্বের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৭.৯ ট্রিলিয়ন ডলারে। সে ক্ষেত্রে বিশ্বের স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল দেশগুলো ও অনগ্রসর দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর অবস্থা কী দাঁড়াবে? এ অবস্থায়ও কপ-২৬-এ সমবেত শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করার জন্য বেসরকারি পর্যায় থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য আসা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষার জন্য আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা। নতুবা উপরোক্ত দেশগুলোর কষ্টসাধ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক দুর্যোগের উত্তরোত্তর ছোবলে ভেস্তে যাবে এবং দরিদ্রতার অভিশাপ তাদের মধ্যে আরো বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না উন্নত বিশ্ব। কারণ তাতে ভূমিহীন ও সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উদ্বাস্তুগতভাবে শরণার্থী হওয়ার প্রবণতা কিংবা আশঙ্কা আরো অনেক বেড়ে যাবে।

মূলত চারটি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্লাসগোতে আয়োজিত হয় কপ-২৬। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনা এবং তাকে আর কোনো অবস্থায়ই ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠতে না দেওয়া। প্রাক-শিল্প পর্যায়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে ব্যবস্থাপনা করতে পারলে আবহাওয়া ও পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা অনেকাংশে সম্ভব হবে বলে পরিবেশবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন। বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে দুইয়ের নিচে অর্থাৎ ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখতেই হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বন্যা, ঘূর্ণি, খরা, জলোচ্ছ্বাস কিংবা অগ্ন্যুৎপাতের মতো যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমাগতভাবে মানবসমাজ ও উন্নয়নের ধারাকে বিপর্যস্ত করছে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে পরিবেশদূষণ রোধ ও তাপমাত্রাকে সামাল দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে বিজ্ঞানীরা বারবার হুঁশিয়ার করে যাচ্ছেন।

> বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তির দেশগুলোর সামরিক বাজেটের কথা বিস্তারিতভাবে জানতে পারলে যেকোনো মানুষকেই অবাক হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ভারতের সামরিক বাজেট সব খাতকে ছাড়িয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র এখন পারমাণবিক ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রধান হুমকি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন।

এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বনাঞ্চল প্রতিরক্ষা ও মিথেন গ্যাস নিঃসরণ রোধের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্বের ১০০টি দেশ উলিখিত সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনতে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে। তারা ২০৩০ সালের মধ্যে বন উজাড় বন্ধ এবং মিথেন গ্যাস নিঃসরণ ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। কপ-২৬ থেকে ২০৫০-এর মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বলা হয়েছে। জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রায় সব শিল্পোন্নত দেশই কয়লা ব্যবহার করে থাকে, যা পরিবেশদূষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জ্বালানি উৎপাদনের ব্যাপারে কয়লার ব্যবহারকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনতে বলা হলেও চীন, রাশিয়া, ভারতসহ অনেক দেশই তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। চীন বিশ্বের পরিবেশদূষণের ব্যাপারে একাই ৩০ শতাংশ অবদান রাখছে। তবে উলিখিত সময়ের মধ্যে তা কমিয়ে আনার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেনি। তারা (চীন) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যতে আর কয়লাভিত্তিক জ্বালানি উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে না বলে উলেখ করলেও নিজ দেশে তা বন্ধ করার কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও জাতিসংঘের কাঠামোর (Frame work) মধ্যে আয়োজিত কপ-২৬ গ্লাসগো সম্মেলনে ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যতে নামিয়ে আনার তাগিদ দিলেও চীন ও রাশিয়া বলেছে তাদের পক্ষে ২০৬০ এবং ভারত বলেছে তাদের পক্ষে ২০৭০-এর আগে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের রয়েছে নিজস্ব কয়লাখনি। তা ছাড়া তারা জ্বালানি উৎপাদনের জন্য কয়লা ব্যবহার করে থাকে। এর পাশাপাশি তাদের পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, OECD সদস্যভুক্ত দেশগুলোর ২০৩০ সালের মধ্যে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করা উচিত এবং ২০৪০ সালের মধ্যে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি উৎপাদন কারখানা তালাবদ্ধ করা উচিত। তবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহারকারী কিংবা কয়লাভিত্তিক জ্বালানি উৎপাদনকারী শিল্পোন্নত দেশ চীন, রাশিয়া, ভারত ও ব্রাজিল কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছে, যা কপ-২৬-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে না। প্রথম সারির শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যই একমাত্র ব্যতিক্রম। জার্মানী কপ-২৬-এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে একমত পোষণ করলেও সম্পূর্ণভাবে সেসব লক্ষ্য পূরণ করতে আরো কিছুটা সময় নেবে বলে জানিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে আগ্রহী। পরিবেশদূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও ছোট-বড় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে রক্ষা করার ব্যাপারে যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য তহবিল গঠন করার কথা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি কপ-২৬ সম্মেলন। তবে সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক বলে মনে হয়েছে। কারণ ব্রেক্সিট অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসা এবং একটি ফলপ্রসূ পরিবেশ সম্মেলনের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তাঁর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও নিজ দেশকে আবার প্যারিস পরিবেশ চুক্তিতে ফিরিয়ে এনে প্রশংসিত ও নন্দিত হয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে বের করে নিয়েছিলেন। তাতে নিজ দেশ ও বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছেন তিনি। সর্বত্র হারিয়েছিলেন জনসমর্থন। অভিজ্ঞ কিংবা প্রজ্ঞাবান জো বাইডেন রাজনৈতিকভাবে সে সুযোগটি কাজে লাগিয়েছেন। দ্রুত শিল্পায়ন কিংবা শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর পরিবেশদূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী এখন চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর জনগণ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা কিংবা জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রতিবছর ঘরবাড়ি হারাচ্ছে অগণিত মানুষ। নদীভাঙনের কারণে সহায়-সম্বল ও ভিটামাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হচ্ছে অনেকে। কিন্তু কার কারণে তাদের এই বিপর্যয়, লাঞ্ছনা ও ভোগান্তি। দেশ-বিদেশি অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে সরকার ও শিল্পপতি কিংবা শিল্প-কারখানার বিত্তশালী মালিকদের সেসব হতভাগ্য মানুষের কথা ভাবতে হবে। বুঝতে হবে কার কারণে বিশ্বব্যাপী পশ্চাৎপদ দেশগুলোর মানুষ এই ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে। একমাত্র তাহলেই বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন সহজ হবে। বিশ্ববাসী অবগত রয়েছে যে জ্বালানি ছাড়া কলকারখানায় উৎপাদন সম্ভব নয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রয়েছে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি উৎপাদনব্যবস্থা। এখনো শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সবুজ জ্বালানির উৎপাদন যথেষ্ট নয়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পর্যায়ক্রমে দ্রুততার সঙ্গে সবুজ জ্বালানিতে রূপান্তরিত করতে হবে শিল্প-কারখানার উৎপাদন। পারমাণবিক জ্বালানি এখনো ব্যয় সাশ্রয়ী হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া সূর্যরশ্মি কিংবা বায়ুনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনও বিশ্বব্যাপী সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। সুতরাং একটি সামগ্রিকভাবে নিভ্রশীল জ্বালানি ব্যবস্থায় যেতে বিশ্বব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে হবে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষকে। এতে বিশ্বের ধনিক শ্রেণির দেশগুলো ছাড়াও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত অনুদান আসতে হবে কপ-২৬-এর উল্লিখিত ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিলে। যারা পরিবেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় ঘটাচ্ছে তাদের অবদান কিংবা অনুদানই এ ক্ষেত্রে হওয়া উচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অথচ বাস্তবে দেখা যায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। চীন, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশের পরিবেশদূষণের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে সবচেয়ে বেশি। তারা কেউ দরিদ্র দেশ নয়। বিশ্বব্যাপী তাদের রয়েছে বৃহৎ অঙ্কের বাণিজ্য। সুতরাং পরিবেশ এবং জলবায়ু উন্নয়নে তাদের অবদানও হওয়া উচিত তেমনই।

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তির দেশগুলোর সামরিক বাজেটের কথা বিস্তারিতভাবে জানতে পারলে যেকোনো মানুষকেই অবাক হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ভারতের সামরিক বাজেট সব খাতকে ছাড়িয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র এখন পারমাণবিক ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রধান হুমকি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন। এ ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে উঠে আসছে ভারত। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে তিন হাজার ৭৫০টি পারমাণবিক বোমাসহ মারাত্মক অস্ত্র। তার পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে চীন তার পারমাণবিক বোমাসহ বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্রের পরিমাণ এক হাজারের অধিক করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভারত-পাকিস্তান দারিদ্র্যমুক্ত না হলেও তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট অবাক হওয়ার মতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া কিংবা ভারত কেউই ১০০ বিলিয়নের ঘোষিত পরিবেশ রক্ষা তহবিলে তেমন কোনো বিশাল অঙ্কের অনুদান বা অর্থ ঘোষণা করেনি। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত ও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া কিংবা ইউরোপের জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো কাছাকাছি না হলেও তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট কম নয়। পরিবেশ রক্ষাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ জোগান দিতে না পারলেও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে উদারভাবে। এ অবস্থা থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ এখনো মুক্ত হতে পারেনি। পরিবেশগত মহাবিপর্যয়ের কারণে নিজের দেশ ও প্রিয় পৃথিবীকেই যদি না বাঁচানো যায়, তাহলে পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা বিশাল অঙ্কের প্রতিরক্ষা বাজেট দিয়ে কী হবে। কপ-২৬-এর ঘোষিত পরিবেশ তহবিলে অবদানের জন্য সব দেশের সরকার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে এগিয়ে আসতে হবে নতুবা বিশ্বব্যাপী যে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে কোনো সামরিক কিংবা পারমাণবিক শক্তি বিশ্বমানবতাকে বাঁচাতে পারবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে পরিবেশদূষণ বা বিপর্যয় পারমাণবিক শক্তির চেয়েও অনেক মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

gaziulkhan@gmail.com

দৃষ্টিপাত : সাইবার নিরাপত্তায় করণীয়

কায়সার আহমেদ খান

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে সাইবার নিরাপত্তার সচেতনতা আমাদের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরত্বপূর্ণ। কারণ ফিশিং আক্রমণ, রেনসম-ওয়ার আক্রমণ এবং অন্যান্য আক্রমণের প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক গুণ বেড়েছে। প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। এ জন্য অবশ্য প্রতি বছর অক্টোবর মাসব্যাপী সাইবার নিরাপত্তার জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রচারাভিযান চালানো হয়।

এক পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বব্যাপী ৯৪ শতাংশ কোম্পানি কমপক্ষে যেকোনো ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, পর্যবেক্ষণের তথ্য অনুযায়ী, কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ সাইবার হামলা মানুষের কোনো না কোনো ভুলের কারণে হয়ে থাকে। সম্প্রতি পর্যালোচনার তথ্য অনুযায়ী ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আক্রমণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। গ্লোবাল স্টেট অব সিকিউরিটির তথ্যানুযায়ী ৬৬ শতাংশ ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান গত এক বছরে কোনো এক ধরনের সাইবার হামলায় সম্মুখীন হয়েছে।

সাইবার হামলার প্রতিরোধ ও আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি থেকে পরিত্রাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ–

প্যাচ ম্যানেজমেন্ট: অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের নিয়মিত আপডেট রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার মাইক্রোসফট তার অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যারের আপডেট রিলিজ দিয়ে থাকে। আমাদের সবার উচিত



নতুন আপডেট আসার সাথে সাথে যথাযথ পর্যালোচনা করে সেগুলো ইনস্টল করা। এ ক্ষেত্রে প্যাচ ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন: ইউজার নাম ও পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি ওয়ানটাইম টোকেন দিয়ে ইউজার অথেন্টিকেশন যাচাই করতে হবে। ওয়েব পোর্টাল ও সার্ভারে লগিনের জন্য মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহার করা ব্যাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

সচেতনতা বৃদ্ধির ট্রেনিং: প্রতিষ্ঠানের সব কর্মকর্তা কর্মচারীর সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা অত্যাবশক। আর সে লক্ষ্যে সবার জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। একমাত্র সচেতনতাই সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফিশিং আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

ব্যাকআপ প্ল্যান: প্রতিষ্ঠানের তথ্য বা ডেটা অত্যন্ত মূল্যবান, সব মূল্যবান তথ্যের সুরক্ষার লক্ষ্যে যথাযথ ডাটা ব্যাকআপ প্ল্যান তৈরি করতে হবে, ডাটা ব্যাকআপের একটি কপি অনসাইট এবং আরেকটি কপি অফসাইটে রাখতে হবে।

আইটি নিরাপত্তা পলিসি: ছোট-বড় সব প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আইটি সিকিউরিটি পলিসি থাকতে হবে। পলিসি অনুমোদন এবং বাস্তবায়ানের জন্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট এবং আইটি সিকিউরিটি টিম একত্রে কাজ করতে হবে।

ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল টেস্টিং: প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক, সিস্টেম ও সফটওয়্যারের নিয়মিত সিকিউরিটি টেস্টিং ব্যাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইটি টিম প্রতি মাসে একবার ইন্টারনাল সিকিউরিটি টেস্ট করতে হবে। এক্সটারনাল টেস্টের জন্য স্বনামধন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া দিতে হবে যাদের পেনিট্রেশন টেস্টিংয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

রেগুলেটরি ও কমপ্লায়েন্স : কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইটি নিরাপত্তার নিয়মনীতি বা নির্দেশিকা নিয়ে কাজ করে থাকে; এগুলোর মধ্যে আইএসও, পিসিআই ও এইচএসএস অন্যতম। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ধরন অনুযায়ী এক বা একাধিক কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করা যেতে পারে; যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিয়মনীতি তথা তথ্যপ্রযুক্তির সিকিউরিটি বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ অবদান রাখবে।

লেখক: সিস্টেম ও আইটি সিকিউরিটি এক্সপার্ট

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ইউপি নির্বাচন : খুনোখুনির প্রতিকার নেই?

২৬ বছরে
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

আবু সাঈদ খান

একদা ভোট ছিল উৎসব, এখন তা আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে রক্ত ঝরেছে নরসিংদী, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে। মৃত্যু হয়েছে সাতজনের; নির্বাচন-উত্তর আরও পাঁচজন। বুথ দখল, বাক্স ছিনতাই, জবরদস্তিমূলক ভোট প্রদান, সংঘাত-সংঘর্ষ হয়েছে নানা স্থানে। প্রথম ধাপের নির্বাচনও সংঘর্ষপূর্ণ ও রক্তাক্ত ছিল। প্রথম ধাপের অভিজ্ঞতার পর কারও বুঝতে বাকি ছিল না, দ্বিতীয় ধাপও এর ব্যতিক্রম হবে না। তবে সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধে কর্তৃপক্ষের আরও জোরাল পদক্ষেপ প্রত্যাশিত ছিল। বাস্তবে তা দেখা গেল না। উপরন্তু দ্বিতীয় ধাপ নির্বাচনের আগেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। নির্বাচনের এক দিন আগেই বলেছিলেন- ঘরে ঘরে, মহল্লায় মহল্লায় পাহারা দিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা থামানো সম্ভব নয়। নির্বাচনের পর কর্তাব্যক্তিদের নানা মন্তব্য শুনলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বললেন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েই থাকে। কেউ কেউ বললেন, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির আমলে আরও বেশি হতো। এসব কথাবার্তা থেকেই ধারণা করা যায়, পরিস্থিতি উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ কতটুকু আন্তরিক।

এটি সত্য যে, শুধু পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে খুনোখুনি বন্ধ হবে না; অবস্থার উন্নতি ঘটবে না। কারণ, সংঘাতের উপাদান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রোথিত। প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে দ্রুত স্থান করে নেওয়া সুবিধাবাদীদের শক্তি জনসমর্থন নয়; পেশি ও কালো টাকা। রাজনীতিতে পেশি ও কালো টাকার প্রভাব থাকলে নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে না- তা কী করে আশা করি? ২০১৬ সালের নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ ছিল; এবার তারা মাঠে নেই। কিছু বিএনপি সদস্য দলীয় মার্কা ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তবে সংখ্যায় খুবই কম। তারা হিসাবের মধ্যে নেই। তাই এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও খুনোখুনি দুই-ই হচ্ছে আওয়ামী লীগ মনোনীত ও বিদ্রোহীদের মধ্যে।

মনোনয়ন প্রক্রিয়ার গলদও বিদ্রোহ ও খুনোখুনির জন্য অনেকাংশে দায়ী। বহু স্থানে স্বজনপ্রীতি বা টাকার জোরে নব্য ও অগ্রহণযোগ্যরা মনোনয়ন বাগিয়ে নিচ্ছেন। বঞ্চিত হচ্ছেন যোগ্য প্রার্থী। তাই অনেক জায়গায় বিদ্রোহীদের পেছনে কর্মীরা সমবেত হয়ে লড়ছেন। কোথাও কোথাও ত্যাগী কর্মীরা বিদ্রোহের কারণে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। আর মোটা টাকায় কেনা মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা পরাজয় মানতে নারাজ। তিন ধাপে ২৫০ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এই ছোঁয়া লেগেছে সাধারণ ও নারী সদস্যপদেও। শুধু তৃতীয় ধাপেই বিনা ভোটে ৩৩৭ ও সংরক্ষিত নারী সদস্য ১৩২ জন নির্বাচিত (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর : ১২ নভেম্বর ২০২১)। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ মিলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী সদস্যদের সংখ্যা অনেক। বলা বাহুল্য, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভয় বা প্রলোভনে নির্বাচনের মাঠ ছেড়েছেন। কোনো কোনো মাঠত্যাগী প্রার্থী কিছু কামিয়েও নিয়েছেন। মনোনয়ন-বাণিজ্যের পাশাপাশি প্রার্থিতা-বাণিজ্যও হয়েছে এবার।

এ অধঃপতন নিয়ে রাজনীতিকদের মধ্যে তেমন দুঃখবোধ নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতারা টিভি টকশোতে বাগবিতন্ডা করছেন- কোন আমলের নির্বাচন কত খারাপ হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না- বিএনপি, জাতীয় পার্টির আমলে খারাপ নির্বাচন হয়েছে বলেই তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে? ভালো নির্বাচন কি কখনও হবে না?

ইউনিয়ন পরিষদ দেশের সবচেয়ে পুরোনো প্রতিষ্ঠান।



রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও শতবর্ষী এ প্রতিষ্ঠান টিকে আছে এবং যথারীতি নির্বাচন হয়ে আসছে। একসময় প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। এলাকার সর্বজনমান্য ব্যক্তিরা এ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হতেন। সামান্য সরকারি অনুদান ও 'চকিদারি ট্যাকস্নের ওপর কার্যক্রম চালাতে হতো (চৌকিদাররা স্থানীয় সরকারের ধার্য করা এ ট্যাক্স আদায় করত বা এই টাকায় চৌকিদারদের বেতন দেওয়া হতো বলে লোকমুখে চকিদারি ট্যাকসো কথাটি হয়েছিল)। তখন প্রেসিডেন্ট সাহেবদের গাঁটের পয়সা ব্যয় করে জনসেবা করতে হতো। তাই অনেকে প্রেসিডেন্ট হতে চাইতেন না। এলাকার লোকেরা ধনাঢ্য ও প্রভাবশালীদের অনুনয়-বিনয় করে নির্বাচনে দাঁড় করাত। তখন নির্বাচনী বুথ পাহারায় লাঠি হাতে বা গাদা বন্দুক নিয়ে আনসার থাকত। সাধারণত কোনো হাঙ্গামা হতো না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইউনিয়ন বোর্ডকে ইউনিয়ন কাউন্সিল নামকরণ করেন। তখনও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। স্বাধীনতার পর জাতীয় নির্বাচনে বল প্রয়োগের নীতির তেমন প্রভাব ইউনিয়ন পরিষদে গড়ায়নি। আমার মনে পড়ে, স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপকভাবে হোন্ডা, গুন্ডা ও 'মডাল্ব ব্যবহার শুরু হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরশাসকের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু 'এরশাদীয় খেল্ব সবাই অনুসরণ করে চলেছে। এই খেলায় ২০২১ সালে সবাই আউট। এখন আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ; মনোনীত বনাম বিদ্রোহী।

জনমনে প্রত্যাশা ক্ষমতাসীনদের কাছেই। আশার কথা, ক্ষমতাসীন দলের বিবেকবান ও দায়িত্বশীল নেতাদের মধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আছে। তারাও পরিবর্তন চাচ্ছেন। এ প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করা এখন জাতির সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীন-নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, যারা নির্বাচনের দায়িত্ব নেবেন, কারও আজ্ঞাবহ হবেন না। সংশ্লিষ্ট পুলিশ-প্রশাসনকে তাদের ওপর কার্যকরভাবে ন্যস্ত করতে হবে।

নির্বাচন পদ্ধতিরও পরিবর্তন আনা দরকার। দেশে এখন পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার। আর স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন) গঠিত হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির আদলে। চেয়ারম্যান ও মেয়ররা সরাসরি নির্বাচিত ও সর্বেসর্বা। এর পরিবর্তে নির্বাচিত মেম্বার বা কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাচিত হওয়ার বিধান থাকলে পরিষদে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতো। অন্যদিকে, কোটি টাকা ব্যয় করেও সরাসরি চেয়ারমান হওয়া যেত না। হুমকি বা প্রলোভন দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বসিয়ে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি চেয়ারম্যান বা মেম্বার হওয়ার সুযোগ থাকত না। কারণ, এ পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান বা মেয়র হলে তাকে আগে মেম্বার হতে হবে। প্রতিবেশী ভারতেও স্থানীয় সরকারে এই বিধান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। যদিও এটি একটি উৎকৃষ্ট মডেল বলে বিবেচিত। যখন এ দাবি ওঠে, আমিও সমর্থন করেছিলাম। একাধিক কলামও লিখেছিলাম। তখন ভাবিনি- মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় এভাবে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি হবে; মনোনয়ন-বাণিজ্য হবে। তা ছাড়া দ্বৈত পদ্ধতি চালু করা হলো; চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন এবং মেম্বার ও কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন থাকল না। মেম্বার-কাউন্সিলর ও তাদের সমর্থকরা যে যার মতো অবস্থান নিলেন। অনেক সদস্য প্রার্থী নিজ দলীয় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গেলেন। কেউ কেউ বিদ্রোহী বা অন্য দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীকে সমর্থন করলেন। এতে হযবরল অবস্থা তৈরি হলো। দ্বৈত শাসনের মতো এই দ্বৈত পদ্ধতির দশা।

সব দেখে এখন মনে হচ্ছে, গণতন্ত্রের আরও বিকশিত রূপ ও তৃণমূলে গণতন্ত্র চর্চা ছাড়া এটি ফল দেবে না। শুনেছি, আওয়ামী লীগও দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধানটি পুনর্বিবেচনার কথা ভাবছে। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগও নেতাদের দাবির মুখে মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জের ৮৮টি ইউনিয়নে জাতীয় প্রতীক বরাদ্দ দেয়নি। ওইসব ইউনিয়নে নির্বাচনপ্রত্যাশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এসব পরিবর্তন দরকার। তবে কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না, যতক্ষণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না হচ্ছে। রাজনীতিতে যখন পেশি আছে, কালো টাকার প্রভাব আছে; জনপ্রতিনিধি হয়ে গাড়ি-বাড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্টম্ন আছে; তখন কি ভালো নির্বাচন সম্ভব? এই অধঃপতন থেকে রাজনীতিকে উদ্ধার করা না হলে নির্বাচন সন্ত্রাস ও কলুষমুক্ত হবে না।

এখন প্রয়োজন সেই আদর্শবাদ, যা আমরা বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকের রাজনীতিতে দেখেছি। যা ছিল বাম ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। স্বাধীনতাউত্তর সত্তরের দশকেও তা দেখেছি। রাজনীতির ব্যাপক পচন ধরে আশির দশকে, সামরিক শাসকদের হাতে। সে পচন গণতন্ত্রের দাবিদারদেরও স্পর্শ করেছে। সুবিধাবাদী, 'কাউয়্ল, 'হাইব্রিড্বদের দাপট বেড়েই চলেছে।

বঙ্গবন্ধু বলতেন আগাছা-পরগাছার কথা, যা আসল গাছকে গ্রাস করে। কথায় বলে- আগাছার বৃদ্ধি বেশি। তাই আগাছা উৎপাটনে, সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি ও নির্বাচন অনুষ্ঠানে চাই সময়োচিত রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

লেখক: সাংবাদিক ও লেখক

শাসন-বারণে নৈতিক সমর্থন থাকা চাই

২৬ বছরে
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বিমল সরকার

অনেক সময় একটি তুচ্ছ বিষয়ও যে কী অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, চোখ-কান খোলা রেখে চারদিকে তাকালেই তা দেখা ও জানা যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাধারণ প্রশাসনসহ সমাজের নানা ক্ষেত্রে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও বিড়ম্বনারও কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিছু ঘটনা সংবাদমাধ্যমে আসে, বেশিরভাগ থেকে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। এই তো গত বছর করোনা মহামারির ভয়াবহ সময়টিতে সরকারি একজন কর্মকর্তা তার বাবার বয়সি কয়েকজন বৃদ্ধকে মাস্ক না পরার 'অপরাধে' কান ধরে ওঠবস করিয়ে কী কান্ডটাই না ঘটালেন! গেল সেপ্টেম্বরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা পরীক্ষার হলে প্রবেশের সময় দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁচি চালিয়ে নিজ হাতে ১৪ জন ছাত্রের চুল ছেঁটে দিয়ে সৃষ্টি করেন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির। এ নিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিরাজ করে অচলাবস্থা। বিস্মিত হই এই ভেবে যে, টানা দেড় বছর বন্ধ থাকার পর একটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না খুলতেই 'চুলকাটা ইস্যুতে' সংকটে পড়ল কী করে? আমার ক্ষুদ্র মাথায় ধরে না এতসব দায়িত্ববান থাকতে কীভাবে বিষয়টির সমাধানে মাস গড়াল?

দিন দিন আমরা ভুলে যেতে বসেছি, কেবল আইন ও সূত্র অনুযায়ী সবসময় সবকিছু চলে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখনো কখনো এর বাইরে গিয়েও কাজ করতে হয়। যার যা-ই অবস্থান হোক, সময়ে ব্যক্তিগত বিবেচনায় ঝুঁকিও নিতে হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি : শিক্ষার্থীরা ভুল করবে, শিক্ষকরা ক্ষমা করবেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন : শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।

এখানে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঘটনাটা আজ থেকে অন্তত পনেরো বছর আগের। কলেজে ১০টায় প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমার একটি ক্লাস। যথারীতি হাজিরা খাতাটি হাতে নিয়ে কমনরুমে কেবল চেয়ারটিতে বসেছি, অমনি চার-পাঁচজন ছাত্রী ব্যস্তত্রস্ত হয়ে ঢুকে বেশ অস্বস্তি নিয়ে জানাল যে, একটি ছাত্র অনেকক্ষণ ধরে ওদের কমনরুমে অন্য একটি ছাত্রীর সঙ্গে কী সব আলাপ করে যাচ্ছে। বললেও ওখান থেকে বের হচ্ছে না। এতে ছাত্রীরা অস্বস্তি ও বিব্রতবোধ করছে। আমার পাশে কনিষ্ঠ আরও দুজন সহকর্মী বসা। ছাত্রী ও শিক্ষকদের কমনরুম দুটি পাশাপাশি। অভিযোগকারী ছাত্রীদের কাছ থেকে আর কিছু জানতে না চেয়ে দ্রুত বের হয়ে বারান্দায় আসতেই দেখি ছেলেটি আমার পাশ দিয়েই আরও দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘটনা ও ঘটনার আকস্মিকতায় ওই সময়টিতে ভুলে যাই যে, আমি শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ। ডাকলাম ওকে। আস্তে আস্তে কাছে আসে। আমার সহকর্মী দুজন আমার পাশেই দাঁড়ানো। ততক্ষণে ওদের রুমের সব ছাত্রীও বের হয়ে আসে, সবার মাঝেই কৌতূহলী দৃষ্টি। পিনপতন নীরবতা। জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েদের রুমে কেন ঢুকলে? কোনো আওয়াজ না করে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা আরও একটু নিচু করল। ততক্ষণে আমি যা বোঝার বুঝে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে কী, ছাত্রীদের মুখ থেকে এমন অভিযোগটির কথা শুনে ওই ক্ষণটিতে আমি অনেক কিছু- পেশা-নেশা-পরিবেশ-পরিস্থিতি, শারীরিক অবস্থা, এমনকি বোধকরি হিতাহিত জ্ঞানটুকুও- হারিয়ে ফেলি। ডান-বাম না তাকিয়ে আমার ভাঙা শরীরে যত শক্তি আছে তা পুরোপুরি প্রয়োগ করে পরপর তিন-চারটি চড় লাগাই। নিজেকে কিছুটা সামলে সবাইকে রুমে এবং যার যার ক্লাসে যেতে বলে বুক পকেট থেকে নোট বুকটি বের করে ওর নাম-শ্রেণি-রোল নম্বর-গ্রুপ এবং বাবার নাম ও ঠিকানা লিখে নিই। যাওয়ার সময় আমার পায়ে হাত লাগানোয় কিছুটা আঁচ করতে পারি যে, যত অবাঞ্ছিত আর অনভিপ্রেতই হোক না কেন, ক্ষণিকের শাসন-বারণে বেশ কাজ হয়েছে। ততক্ষণে আমার নির্ধারিত ক্লাসটির ১৫ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে, খবর পাঠাই- আজকের ক্লাসটি আর হচ্ছে না।

যারা দেখেছে বা দেখেছেন কিংবা জেনেছে বা জেনেছেন; এর বাইরে আমি কোনোদিন কাউকে ঘটনাটির কথা জানাইনি। নাম-ঠিকানা লিখে রাখলেও ছাত্রটির সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়েছে অথবা কেমন তার চেহারা- কিছুই আমার মনে নেই।

ঘটনার পর আমাদের কমনরুমেই বসে আছি। ততক্ষণে খবরটি যে নিচতলায় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কানে গিয়ে পৌঁছে গেছে, সে কথা আমার মাথায় নেই। ওই সময় বেলায়েত হোসেন আমাদের বাজিতপুর কলেজের অধ্যক্ষ (১ নভেম্বর ২০০৬-৩ নভেম্বর ২০০৮)। স্যার বেশ ধীরলয়ে দ্বিতীয়তলায় এসেছেন দেখে আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াই। তিনি না বসেই খুব মৃদুস্বরে আমার কাছে জানতে চাইলেন আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিল। আমার রাগটুকু তখনো পুরোপুরি পড়েনি। খুবই কম শব্দ ব্যবহার করে দৃঢ়ভাবে কেবল বললাম, 'ছেলেটি মেয়েদের কমনরুমে ঢুকেছিল, আমি শাসন করেছি।' কোনো কথা না বলে এবং আর কোনো কিছু জানতে না চেয়ে স্যার মিনিটখানেক সময় দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের রুমটি হয়ে একইভাবে নিচতলায় নেমে যান।

যারা দেখেছে বা দেখেছেন কিংবা জেনেছে বা জেনেছেন; এর বাইরে আমি কোনোদিন কাউকে ঘটনাটির কথা জানাইনি। নাম-ঠিকানা লিখে রাখলেও ছাত্রটির সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়েছে অথবা কেমন তার চেহারা- কিছুই আমার মনে নেই।

মাত্র ১০ বা ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সংঘটিত নাটকীয় ঘটনাটি আমার মনে বেশ রেখাপাত করে। কেবল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের বাইরেও একজন শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বা কেন, যে যাই বলুন এর বাইরেও আমাদের বৃহত্তর সমাজে ন্যায়-অন্যায়, শাসন-বারণ আর বোধ-বিবেচনায় একজন আদর্শ শিক্ষকের সম্মান ও গুরুত্ব একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। নিজেদের সন্তানের মতোই শিক্ষার্থীদের আমরা শাসন করি, ঠিক আমাদের শিক্ষকরা আমাদের যেমন করেছিলেন। আমাদের শিক্ষকরাও এভাবে তাদের শিক্ষকদের শাসন আর বারণে মানুষ হয়েছিলেন। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই তো বয়ে চলেছে এমন ধারাবাহিকতা। বাড়িতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সমাজে শাসন-বারণ ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে আর যাই হোক, শাসন-বারণের পেছনে নৈতিক সমর্থন থাকা চাই।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে শেখ হাসিনা সরকার



আসাদুজ্জামান খান

বাংলাদেশ বিশ্বে জঙ্গিবাদ/সন্ত্রাসবাদ দমনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এর মূল কারণ রাষ্ট্রের মূলনীতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং প্রধানমন্ত্রীর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচালনায় বাংলাদেশ আজ জঙ্গিমুক্ত দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ/সন্ত্রাসবাদের শতভাগ মূলোৎপাটন না করতে পারলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি।

বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে তারা অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের সঙ্গে ইসলামিক স্টেট বা আইএসএ'র যে কোনো সম্পৃক্ততা নেই, আমরা তা প্রমাণ করতে পেরেছি। বাংলাদেশে তৎপর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো সবই এ দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী। তারা কখনো জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), কখনো হরকাতুল জিহাদ, কখনো আল্লাহর দল ইত্যাদি নাম ধারণ করেছে। ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয়, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে, সিলেটের আতিয়া মহলসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ জঙ্গিদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। মা তার জঙ্গি ছেলেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। আত্মীয়স্বজনরা জঙ্গিদের মৃতদেহ নিতে পর্যন্ত আসেনি। আমাদের দেশের মানুষ ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে অভূতপূর্ব নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক আদর্শে বিশ্বাস এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়, সুদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশ আজ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে।

বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতাদর্শের অনুসারী এদেশীয় নব্য জেএমবির সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালায়। বিশ্লেষণ-পর্যালোচনায় বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আইএসএ'র উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গিদের তৎপরতার বেশ ফারাক দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে আইএসএ'র সঙ্গে এদেশীয় জঙ্গিদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। নব্য জেএমবি, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমসহ গোষ্ঠীগুলো যতটা না দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার চেয়ে বেশি চায় দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। দেশকে অস্থিতিশীল করাই যেন তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশে বসবাসরত অথবা এ দেশের উন্নয়ন কাজের অংশীদার বিদেশি নাগরিকদের 'টার্গেট কিলিং' শুরু করে। কোথাও কোনো জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটলে কিংবা হামলার চেষ্টা হলেই রিটা কাটস নামের এক ইহুদি নারীর সাইট ইন্টেলিজেন্স নামের একটি ওয়েবসাইট থেকে ঘোষণা করা হয়, এটি আইএস করেছে। কিন্তু তা সত্য নয়। আসলে এসব অপতৎপরতা একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বাংলাদেশে উন্নয়ন ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অপচেষ্টা।

তারা গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁ এবং ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে হামলাসহ বেশকিছু হামলা চালিয়েছে। এসব জঙ্গিগোষ্ঠী কিছুদিন পরপর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে; কিন্তু গোয়েন্দাদের তৎপরতার কারণে সক্ষম হয় না। তাদের ছোট ছোট স্লিপিং সেলগুলো মাঝে মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার চষ্টা করে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শূন্য সহিষ্ণুতার নীতির ফলে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমন সহজ হয়েছে। আমাদের সুদক্ষ ও চৌকস আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের সফলভাবে দমন করেছে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই হলি আর্টিজান হামলার আকস্মিকতা পর্যালোচনায় সরকার জঙ্গিদের দমনে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয় বলেই তারা এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। জঙ্গিরা এখন বিভিন্ন স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করছে, যাতে তাদের অস্তিত্বের জানান দেওয়া সহজ হয়।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ বিশ্বে এখন রোল মডেল। সন্ত্রাসবাদ আঞ্চলিক সমস্যা নয়, একটি বৈশ্বিক সংকট। উগ্রবাদের বিস্তার ও জঙ্গিবাদ দমনে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শূন্য সহিষ্ণুতা নীতির ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদের বিস্তারের নেপথ্যে ছিল বিএনপি-জামায়াতের জোট সরকার। আমরা জঙ্গিবাদের উত্থানের আলামত প্রথম উপলব্ধি করি ১৯৯২ সালে। 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'- এ স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে ১৯৯২ সালে। তারা রাষ্ট্রীয় মদদে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে ২৪ জন নিহত হন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হামলাকারীদের অনেকে দেশত্যাগ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট জেএমবি কর্তৃক ৬১ জেলায় একযোগে বোমা হামলার মাধ্যমে। জঙ্গিদের মদদ দেওয়ার কাজে রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করারও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে আমরা উলটো চিত্র দেখি। তিনি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন।



> বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে তারা অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের সঙ্গে ইসলামিক স্টেট বা আইএসএ'র যে কোনো সম্পৃক্ততা নেই, আমরা তা প্রমাণ করতে পেরেছি। বাংলাদেশে তৎপর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো সবই এ দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী। তারা কখনো জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), কখনো হরকাতুল জিহাদ, কখনো আল্লাহর দল ইত্যাদি নাম ধারণ করেছে। ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয়, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে, সিলেটের আতিয়া মহলসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ জঙ্গিদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশের জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার আহ্বানে শিক্ষক-ছাত্র, শ্রমিক, ইমাম-পুরোহিত, সব ধর্মের গুরু থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে এসেছেন। জনগণ সহযোগিতা করেছে বলেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জঙ্গিদের দমন করতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা সব ধর্মীয় নেতাকে জঙ্গি দমনে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সর্বস্তরের জনবল নিয়ে প্রতিটি বিভাগে জঙ্গিবিরোধী মহাসমাবেশের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পেরেছিলাম, এ দেশের মানুষ জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না; সন্ত্রাসীদের ঘৃণা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ করা হয়; মসজিদে জঙ্গিবিরোধী সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। এতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের জনগণ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। তারা ধর্মান্ধ হলে পাকিস্তান থেকে দেশকে স্বাধীন করত না। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষিত দেশটি ধর্মের মায়াজাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছিল। পেয়েছিল একটি নতুন সংবিধান, যার শুরু হয়েছিল অসাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে। সুতরাং এদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতা তথা জঙ্গিবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় কখনো দেয়নি এবং দেবে না। বাঙালির মানসেই প্রগতিশীলতার বীজ লুকায়িত আছে। জনগণের জঙ্গিবিরোধী মানসিকতার কারণেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে জঙ্গিবাদ দমনের কাজ সহজ হয়ে যায়।

জঙ্গিবাদ দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন নিরাপত্তা বাহিনী, বিশেষ করে বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাব এবং তাদের গোয়েন্দা ইউনিটগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলি আর্টিজান হামলার ব্যাপকতা লক্ষ করে প্রথমে জঙ্গি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর সব ইউনিটকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্য একত্রিত করতে নির্দেশনা দেন। এ প্রচেষ্টা বেশ কার্যকর হয়। র‍্যাব, পুলিশ, এনটিএমসি, সাইবার টিম- সবার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জঙ্গিদের মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা এসব কাজ করি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জঙ্গি দমনে পুলিশে নতুন দুটি ইউনিট প্রস্তুত হয়েছে। এখন পুলিশের অ্যান্টিটেরোরিজম ইউনিট, ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ল'ফুল ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গি দমনে সরাসরি কাজ করছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ পর্যন্ত জেএমবি, শাহাদাতুই আল হিকমা, জেএমজিবি, হিজবুত তাহরির, হুজিবি, এবিটি, আনসার আল ইসলাম ও আল্লার দল নামে আটটি জঙ্গি সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সদস্যরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে কাজ করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গিদের ডেরায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে তাদের আস্তানা ধ্বংস করা হয়। আক্রমণের মুখে তাদের অনেকেই আত্মহত্যা করে; প্রায় ৭ হাজার ২০০ জঙ্গি গ্রেফতার হয়। সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে ৮০ জন জঙ্গি নিহত হয়। এসব অভিযান চালাতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ পর্যন্ত পুলিশের ছয়জন, র‍্যাবের একজন ও ফায়ার সার্ভিসের একজন শাহাদতবরণ করেন। গুরুতর আহত হন কমপক্ষে ৬২ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা ও কাউন্সেলিংয়ের ফলে বেশ কিছুসংখ্যক জঙ্গি সরকারের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিভিন্ন মামলায় বাংলা ভাই, শায়খ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান, আসাদুজ্জামান পনিরসহ অনেকের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। শুধু জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনই নয়, শেখ হাসিনার সরকারের আরও সফলতা হলো চরমপন্থি, মাদক চোরাকারবারি ও বনদস্যু দমন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর দেশের শ্বাসতন্ত্র বলে খ্যাত সুন্দরবনকে বনদস্যুমুক্ত এলাকা ঘোষণা করেছেন। বনদস্যুরা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষ সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে তারা প্রায় সবাই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে।

জঙ্গিদের আস্তানায় অভিযানের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করেছে। অভিযানে গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের কারাগারের ভেতরে জঙ্গিবাদী ভাবাদর্শ থেকে সরিয়ে আনা বা ডির‍্যাডিক্যালাইজেশনের মাধ্যমে তাদের বোঝানো হয়, তারা ভুল করছে বা ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। কারাগারে তাদের কাউন্সেলিং করা হয়। তাছাড়া স্কুল-কলেজে লিফলেট-ফেস্টুন বিতরণ; বেতার, টেলিভিশন, পত্রিকায় ফিলার-অ্যাড, সচেতনতামূলক প্রচার ইত্যাদি কার্যক্রমও উল্লেখযোগ্য।

পাশাপাশি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ সোয়া এক লাখ আলেমকে নিয়ে জঙ্গিবিরোধী যে ফতোয়া দেন, সেটিও ব্র্যান্ডিং করা হয়। সেটি ছিল একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। বিনা প্রয়োজনে একটি গাছের পাতা ছেঁড়াও যে ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ তা প্রচার করা হয়। তাছাড়া জঙ্গিদের দ্বারা ধর্মের অপব্যাখ্যায় মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, সেজন্য স্বরাষ্ট্র ও ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকেও দেশের মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে নির্দেশনা পাঠানো হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্ম বিনা কারণে মানুষ হত্যা সমর্থন করে না সেটা বোঝানো হয়। সরকার এভাবে মানুষকে সচেতন করতে পেরেছে বলেই আজ জঙ্গিরা কোণঠাসা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে কোনো জঙ্গি মারা গেলে তাদের নিকটাত্মীয়রা, এমনকি মা-বাবাও তাদের লাশ গ্রহণ করছে না। এসব দেখে অনেক জঙ্গি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তবে এখনো আত্মতৃপ্তির কোনো কারণ নেই, আত্মতৃপ্তিতে ভুগলে দেশে জঙ্গিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মের পর থেকেই ষড়যন্ত্র চলছে- ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই। ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে অসংখ্য দেশপ্রেমিক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। জঙ্গি তৎপরতাও বাংলাদেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার একটি অপচেষ্টামাত্র। নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গির মতো যে কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। নিকট-অতীতে দেশের মানুষের জঙ্গিবিরোধী যে তৎপরতা দেখা গেছে, এতে নিঃসন্দেহে আশা করা যায়, জঙ্গিদের 'স্লিপিং সেল'গুলোও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালে বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট অবরোধের নামে নাশকতা চালায়। ক্ষমতার লোভে মানুষ কতটা হিংস্র ও বর্বর হতে পারে বাংলাদেশের মানুষ তা দেখেছে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালজুড়ে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের মধ্যযুগীয় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও তান্ডবলীলায়। তারা অগ্নিসন্ত্রাস করে চলন্ত বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, পশু পুড়িয়েছে। রাস্তায় গাছ কেটে মধ্যযুগীয় কায়দায় কুপিয়ে মানুষ হত্যা করেছে। হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করেছে। এমনকি একজন জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে আদালতের রায় ঘোষণার পর সারা দেশে সহিংসতা চালানো হয়। এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমন করতে গিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৫ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনিপুণ পরিচালনায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমন করা হয়েছে। জনগণ এসব সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যক্রমকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

টেকসই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন টেকসই শান্তি; আর টেকসই শান্তির জন্য দরকার টেকসই নিরাপত্তা। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সব উন্নয়নের নেপথ্যে রয়েছে দেশের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা। শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনের মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে পেরেছেন বলেই এখন পৃথিবীর এক অপার বিস্ময়ের নাম বাংলাদেশ। মানুষের জীবন হয়েছে নিরাপদ। জীবন-যাত্রার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি হয়েছে শান্তিময়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক উদার স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন তারই উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল-২০২১ অনুযায়ী, ২০৩৫ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত দেশ গড়তে হবে। এটি সম্ভব শেখ হাসিনার মতো দূরদর্শী নেতা দ্বারা দেশ পরিচালিত হলে।

লেখক: আসাদুজ্জামান খান, এমপি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে

আবদুল মান্নান

প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে দেশে ছিলেন না। গত মাসের ৩০ তারিখ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে। গ্লাসগোর পর শেখ হাসিনা লন্ডন ও প্যারিস সফর শেষে তিনি দেশে ফিরছেন আজ রবিবার। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দেশে ডিজেল আর কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। সম্প্রতি আগের কোনো ঘোষণা ছাড়াই বিপিসি ডিজেল লিটারপ্রতি ১৫ টাকা বৃদ্ধি করে। তেলের মূল্য প্রায় কোনো দেশেই আগাম নোটিশ দিয়ে বৃদ্ধি করা হয় না। কারণ তাতে পেট্রলপাম্পসহ যাদের তেল ধারণের সক্ষমতা আছে, তারা আগাম কয়েক লাখ লিটার তেল বা তরল জ্বালানি মজুদ করে ফাও মুনাফা করতে পারে, যা গ্যাস বা বিদ্যুতের বেলায় সম্ভব নয়। গ্যাস বা বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির আগে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, যাকে বলে পাবলিক হিয়ারিং।

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে ট্রাক ও বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সিএনজিচালিত ত্রিহুইলার ভাড়া বাড়িয়ে দেয় দুই থেকে তিন গুণ। মালিকদের কাছে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তাঁদের সোজাসাপ্টা উত্তর–'আমরা কোনো ধর্মঘট করিনি, বাস চালাচ্ছি না।' আইন অনুযায়ী ধর্মঘট করতে হলে কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। এটি অনুধাবন করতে হবে পরিবহন সেক্টরটি চিকিৎসা সেক্টরের মতো একটি সেবামূলক সেক্টর। এটি কোনো তৈরি পোশাকের কারখানা বা সেক্টর নয় যে চাইলেই বন্ধ করে দেওয়া যাবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পরিবহন সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবহন সেক্টরের সেবা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে একটি দেশ অচল হয়ে পড়ে। সত্তরের দশকে চিলির ঘটনা নিশ্চয় অনেক পাঠকের মনে আছে। সেই দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলো মার্ক্সবাদী প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে। যুক্তরাষ্ট্রের দোরগোড়ায় মার্ক্সবাদী বামপন্থী সরকার। তা মানবে কেন যুক্তরাষ্ট্র? পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঘোষিত অপকর্ম ছিল অন্য দেশের রাজনীতিতে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করা। কোনো একটি দেশের সরকার তাদের পছন্দ না হলে যেকোনোভাবে তাকে উৎখাত করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা প্রথমে এই কাজটি সফলতার সঙ্গে করেছে ইরানে। চেষ্টা করেছিল কিউবায়। সফল হয়নি। তারপর ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, হাইতি, সাইপ্রাসসহ আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে তারা এই অপকর্মটি নিয়মিত বিরতি দিয়ে করেছে। একটি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে তাদের একটি তাঁবেদার সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়ে উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কাজ। যাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ উদ্ধার হবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বন্ধ করার জন্য সে সময় যুক্তরাষ্ট্র করেনি এমন কোনো অপকর্ম নেই। সবচেয়ে জনবিরোধী যে কাজটি তারা করেছে তা হলো দেশে দেশে স্বৈরশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। ইরানে রেজা শাহ পাহলভি, পাকিস্তানে আইয়ুব খান, ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো, চিলিতে জেনারেল পিনোচেট তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে চিলির সালভাদর আলেন্দের উৎখাতের ঘটনাটি ছিল অভিনব ও ন্যক্কারজনক। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ চিলির পরিবহন সেক্টরে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের শ্রমিকদের পেছনে কয়েক লাখ ডলার ঘুষ হিসেবে খরচ করে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রখ্যাত সাংবাদিক সেইমুর হার্স ১৯৭৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশ করেন যে সিআইএ চিলির আড়াই লাখ পরিবহন শ্রমিকসহ অন্য শ্রমিকদের ধর্মঘটে যাওয়ার জন্য আট মিলিয়ন ডলারের বেশি ঘুষ দেয়। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চিলির পরিবহন ও অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে দেশটাকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। আলেন্দে দেশ চালাতে অক্ষম এই অজুহাতে চিলির সেনাবাহিনী জেনারেল পিনোচেটের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁকে হত্যা করে।

বাংলাদেশে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে যে পরিবহন মালিকরা বিনা নোটিশে তাঁদের গাড়ি বন্ধ করে দিলেন। এটি সোজা কথায় সাধারণ মানুষকে জিম্মি করা। এমনটি শুধু যে পরিবহন ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়। করছেন চালের মিল মালিকরা, স্থানীয় চাঁদাবাজরা, সরকারের কিছু অসাধু কর্মকতাসহ অনেকে। প্রশ্ন উঠল দাম বাড়ল ডিজেলের, তাহলে যে বাস-ট্রাক গ্যাসে চলে তা কেন বন্ধ করা হলো?

ফিরে আসি বাংলাদেশের তেলের মূল্যবৃদ্ধির রাজনীতি প্রসঙ্গে। যখন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করা হয় পরিবহন মালিকরা বলেন, দেশে ৮৫ শতাংশ গণপরিবহন গ্যাসে চালিত। সুতরাং ভাড়া না বাড়ালে গণপরিবহন রাস্তায় নামানো সম্ভব নয়। ভাড়া বাড়ানো হলো। আবার যে-ই না তেলের দাম বাড়ল সঙ্গে সঙ্গে একই মালিকরা বলে উঠেন দেশে ৮৫ শতাংশ গণপরিবহন ডিজেলে চালিত। এবার আরেকটি অদ্ভুত কারবার দেখা গেল। দেশের একজন ডাকসাইটে পরিবহন নেতা, যিনি আবার সংসদ সদস্যও; এ বলে জানিয়ে দিলেন, এই গণপরিবহন বন্ধ বা ধর্মঘট ডাকা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তাহলে বুঝতে হবে কার অঙ্গুলি হেলনে কোনো আগাম নোটিশ ছাড়া এই জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী ধর্মঘট বা গণপরিবহন বন্ধ। এখন চিকিৎসক বা যাঁরা চিকিৎসাসেবা দেন, তাঁরা বা বিদ্যুৎশ্রমিকরা যদি হঠাৎকরে ছুটি নিয়ে বা না নিয়ে এমন করে কাজ বন্ধ করে দেন, তাহলে জনগণের কী অবস্থা হবে?

স্বাভাবিক নিয়মেই তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিএনপি মাঠে নেমে পড়ল কিছু মিথ্যার ঝাঁপি নিয়ে। দলের মহাসচিব এ প্রসঙ্গে সরকারের তুমুল সমালোচনা করলেন। এটি এখন তাঁর পেশায় পরিণত হয়েছে। আর চিরাচরিত নিয়মে এ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে যে এই সরকারকে বিদায় করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি ভুলে গেছেন যে তাঁদের ২০০১-২০০৬ মেয়াদকালে তেলের মূল্য আটবার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তেলের দাম তিনবার কমানো হয়েছে। মির্জা ফখরুল আরো জানালেন, ভারত যখন তেলের দাম কমাল তখন বাংলাদেশে তার মূল্যবৃদ্ধি কোনো অবস্থায়ই মানা যায় না। তিনি যদি একটু খোঁজখবর নিতেন, তাহলে জানতে পারতেন ভারতে ডিজেলসহ অন্যান্য তেলের মূল্য উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো সবচেয়ে বেশি। আর যেসব রাজ্যে নির্বাচন বা উপনির্বাচন হচ্ছে শুধু সেই সব রাজ্যে তেলে লিটারপ্রতি দাম পাঁচ-দশ রুপি কমিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ডিজেলের দাম প্রতি লিটার বাংলাদেশি টাকায় এক শ কুড়ি টাকা। তার পরও সেখানে গণ-পরিবহন বন্ধ হয়নি, ভাড়াও বাড়েনি। ভারতে গ্যাসে চালিত কোনো পরিবহন নেই। মির্জা সাহেবের জানা উচিত ভারত নিজেরা তেল উৎপাদন করে আর বিদেশ থেকে প্রয়োজনে ৮৩ শতাংশ তেল আমদানি করে। আর প্রাকৃতিক গ্যাস ও তরলায়িত গ্যাসের মাত্র ৪৫ শতাংশ আমদানি করে। বাকিটা নিজেদের উৎস থেকে ভারত আহরণ করে। তাদের ট্রেন চলে বিদ্যুতে। গণপরিবহন বাংলাদেশের চেয়ে অনেক উন্নত। পাকিস্তানও তাদের প্রয়োজনের ৯০ শতাংশের কিছু বেশি আমদানি করে। বাকি তেল তারা আহরণ করে বেলুচিস্তানের তেল ক্ষেত্রগুলো থেকে।

বাংলাদেশে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে যে পরিবহন মালিকরা বিনা নোটিশে তাঁদের গাড়ি বন্ধ করে দিলেন। এটি সোজা কথায় সাধারণ মানুষকে জিম্মি করা। এমনটি শুধু যে পরিবহন ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়। করছেন চালের মিল মালিকরা, স্থানীয় চাঁদাবাজরা, সরকারের কিছু অসাধু কর্মকতাসহ অনেকে। প্রশ্ন উঠল দাম বাড়ল ডিজেলের, তাহলে যে বাস-ট্রাক গ্যাসে চলে তা কেন বন্ধ করা হলো? গণপরিবহন বন্ধ হওয়ার দুদিন পর বন্ধ হয়ে গেল সব লঞ্চ। জিম্মি হয়ে গেল দক্ষিণবঙ্গের হাজার হাজার যাত্রী। কক্সবাজারে পরিবার নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সেখান থেকে তাদের ফেরা বন্ধ হয়ে গেল। তবে এখানে পুলিশ বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের নিজস্ব পরিবহনে চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে দিয়ে একটি ভালো নজির সৃষ্টি করেছে।

তেল, গ্যাস, ডিজেল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করলে তবে তা হতে হবে যৌক্তিক কারণে ও যৌক্তিক উপায়ে। পশ্চিমবঙ্গে তেলের দাম বাড়লেও রাজ্য সরকার গণপরিবহনের ব্যবহার্য জ্বালানিতে এখনো ভর্তুকি দিচ্ছে। সব দেশেই জনগণের জন্য অপরিহার্য পণ্যে সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকে। বিশ্বে কৃষিতে সবচেয়ে বেশি ভর্তুকি দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই যে ডিজেলের দাম বাড়ল, বাংলাদেশের কৃষি, যা একটি সাফল্যের গল্প তার কী হবে? কৃষকদের তো যেকোনো উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য কৃষিতে ভর্তুকি বজায় রাখতে হবে। একজন কৃষক যাতে ডিজেল বা অন্যান্য খাতে ভর্তুকি সঠিকভাবে পান তার জন্য কৃষকদের কার্ডের মাধ্যমে এই ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে। দেশে গণ-পরিবহনে যে দুটি জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে ডিজেল ও গ্যাস। গণপরিবহনের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা থাকবে কোনটি গ্যাসে চলে আর কোনটি ডিজেলে, এমন একটি সিদ্ধান্ত মালিকপক্ষ আর বিআরটিএ নিয়েছে। তার সফল বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন সঠিক নজরদারি। ব্যক্তিগত গাড়ি বা ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত গাড়ি, মাইক্রোবাস, মিনি-ট্রাকেও এই দুটি জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। এসব গাড়ির সামনের কাচে এটি লেখা থাকা উচিত গাড়িতে কী জ্বালানি ব্যবহার হয়। গাড়ির যেসব দলিল থাকে, যেমন–ফিটনেস সার্টিফিকেট তাতেও তা উল্লেখ থাকা উচিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলপথে যোগাযোগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে কারণে যেসব যাত্রী বা পণ্যবাহী জলযান জলপথে চলাচল করে, সেসব জলযানের ব্যবহার্য জ্বালানিতে ভর্তুকি দেওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। এরই মধ্যে ১৪ দলের নেতারা সভা করে বলেছেন, এই মুহূর্তে ডিজেলের দাম বাড়ানো উচিত হয়নি, এটি একটি অমানবিক সিদ্ধান্ত।

বিশ্ববাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দেশে সব সময় তেলের দাম বাড়ে না। বাড়ার আরেকটি বড় কারণ বিপিসির চরম অদক্ষতা। অতীতে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে জাহাজ ভর্তি অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামে এসে খালাসের অপেক্ষায় দিনের পর দিন সমুদ্রে দাঁড়িয়েছিল। যার ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার ডলার বিপিসি ডেমারেজ দিয়েছে আর তা জনগণ থেকে আদায় করা হয়েছে এবং হয়।

গণপরিবহন ধর্মঘট বলি অথবা তা বন্ধ করার কথা বলি (যা এবার মালিক আর পরিবহন নেতারা বলেছেন) তখন আমাদের প্রজন্মের কাছে চিলির ঘটনার কথা মনে পড়ে। আর তা যখন ঘটে প্রধানমন্ত্রী যখন দেশে থাকেন না তখন, তা অনেকটা শঙ্কার কারণ হতেই পারে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গোৎসবকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। এর সঙ্গে বর্তমানে চলছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল প্রার্থী আর বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে প্রাণঘাতী হানাহানি। সব কিছু বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে দেশের প্রশাসন এই মুহূর্তে বর্তমান সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে না। ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী।

এখন সরকারে আওয়ামী লীগ কিন্তু প্রশাসনে আছে খুবই শক্তিশালী আমলাতন্ত্র। অনেকের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়। তাঁরাই এই মুহূর্তে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, যা সরকারকে বেকায়দায় ফেলে, বিব্রত করে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে না পারলে সামনের সময় আরো নানা রকমের ষড়যন্ত্রমূলক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সবাই এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। সবার আশা, তিনি দেশে ফিরে পুরো বিষয়টা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি জনবান্ধব সিদ্ধান্ত দেবেন। সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো এবং যোগ্য মানুষকে যথা জায়গায় দায়িত্ব দেওয়ার সময় এসেছে। তা না হলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সরকার পড়তে পারে বেকায়দায়।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক

শান্তিপূর্ণ ও মুক্ত এশিয়া গড়ার প্রত্যয়

ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে গড়ে তোলা সহযোগিতা জোট কোয়াডের চার শীর্ষ নেতা এই প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হয়েছেন গত মাসে। সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের সময় এই শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছাড়া এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা। গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী দেশসমূহের এই জোট শান্তি, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে বলে এ অঞ্চলের জনগণ প্রত্যাশা করে।

কোভিড সমস্যা ও তার মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তন ও সন্ত্রাসবাদ ছাড়াও বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চার শীর্ষ নেতা মতবিনিময় করেন। এই সম্মেলনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের তিন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। কোয়াড সম্মেলনের শুরুতেই ভাষণ দেন মোদি। হিন্দিতে দেওয়া সেই ভাষণে তিনি বলেন, '২০০৪ সালে সুনামির পর আমরা প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলাম। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নই ছিল লক্ষ্য। এখন আবার একত্র হয়েছি এমন এক সন্ধিক্ষণে, গোটা বিশ্ব যখন কোভিড অতিমারিতে বিধ্বস্ত। মানবতার কল্যাণ এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন মুক্ত এশিয়ার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সুগা ও মরিসন তাদের ভাষণে বিবিধ সমস্যার সম্মিলিত সমাধানের উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাকে দখলদারি থেকে মুক্ত রাখার ওপর জোর দেন। তারা বলেন, সমস্যা ও মতপার্থক্য থাকেই। তবে তা মতানৈক্যে যাতে পরিণত না হয়, সেজন্য গণতান্ত্রিক দেশের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কোয়াডের লক্ষ্যও তা-ই। সব নেতাই আন্তর্জাতিক আইন মেনে সমস্যার সমাধানের পক্ষে মত দেন।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মুক্ত ও উদার এশিয়া গড়ে তোলা চারদেশীয় জোট কোয়াডের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে কোয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চার দেশ তাদের গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে কোয়াডের সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তার করবে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তো বটেই, বিশ্বে শান্তি স্থাপনেও এই জোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অন্যদিকে চীন, পাকিস্তানসহ সহযোগী অন্যান্য শক্তি এ ঐক্যকে তাদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জোট বলে মনে করেন। জোটের শক্তি ও দৃঢ়তায় শঙ্কিত হয়ে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ভারতকে মুসলমানশূন্য করার পরিকল্পনা বিষয়ে অভিযোগ তোলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের দিন ইমরান খান তার বক্তব্য দেন। ইমরান খান অভিযোগ করেন, ভারতের সঙ্গে বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণেই সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতিসংঘে ভাষণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিশ্বের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। একই দিনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান নিয়ে বক্তব্য দিয়েছে ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলোচনার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তান নিয়ে তার উদ্বেগের কথা জানান।

ভারতের মুখপাত্র অভিযোগ করেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের তাদের বাড়ির উঠানে লালনপালন করে এই আশায় যে তারা শুধু প্রতিবেশীদের ক্ষতি করবে। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কর্তৃক সংখালঘুদের ওপর সহিংসতার পাশাপাশি এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গণহত্যার বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ভারতে বহুত্ববাদী গণতন্ত্র রয়েছে। সংখ্যালঘুদের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী, যারা দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে। পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর হার ১২ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ২ শতাংশে। অন্যদিকে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার হার সূচনায় ছিল ১০ শতাংশ, বর্তমানে তা ১৪.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ভারতে বিশ্বমানের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে। ভারত বিশ্বে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে হিসেবে স্বীকৃত।

এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতিসংঘে ভাষণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিশ্বের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। একই দিনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান নিয়ে বক্তব্য দিয়েছে ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলোচনার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তান নিয়ে তার উদ্বেগের কথা জানান। কোয়াডের বৈঠকেও তিনি তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান নিয়ে ভারতের উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরেন।

আমরা জানি, আফগানিস্তান আবার তালেবানরা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তারা ধর্মান্ধতা এবং মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা নিয়ে কর্মকান্ড চালাচ্ছে। নারী সংখ্যালঘুসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিপীড়িত হচ্ছে। মিয়ানমারেও সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল ও জনগণের ওপর নির্যাতন করছে। চীন, পাকিস্তান ও তাদের কিছু সহযোগী দেশ এব্যাপারে সহযোগিতা করছে। চীন বিআরআইর মাধ্যমে অন্য দেশকে ঋণের ফাঁদে ফেলছে এবং অগণতান্ত্রিক শক্তিকে মদদ দিচ্ছে। চীনের অভ্যন্তরে তিব্বতি, উইঘুর এবং হংকংয়ের জনগণ নিপীড়িত হচ্ছে। তারা, বিক্ষোভের মাধ্যমে তা প্রকাশ করছে। জাতিসংঘের ভাষণে নরেন্দ্র মোদি সন্ত্রাসবাদ, সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে শান্তি স্থাপনের কথা বলেছেন। পাশাপাশি তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অনুকরণীয় উন্নতির কথাও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কোভিড-১৯ টিকা আবিষ্কার, উন্নয়ন ও উৎপাদনেও ভারত অবদান রাখছে।

ভারত ও মার্কিন কার্যকর (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

(৬ পাতার পর)

ভাসানী এমন একজন নেতা ছিলেন যাকে নিয়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনে গবেষণা চলছে।

মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্য পীরসাহেব আসামের জঙ্গলে স্থাপন করেন ইসলাম প্রচার মিশন। ভাসানী তখন মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মিশনের কাজ নিয়ে তিনি চলে এলেন বগুড়া পাঁচবিবিতে। এখানে পরিচয় হল জমিদার শামসুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীর সাথে। ভাসানী জমিদার সাহেবের ছেলে মেয়েদর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। পরে শুধু গৃহশিক্ষকতা নয়, জমিদারী দেখাশোনা করারও দায়িত্ব পেলেন ভাসানী। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাসানীকে প্রায়ই কলকাতায় যাতায়াত করতে হত। কলকাতা তখন ছিল বিপবী দলের কিছু কর্মী সাথে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯১৯ সালে ময়মনসিংহে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষেই ভাসানী দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাসের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। ভাসানী তখন থেকেই দেশবন্ধুর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালেই ভাসানী অনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং অসহযোগী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনে নেমে গ্রেফতার হন। তাঁর নয় মাসের জেল হয়। এটাই ভাসানীর প্রথম কারাবরণ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯২১ সালে তিনি আলিভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আলি এবং শওকত আলির ডাকে খেলাফত আন্দোলন এবং একই সাথে দেশবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। আবারও গ্রেফতার হলেন তিনি। এবার হল সাতদিনের জেল।

১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গ ও আসামে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বিপন্ন মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন ভাসানী। কলকাতা থেকে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষ বসুসহ আরও অনেকে। ভাসানী এইসব জাতীয় নেতার সাথে দুঃস্থ মানুষের সেবায় দিনরাত কাজ করতে লাগলেন।

১৯২৫ সালে তিনি বগুড়ার জমিদার শামসুদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরীর কন্যা আলেমা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের একবছর পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যান আসামের ভাসানচরে। ১৯২৬ সালে তিনি আসামে শুরু করেন 'কৃষক আন্দোলন'। তখন সব জমিদার মিলে ইংরেজ গভর্নরকে দিয়ে মওলানা ভাসানীকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করলেন। ভাসানীকে বাংলা থেকে বহিষ্কার আদেশ জারি করা হল। অবশেষে ভাসানী স্ব-পরিবারে গিয়ে ঠাঁই নিলেন আসামের গহীন জঙ্গলে-ঘাগমাড়া নামে এক জায়গায়। সাংগঠনিক কাজের জন্য মাঝে মাঝে কলকাতা বা অন্যান্য জায়গায় যেতে হলেও ভাসানী ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লাগাতা-রভাবে আসামেই ছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে 'বঙ্গ আসাম প্রজা সম্মেলন' আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রায় তিন লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

মওলানা ভাসানী লাইনপ্রথা ও বাঙাল খেদা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন ১৯২৫ সালে। ১৯৩৭ সালে ভাসানী আসামের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে আসামের বারোটি জেলায় মুসলিম লীগের সংগঠন আরও জোরদার হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনেই আসামের ৩৪ আসনের মধ্যে ৩১ টি আসন লাভ করে। ভাসানী নিজেও আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হওয়ার পরও ভাসানী তাঁর লাইনপ্রথা ও বাঙাল খেদা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁকে নিজদলীয় সরকারের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভাসানী তার আর্দশের প্রতি অটল রইলেন।

১৯৩৮ সালে তিনি রংপুরে গাইবান্দায় কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করলেন। ১৯৪০ সালে তিনি জননেতা এ কে ফজলুল হকের সাথে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন।

আসামের লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলন থেকে সরে থাকার জন্য স্বয়ং মুহম্মদ আলি জিন্নাহ পর্যন্ত তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু জিন্নাহর প্রস্তাবও ভাসানী প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে ভাসানীর আন্দোলনের মুখে ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আসামের মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটে। তবে পুলিশ বাঙালীদের ওপর গুলি চালায় এবং একজন নিহত হয়। ভাসানী গ্রেফতার হন। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুন ভাসানী গৌহাটি কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়েই তিনি ছুটে এলেন সিলেটে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে সিলেট পাকিস্তানের অংশ হবে কি না এই নিয়ে গণভোট হয়। ভাসানী সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তকরণের পক্ষে সমর্থন করেন। এই আন্দোলন সফল হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগষ্ট ভারত বর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়ে জন্ম নিল দু'টি পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আসাম সরকার মওলানা ভাসানীকে অবিলম্বে আসাম ত্যাগের নির্দেশ দেয়। তিনি চলে এলেন টাঙ্গাইলের কাগমারীতে। ১৯৪৮ সালে প্রথম পূর্ববঙ্গ পরিষদের টাঙ্গাইল আসন শূন্য হলে ভাসানী উপনির্বাচনে অংশে নেন এবং খাজা নাজিম উদ্দিন মনোনিত প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু খাজা নাজিম উদ্দিন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই উপনির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যাতে ভাসানী কোন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে এই মর্মেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৯৪৯ সালে সোহাওয়াদী ঢাকায় ফিরে এলে মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভাসানী একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন।

১৯৫৪সালে বার্লিনে শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভাসানী লন্ডন সফরে গেলেন। কিন্তু তিনি পাকিস্তান সরকারের চক্রান্তের ফলে জার্মানি যাবার ভিসা পেলেন না। তিনি বিদেশে থাকা অবস্থায় শুনতে পারলেন পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করা হয়েছে এবং যুক্তফ্রন্ট নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই সেই মুহূর্তে তিনি দেশে ফিরতে পারেননি। পরে ১৯৫৫ সালে সোহরাওয়ার্দি ভাসানীকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন। ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কাগমারী সম্মেলন। ভাসানীর উদ্যোগে এই কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হযয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ভাসানীর সেই কাগমারী সম্মেলনের ফল বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন শেখ মজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্ব একটি রাজক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কাগমারি সম্মেলনের ১৪ বছর পরে পাকিস্তান সরকার ভেঙে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্মলাভের মাধ্যমে। সেই বছরই ১৯৫৭ সালে তিনি রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। ১৯৬৭ সালে ন্যাপ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভাসানী হলেন চিনপন্থি ন্যাপের সভাপতি অপর দিকে মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হলেন অধ্যাপক মুজাফর আহমদ।

১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলে সারা দেশে গড়ে ওঠে আন্দোলন। ভাসানীও এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরীক হন। আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারীসরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু বের হয়ে আসার পর আইয়ুব বিরোধী তথা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন আরও জোর দার হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন মওলানা ভাসানী।

১৯৩১-এ সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২-এ সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় এবং ১৯৩৩-এ গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন। ১৯৩৭-এ মাওলানা ভাসানী কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলীম লীগে যোগদান করেন। সেই সময়ে আসামে 'লাইন প্রথা' চালু হলে এই নিপীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। এসময় তিনি "আসাম চাষী মজুর সমিতি" গঠন করেন এবং ধুবরী, গোয়ালপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড় তোলেন। ১৯৪০ সালে শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলীম লীগের লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে মাওলানা ভাসানী আসাম প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালীদের বিরুদ্ধে "বাঙাল খেদাও" আন্দোলন শুরু হলে ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয়। এসময় বাঙালীদের রক্ষার জন্য ভাসানী বারপেটা, গৌহাটি সহ আসামের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়ান। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়ে ১৯৪৭ সালে আসামে গ্রেফতার হন। ১৯৪৮-এ মুক্তি পান।

এরপর তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে ফিরে আসেন। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ ব্যবস্থাপক সভার কার্যাবলি বাংলায় পরিচালনা করার জন্য স্পিকারের কাছে দাবি জানান এবং এই দাবি নিয়ে পীড়াপীড়ি করেন। ১৯ মার্চ বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে বলেন, যেসব কর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করে তার শতকরা ৭৫% প্রদেশকে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ আমলে বঙ্গপ্রদেশ জুটেক্স ও সেলসট্যাক্স রাজস্ব হিসেবে আদায় করত এবং এই করের ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হতো না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ সরকারের হাত থেকে এই কর ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরাই আদায় করতে থাকে যার ফলে পূর্ববঙ্গ সরকার আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই সময় পূর্ববঙ্গ সরকারের বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ৩৬ কোটি টাকা। যাই হোক, মুসলিম লীগ দলের সদস্য হয়েও সরকারের সমালোচনা করায় মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন সদস্যরা মওলানা ভাসানীর ওপর অখুশী হয় এবং তার নির্বাচনে ত্রুটি ছিল এই অজুহাত দেখিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করে এবং মওলানা ভাসানীকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। পরিশেষে মওলানা ভাসানী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এতদসত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্নর এক নির্বাহী আদেশ বলে মওলানা ভাসানীর নির্বাচন বাতিল করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জনবিরোধী কার্যকলাপের ফলে মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকার টিকাটুলিতে রোজ গার্ডেনে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। ২৩ জুন ওই কর্মিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে প্রায় ৩০০ কর্মি সম্মেলনে যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান। মওলানা ভাসানী ছিলেন প্রধান অতিথি। ২৩ জুন পূর্ববঙ্গের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। মওলানা ভাসানী সর্বসম্মতিক্রমে এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শামসুল হক। এই কমিটির প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ২৪ জুন আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১১ অক্টোবর আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী লীগের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় খাদ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মওলানা ভাসানী ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৯৪৯-এর ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবরণ করেন। ১৯৫০ সালে সরকার কর্তৃক রাজশাহী কারাগারের খাপরা ওয়ার্ড এর বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন করেন এবং ১৯৫০ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২-র ৩০ জানুয়ারী ঢাকা জেলার বার লাইব্রেরী হলে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার কারণে গ্রেফতার হয়ে ১৬ মাস কারানির্যাতনের শিকার হন। অবশ্য জনমতের চাপে ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল মওলানা ভাসানীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ৩ ডিসেম্বর কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নামক নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে এবং পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে ২৩৭ টির মধ্য ২২৮ টি আসন অর্জনের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর ২৫ মে ১৯৫৪ মাওলানা ভাসানী বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোল্ম যান এবং সেখানে বক্তব্য প্রদান করেন। ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণরের শাসন জারি করে এবং মাওলানা ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ১১ মাস লন্ডন, বার্লিন, দিল্লী ও কলকাতায় অবস্থান করার পর তার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলে ১৯৫৫-র ২৫ এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ব বাংলায় খাদ্যজনিত দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৫০ কোটি টাকা আদায়ের দাবিতে ১৯৫৬-র ৭ মে ঢাকায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার দাবি মেনে নিলে ২৪ মে অনশন ভঙ্গ করেন।

একই বছর ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে মাওলানা ভাসানী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করার জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। কাগমারী সম্মেলনে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ফেব্রুয়ারী ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়। এই সভায় মওলানা ভাসানীও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বলেন, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের দ্বারা শোষিত হতে থাকলে পূর্ববঙ্গবাসী তাদের 'আলায়কুম আসসালাম' জানাতে বাধ্য হবে। এছাড়া কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি' বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সোহাওয়ার্দী সেই দাবি প্রত্যাখান করলে ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। একই বছর ২৫ জুলাই তার নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হয়। ন্যাপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাসানী প্রকাশ্যে বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং এর পর থেকে সবসময় বাম ধারার রাজনীতির সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৫৭-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি হলে আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১২ অক্টোবর মাওলানা ভাসানীকে কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ঢাকায় ৪ বছর ১০ মাস কারারুদ্ধ থাকেন।

বন্দী অবস্থায় ১৯৬২-র ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্যাদুর্গতদের সাহায্য ও পাটের ন্যায্যমূল্যসহ বিভিন্ন দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ৩ নভেম্বর মুক্তিলাভ করেন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হন। ১৯৬৩-র মার্চ মাসে আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাত করেন। একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর চীনের বিপব দিবস-এর উৎসবে যোগদানের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন এবং চীনে সাত সপ্তাহ অবস্থান করেন। ১৯৬৪-র ২৯ ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পুনরুজ্জীবিত করে দলের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন এবং একই বছর ২১ জুলাই 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (কপ) গঠনে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫-র ১৭ জুলাই আইয়ুব খানের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচীর বিরোধিতা করেন। ১৯৬৭-র ২২ জুন কেন্দ্রীয় সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ জারি করলে এর প্রতিবাদ করেন। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা ভাসানী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মুক্তি দাবি করেন। ৮ মার্চ (১৯৬৯) পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে সাক্ষাত করে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে একমত হন। ২৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান কর্তৃক আহুত গোলটেবিল বৈঠক প্রত্যাখান করে শ্রমজীবীদের ঘেরাও কর্মসূচী পালনে উৎসাহ প্রদান করেন। আইয়ুব খান সরকারের পতনের পর নির্বাচনের পূর্বে ভোটের আগে ভাত চাই, ইসলামিক সমাজতন্ত্র কায়েম ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করেন।

১৯৭০ সালের ৬-৮ আগস্ট বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে অনশন পালন করেন। অতঃপর সাধারণ নির্বচনে অংশ গ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। ১২ নভেম্বর (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকায় ত্রান ব্যবস্থায় অংশ নেয়ার জন্য ন্যাপ প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৭১ এর মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন এর প্রতি সমর্থন প্রদান করেন এবং ১৮ জানুয়ারী ১৯৭১ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের জন্য তার প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত যান এবং মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। ২৫ মার্চ রাতে মওলানা ভাসানী সন্তোষে তার গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি পাকিস্তান বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে টাঙ্গাইল ছেড়ে তার পিতৃভূমি সিরাজগঞ্জে চলে যান। পাকিস্তান বাহিনী তার সন্তোষের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। মওলানা ভাসানী মোজাফ্ফর ন্যাপ নেতা সাইফুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে ভারত সীমানা অভিমুখে রওনা হন। অবশেষে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর সাহায্যে মওলানা ভাসানী ও সাইফুল ইসলাম ১৫/১৬ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ অতিক্রম করে আসামের ফুলবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হন। পরে তাদের হলদীগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়া হয়। এরপর মওলানা ভাসানী ও সাইফুল ইসলামকে প্লেনে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং পার্ক স্ট্রিটের কোহিনুর প্যালেসের ৫তলার একটি ফ্ল্যাট তাদের অবস্থানের জন্য দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি প্রদান করেন যা ভারতীয় বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া মওলানা ভাসানী চীনের নেতা মাও সে তুং, চৌ এন লাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে তাদের অবহিত করেন যেন পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাচ্ছে। সেজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে অনুরোধ করেন এই মর্মে যে, তিনি যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করেন। উপরন্তু মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কাছে পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ৩১ মে মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করবেই। ৭ জুন মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের সব অঞ্চল আজ দশ লাখ বাঙালীর রক্তে স্নাত এবং এই রক্তস্নানের মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতা আসবে। এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দু'বার কোহিনুর প্যালেসে এসে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং তার পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বদলীয় চরিত্র দেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে আট সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। ওই উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন: তাজউদ্দীন আহমদ, মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ওই উপদেষ্টা কমিটির সভায় এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেক অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণযোগ্য হবে না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মওলানা ভাসানী কলকাতা ছাড়াও দেরাদুন, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে অনেকে অভিযোগ করেন যে ভারতে থাকাকালীন তিনি নজরবন্দি অবস্থায় ছিলেন। ভারতে অবস্থানকালে মওলানা ভাসানী দুইবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাকে দিল্লী অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে ভর্তি করা হয়েছিল।

মওলানা ভাসানী ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২-এর ২৫ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে সাপ্তাহিক হক-কথা প্রকাশ করেন। ১৯৭৩ সালে খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ১৫-২২ মে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৭৪-এর ৮ এপ্রিল হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতি গঠন করেন। একই বছর জুন মাসে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে টাঙ্গাইলের সন্তোষে গৃহবন্দি হন। ১৯৭৬-এর ১৬ মে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক লং মার্চে নেতৃত্ব দেন। একই বছর ২ অক্টোবর খোদাই খিদমতগার নামে নতুন আর একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের কিংবদন্তীতুল্য প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ। ষাটের দশকের শুরুতেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আমরা থাকতে পারছি না। ১৯৭০ সালে ৭ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে মাওলানা ভাসানী অংশগ্রহণ করেননি। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের হাতে হস্তান্তরে গড়িমসি করতে লাগলেন তখন মাওলানা ভাসানী বজ্র কণ্ঠে বললেন- 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাই বলি অনেক হইয়াছে কিন্তু আর নয়'।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর ডাকা অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী বাঙ্গালীদের ওপর আক্রমন করলে তিনি ভারতে চলে যান। যুদ্ধের সময়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি এসময় বিশ্বনেতাদের কাছে চিঠি লিখেন। মওলানা ভাসানী চীনের নেতা চেয়ারম্যান মাও সেতুং, প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে তাদের অবহিত করেন যে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাচ্ছে। সেজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে অনুরোধ করেন এই মর্মে যে, তিনি যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করেন। উপরন্তু মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানান।

১৯৭১ সনের ২১ এপ্রিল মওলানা ভাসানী বহু কাকুতি মিনতি করে চীনের চেয়ারম্যান মা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

রাজনীতি জনসেবার উচ্চতর আর্টে পরিণত হোক

সালাহউদ্দিন বাবর

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রই রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব নিয়ে ভিন্ন কিছু ভাবার কোনো অবকাশ নেই। সেই সাথে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও তার চর্চার অবাধ স্বাধীনতা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা বিঘ্ন হলে যেখানে রাজনীতির বিকাশ নেই, রাজনৈতিক সংগঠনের বৈধ তৎপরতা টিকতে পারে না। তার সহজ-সরল অর্থ হচ্ছে সেটি স্বৈরতন্ত্র ব্যক্তিতন্ত্রের এক জনপদ। যেখানে শাসক বা শাসকগোষ্ঠী মধ্য গগনে সূর্যের মতো তার পূর্ণ কিরণ ছড়িয়ে সব কিছু ঝলমলে করে তোলার পরও যদি তারা বলে, এখন রজনী গভীর, চতুর্দিকে অমাবস্যার ঘোর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তবে সবাইকে চোখ দু'টি দুই হাতে চেপে মুদ্রিত করে বলতে হয়, আঁধারের কারণে নিজের শরীরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এসব কথা শুনে বহু মানুষ বলতে পারে, এ কোন আজব উদ্ভট কথা। কিন্তু যারা বিশ্বের খোঁজখবর রাখেন, যাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তাদের কাছে অবশ্যই তা কোনো কারণেই অবাস্তব মনে হওয়ার কারণ নেই। তারা এমন বহু রাষ্ট্রের নামধাম সবকিছু মুখস্থ করে রেখেছেন। এই ভূখন্ডের সেসব মানুষ তাদের তর্জনী প্রথমেই হয়তো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে নাফ নদীর অপর তীরে মিয়ানমারের দিকে তুলে ধরবেন। সেখানে এখন সামরিক জান্তা ক্ষমতা গ্রহণ করে সে দেশকে 'শাসন' করছে। সেই শাসন চালানোর জন্য বহু নিবর্তনমূলক বিধিবিধান জারি করেছে, ফলে সেখানে মানুষকে মূক বধির করে রাখা হয়েছে। শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে বা নিয়েছে, এমন হাজার হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করেছে জান্তা। জনগণের প্রায় সব মৌলিক অধিকার ফটকাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এক সময় ব্রহ্ম দেশ হিসেবে পরিচিত সেই জনপদ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল, আজো সেই অবস্থা বিরাজ করছে।

আজকের শাসকরা যাদের সরিয়ে দিয়ে সে দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেছে, তাদের পূর্বসূরিরাও গণতন্ত্রের লেবাস গায়ে চড়িয়ে দেশ চালানোর পরিবর্তে 'শাসনই' করছিলেন। এ কথা মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সেই ভূখন্ডে বসবাসকারী মানুষের অধিকারের তালিকার অন্যতম হচ্ছে, নাগরিকরা শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপদে বসবাস করবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগের অধিকারী; কারো প্রতি বৈষম্য হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হবে না। কেউ এসবের শিকার হলে রাষ্ট্র স্বয়ং তার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবে। কিন্তু মিয়ানমারের সেই গণতন্ত্রের লেবাসধারীরা কী করেছিলেন? তা বাংলাদেশের জনগণ জানেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেন। সেই সরকার শুধু গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকেই তছনছ করেনি, আন্তর্জাতিক সব নিয়ম-কানুনকে রীতিনীতি ছুড়ে ফেলে দেয়। সে দেশের সেই সরকার মানবাধিকার, সার্বজনীন মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। তারা মানুষের ধর্মবিশ্বাস, আদর্শিক চেতনা, সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক মানব গোষ্ঠীকে সমূলে বিনাশ করতে হাজার হাজার ব্যক্তিকে পশু-পাখি শিকারের মতো গুলি করে হত্যা করেছিল। সেই মানব গোষ্ঠীর লাখ লাখ সদস্যকে শাক্তি প্রয়োগ করে তাদের শত শত বছরের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে। প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের সব অধিকার, সহায়সম্পদ ফেলে দুস্থ মানুষগুলো বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। এই শতাব্দীতে এমন মানবিক বিপর্যয়ের দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ কেউ দিতে পারবে না। গণতন্ত্রের লেবাস পরেই এমন স্বৈরতান্ত্রিক পৈশাচিক কার্যক্রম চালানো হয়েছিল। বিশ্বে গণতন্ত্র মানবতা কখনো কখনো যে কত অসহায় নিপীড়িত হয়ে পড়ে, মিয়ানমারের ঘটনা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের যথাযথ চর্চা সব সময়ই নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে। সেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে লোকদের দেখানোর জন্য গণতন্ত্রের সাইনবোর্ডটি খুব চকচকে করে রাখা হয় এবং অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে শুতে-বসতে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার কথা বলা হয়। তবে তাদের বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিষয়টি পুরোটাই খাদে ভরা। তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশের গণতন্ত্রের পথ এতটাই অমসৃণ কন্টকাকীর্ণ করে রাখা হয় যাতে ক্ষমতাসীনদের প্রতিপক্ষের যেন শত বার নানা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। ক্ষমতাসীনদের বদ্ধমূল ধারণা, তাদের কোনো বিকল্প দেশে নেই থাকতে পারে না। তাদের অহমিকা এতটাই যে, নিজেদের যোগ্যতা সক্ষমতার সমকক্ষ কেউ নেই। আরো মনে করে, এই মুল্লুকে তারাই উত্তম আর সবাই অধম। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, জনগণ তাদের কতটা যোগ্য মনে করে তা পরখ করতে কখনো সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে সাহসী হয় না। কেউ যদি তাদের ধারণার সাথে দ্বিমত করার সাহস দেখায়, তবে শাসকদের এতটা উষ্মার সৃষ্টি হয় এবং অধৈর্য হয়ে দ্বিমতকারী দুঃসাহসীদের ক্ষমতাসীনরা হিংসা-বিদ্বেষে তাদের ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে। সেই সাথে শত অভিযোগ অনুযোগ তাদের বিরুদ্ধে তুলে নানা মামলায় জড়িয়ে তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। জনগণের কাছে তাদের অর্বাচীন বলে জনগণের সম্মুখে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। গণতন্ত্রের যে অমিয় বাণী তারা বর্ষণ করে তা কত বিষাদপূর্ণ ও হৃদয়বিদারক। সেসব দেশের মানুষ মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করে। শুধু যে গণতন্ত্র নিয়ে তাদের কষ্ট এমন নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আরো দুঃখ-বেদনা হচ্ছে খাদ্য-বস্ত্র- চিকিৎসা ও আশ্রয় আর শিক্ষা নিয়ে নিদারুণ বঞ্চনা ভোগ করা। তবে সেখানে গোষ্ঠীবিশেষের সুখ ভোগের সব আয়োজনই থাকে। বাকি সবাই সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ও বৈষম্যের হলেও কিছু বলার থাকে না।

বিশ্বের যেসব সংস্থা গোটা পৃথিবীর সব দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, মানুষের জীবনমান, তথা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মৌলিক মানবাধিকার, শাসক শাসিতের সম্পর্ক, নাগরিকদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কতটা সুযোগ বিদ্যমান, তথা সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিদায় করার ক্ষেত্রে কতটা সুযোগ রয়েছে, ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ কতটা উন্মুক্ত এসবসহ আরো অনেক বিষয় তারা বিবেচনা করে। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে উত্তম-মধ্যম আর নিম্ন– এমন শ্রেণিবিন্যাস করেছে। সেই বিন্যাস নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ এই শ্রেণিবিন্যাসের কোন ধাপে অবস্থান করছে? আসলে এর জবাব দেয়ার যথাযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন তারাই, যারা দেশের উপরিউক্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো নিয়ে গবেষণা অনুসন্ধান করেন। পেশাদার সংবাদ কর্মীর ভূমিকা তো পুরোপুরি গবেষকের মতো। অথবা রাজনীতিকদের মতোও নয় বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় থাকেন। ক্ষমতায় থাকা সেই রাজনীতিকরা তো মৌসুম বুঝে কথা বলেন, সেসব বক্তব্যে সত্য-অসত্যের অবাধ মিশ্রণ ঘটে। দেশের পক্ষে মানুষের প্রকৃত অবস্থার কথা বলার চেয়ে তাদের প্রিয় ও পছন্দের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে দল গোষ্ঠী ও তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ কত বেশি সংরক্ষিত হবে সেটি। আর মানুষকে কতটা ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যাবে।

সে যাই হোক, দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে আমরা তিন শ্রেণীর মধ্যে কোথায় অবস্থান করছি তা ঠিক ঠিক নির্ণয় করতে পারবেন সবাই। তবে একজন সংবাদকর্মী হিসেবে কিছু তথ্য-উপাত্ত মানুষের স্মৃতিকে কিছুটা ঝালাই করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা যাবে হয়তো। যেমন আমাদের জীবনমান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ নেই, মানুষের সব মৌলিক চাহিদা মেটানো এখনো সম্ভব হয়নি, বেশির ভাগ মানুষের দুঃখ-কষ্ট রয়েই গেছে। সব সত্য বলার সাহস এখনো কেউ সঞ্চয় করতে পারেনি। এ দেশের মানুষের পরম প্রিয় হচ্ছে গণতন্ত্র; তা নিয়ে অসন্তুষ্টির কোনো শেষ নেই।

আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রেই রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার আরাধ্য পদ্ধতি হচ্ছে গণতন্ত্র। আমরা বলে এসেছি এ দেশের পরম প্রিয় ও চাওয়ার বস্তু হচ্ছে গণতন্ত্র। একটু খোলাসা করে বলি, যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হয় সেটারই পোশাকি নাম হচ্ছে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক সংগঠন, দেশের সব শ্রেণীর জনতা আন্দোলন সংগ্রাম ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। স্বাধীনতার পর এ দেশের স্থপতি ও তার যোগ্য সহযোগীরা মানুষের পরম অভিব্যক্তি ও আত্মত্যাগের মূল্যায়ন, যথাযথ সম্মান দেখিয়েছেন। দেশের প্রধান আইন গ্রন্থগুলো তথা সংবিধান যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার সব সন্নিবেশিত রয়েছে; সেই সংবিধানে তার পূর্ণর্ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই সংবিধানের প্রস্তাবনা যা রয়েছে সেটি এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রের ব্যাপারে যে শাশ্বত ও স্পষ্ট নীতিনির্দেশনা রয়েছে, তাতে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সব আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে।' সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রারম্ভে রয়েছে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র...।' এটা প্রণিধান যোগ্য যে, গণতন্ত্রের প্রাণবস্তু হচ্ছে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এমন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধানের ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন...।' এর ব্যাখ্যা এটাই যে, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে কমিশন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। কোনো চাপ বা হস্তক্ষেপ কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা নীতি। তবে দুর্ভাগ্য হচ্ছে, তার কোনো 'প্র্যাকটিস' হয় না। তা জনগণ দীর্ঘ দিন থেকে দেখে আসছে। এর ফলে দেশের নির্বাচনীব্যবস্থা এখন যে কতটা সঙ্গীন তা কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। নির্বাচন এখন তো প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এখন যারা নিজেদের জনপ্রতিনিধি বলেন, তারা তো আসলে নির্বাচনের যত অনিয়মের ফসল– এসব রাজনীতিকদের রাজনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ ক্যারিয়ার আছে বটে। তবে সে ক্যারিয়ার ফাঁপা। রাজনীতির অর্থ এখন স্লোগানবাজি করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা ধীমান হওয়া সক্ষমতা থাকা দরকার, তা তাদের অনেকেরই আছে কি না সন্দেহ। তবে এর যে ব্যতিক্রম রয়েছে তা অস্বীকার করব না। রাজনীতিকদের এখন আর পরখ করা তথা যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের বাছাই করার কোনো সুযোগ নেই। আগেই বলেছি নির্বাচন তো এখন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জনগণ তাদের ভোটাধিকার হারিয়ে ফেলেছে। তাই যোগ্যতার বিচার শিকায় উঠেছে।

এমন করেই ফাঁপা রাজনীতিকরা ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছেন বটে। কিন্তু এর প্রতিফলন হচ্ছে এমন যে, তারা আসলে আমলাদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়ে পড়েন। কেননা আমলারা সুশিক্ষিত যোগ্য, তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেই দায়িত্ব লাভ করেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সরকারের উচ্চমানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিদেশেও তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। তাই তারা আজকের অবস্থায় পৌঁছেছেন। আমলাতন্ত্র দিয়ে রাষ্ট্র চালানো ও সঙ্কট মোকাবেলায় তারা সক্ষমও হতে পারেন। তাতে জনগণের সীমিত সেবা হলেও জনগণের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব দেয়া কখনই আমলাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তবতা হচ্ছে যোগ্য সৎ রাজনীতিবিদ বা সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেশের নতুন প্রজন্মের আশা পূরণ তাদেরই করতে হবে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে দেশের জনগণের পূর্ণ ইচ্ছা চিন্তা অভিব্যক্তির প্রতিফলন। সুতরাং একে শ্রদ্ধা সম্মান দেখানো ও মান্য করা শাসক-শাসিতের নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। সর্বোচ্চ আইন হিসেবে সংবিধান দেশের আইনশৃঙ্খলার ভিত্তি। একে মান্য করা না হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। উপরে একটা কথা বলেছি, সংবিধানকে মান্য করা 'শাসক ও শাসিতের' নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। সাধারণ মানুষকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে নিঃসন্দেহে বিনাদ্বিধায়। তবে যারা শাসক তারা এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যখন কোনো নাগরিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন তখন তাদের যে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয় যেখানে এই মর্মে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যা সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে সন্নিবেশিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ পাঠ করে থাকেন। 'আমি... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (কিংবা ক্ষেত্রমত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস আনুগত্য পোষণ করিব। আমি সংবিধানের রক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিব।' এই বাক্যগুলোই উচ্চারণ করে শপথ নিয়ে থাকেন তারা।

কেউ এর ব্যত্যয় ঘটানোর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়া। কিন্তু এমন কিছু কি ঘটছে না? সংবিধানে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যা পুরোপুরি অনুশীলন করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এর মধ্যে ২৬ থেকে ৪৭ পর্যন্ত মোট ২২টি অনুচ্ছেদ জনগণের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত। এসব অধিকার ভোগ করা নিয়ে নানা প্রশ্ন অভিযোগ রয়েছে। বিশ্বের মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান করে থাকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর দুই তিনটি দেশও মানবাধিকারের ব্যত্যয় ঘটা নিয়ে উৎদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসব প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে বহুবার তাদের আপত্তির বিষয় উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, উপরে বলা হয়েছে, সংবিধানের বহু বিধান কার্যকর করা ও সম্মান দেখানোর ব্যাপারে ঘাটতি রয়েছে। নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়েও তা প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের জন্মের পর দেশে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিয়ে এতটুকু বিলম্ব করা হয়নি। বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও তার বিশ্বস্ত সহযোগীরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায়ই সংবিধান রচনা ও কার্যকর করা এবং তার ভিত্তিতে বছর ঘুরতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান এক বিরল ঘটনা। এটা গণতন্ত্রের প্রতি গভীর নিষ্ঠা আর প্রতিশ্রুতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নির্বাচন কমিশনসহ কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদেরকেও সংবিধানের আলোকে শপথবাক্য পাঠ করতে হয়। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার যে শপথবাক্য পাঠ করেন, সেখানে তাদের অন্যান্য বিষয়সহ এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে হয় 'আমি সংবিধান রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব।' অর্থাৎ প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ কমিশনারদের স্বীয় দায়িত্ব পালনকালে এই শপথের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এটাই আইন। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করানো। এ ব্যাপারে সংবিধান যে স্বাধীনতা কমিশনকে দিয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকালে সংবিধানের উপরিউক্ত চেতনার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখানো হয় কি না। এসব নিয়ে তো ঘোরতর অভিযোগ ও প্রশ্ন আছে। তাহলে কি সংবিধানের ব্যত্যয় ঘটছে না? এর জবাব কী? যাই হোক এসব ব্যত্যয় থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। সব সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি হেলা করা হলে রাষ্ট্রের ভিত্তিতে প্রচন্ড আঘাত পড়বে। এটা তো কাম্য হতে পারে না; বরং রাষ্ট্রের ভিত্তিকে মজবুত করতে সংশ্লিষ্ট সব দায়িত্বশীলদের ভূমিকা যথাযথ হওয়াই সাংবিধানিক চেতনা। যেখানে যতটুকু দুর্বলতা আমরা দেখছি তা দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে দায়িত্ব পূর্বসূরিরা আজকের কমিশনের স্কন্ধে দিয়ে গেছেন, তাকে সততার সাথে উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছানো নির্বাচন কমিশনের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কি সততার সাথে সংবিধানের বিধিবিধান উচ্চকিত করেছেন? তাদের কর্তব্য পালন নিয়ে তো এন্তার অভিযোগ আছে। তবে কি তারা উত্তরসূরিদের হাতে তুলে দিয়ে যাবেন? আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই তো তারা বিদায় নেবেন।

বাংলাদেশের জন্মের পর দেশে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিয়ে এতটুকু বিলম্ব করা হয়নি। বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও তার বিশ্বস্ত সহযোগীরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায়ই সংবিধান রচনা ও কার্যকর করা এবং তার ভিত্তিতে বছর ঘুরতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান এক বিরল ঘটনা। এটা গণতন্ত্রের প্রতি গভীর নিষ্ঠা আর প্রতিশ্রুতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্যই এসব কাজ বিশ্বে দেশের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের স্থপতিকে এসব কারণেই বহির্বিশ্বে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে উপবিষ্ট হতে সমর্থ করেছিল।

তবে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত আসে ১৯৭৪ সালে। এর পটভূমি রচনা করেছিল সে সময় কিছু উগ্রপন্থী রাজনীতিক ও তাদের সমর্থক একটি ছাত্রসংগঠন। তাদের যত অপতৎপরতা, নেপথ্য থেকে তথাকথিত অতিবামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের একটি গ্রুপ সহায়তা দিয়েছে। তারা সারা দেশে মারাত্মক সব সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেছিল। লুটপাট ডাকাতি, নানা রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় হামলা ছাড়াও থানা আক্রমণ করে অস্ত্রপাতি লুটে নিচ্ছিল। গোটা দেশে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করাই ছিল সেসব সন্ত্রাসীর লক্ষ্য। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত নেমে এসেছিল। গণতন্ত্রের ওপর যে আঘাত হয়েছিল তার জন্য সেই সব সন্ত্রাসীকে দায় মুক্তি দেয়া যায় না।

তারপর দুই দফা সামরিক আইন জারি করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। সংবিধানকে অকার্যকর করা হয়েছিল। দুই দফায়ই নিবর্তনমূলক বিধিবিধান জারি করা হয়, সামরিক আইনের বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। জনগণের সব মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। সংবিধানও স্থগিত করার ফলে বস্তুত মানুষের আইনের আশ্রয় নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আইনেরর শাসন বিঘ্নিত হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে সামরিক আইনে মানুষকে একতরফাভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুযোগ বিনষ্ট করে দেয়া হলো। সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল। সত্য তুলে ধরার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এভাবে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশের ধারাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক তথা গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার ফলে সব নির্বাচনী কার্যক্রম দীর্ঘ সময় বন্ধ করে রাখা হয়। সামরিক শাসকদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কারণে দেশের রাজনীতিতে টাউট শ্রেণীর পদচারণা শুরু হয়, যা আজ পর্যন্ত বহাল থাকায় এরা রাজনীতিকে কলুষিত করে রেখেছে। ফলে রাজনীতি এখন দেশ সেবার পরিবর্তে ক্ষমতার চর্চায় পরিণত হয়েছে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। যে নদী তার স্বাভাবিক গতি স্রোত হারায় সে যেমন হাজামজা খালে পরিণত হয়, তেমনি এখন অপরাজনীতির উচ্চমান বজায় থাকছে না। লক্ষ্যচ্যুতি ঘটছে। অথচ পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি ক্রমেই হয়ে উঠছে জনসেবা করার উচ্চতর আর্টে। আমাদের দেশেও সে স্তরে পৌঁছার লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। সেখানে পৌঁছার যত দীক্ষা ও চেতনা, প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা সহমর্মিতা ধৈর্য আত্মস্থ করে। সংসদকে কার্যকর করে এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে এ রাষ্ট্রের মহান স্থপতির স্বপ্ন সাধ পূরণ করা যেত। দেশে এখন ব্রিটেন ও ভারতে অনুরূপ সংসদীয় শাসনব্যবস্থা 'কায়েম' রয়েছে। কিন্তু তা অন্তঃসারশূন্য। সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকে বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অধিকতর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। বিশ্বের যেসব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেখানে পার্লামেন্টে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনগণকে সেবা দেয়ার সঠিক সিদ্ধান্তটি বের হয়ে আসে। এর ফলে সর্বত্র রাজনীতি জনসেবার উচ্চতর এক আর্টে পরিণত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সে পথে হাঁটার চেষ্টা কি করা যায় না?

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return



Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

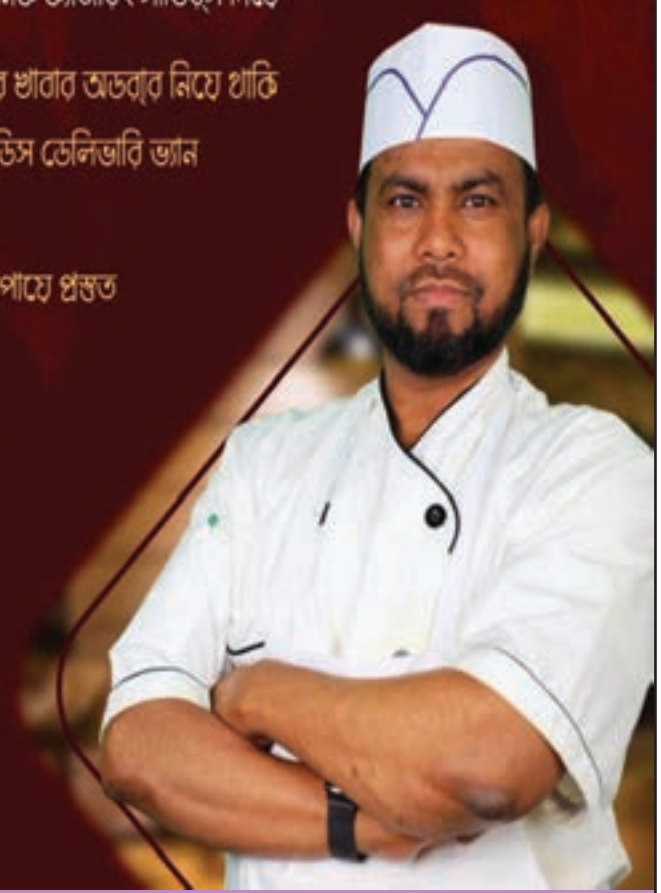
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি'র জমকালো অভিষেক অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: জমকালো আয়োজনে হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র (ইন্ক)-এর ২০২১-২০২৩ সালের কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সাময়িকী প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। গত ৭ নভেম্বর রোববার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ সভাপতিত্ব এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন স্বপন ও অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব আবুল কালাম আজাদ টিপু যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুইন্স কাউন্টি সিভিল কোর্টের নব-নির্বাচিত জাজ সোমা এস সাঈদ। গেস্ট অফ অনার ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ কুইন্স এটর্নী মঈন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি'র ভারপাপ্ত সভাপতি আব্দুর রাহিম হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ, আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনক'র









সভাপতি আব্দুস শহীদ। এছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার গাফফার আহমেদ, নির্বাচন কমিশনার ও সংগঠনের সাবেক সভাপিত এডভোকেট নাসির উদ্দিন, নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সভাপতি মোবাশ্বির হোসেন চৌধরী, নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সভাপতি শাহ ফয়েস উদ্দিন ফজলু, নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, সাবেক সভাপতি সৈয়দ কামালউদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাররফ হোসেন। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মোঃ সফি উদ্দিন তালুকদার। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রচার সম্পাদক মোঃ আলী খান জুনেদ, মাধবপুর ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জকি উদ্দিন চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হাসান আলী, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন স্বপন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার গাফফার আহমেদ। এসময় অভিষেক উপলক্ষে প্রকশিত সাময়িকী উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি মোঃ আজদু মিয়া তালুকদার, সহ-সভাপতি আতাউর রহমান, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, রেজাউল আজাদ ভূইয়া (রিজু) ও মোঃ আজমান আলী, সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রুবেল মিয়া, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান আলী টিপু, কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ টিপু, প্রচার সম্পাদক মোঃ আলী খান জুনেদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জুমন আহমেদ হাসান, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, শিক্ষা ও দপ্তর সম্পাদক শওকত চৌধুরী, সাহিত্য সম্পাদক সৈয়দ সাইয়াজ উদ্দিন ফয়সল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নূরজাহান চৌধুরী রুমা, কার্যকরি সদস্য সাইফুল আলম মিলন, সাব্বির হোসেন, মোঃ সফি উদ্দিন তালুকদার, মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার, অ্যাডভোকেট রহিম শেখ, শেখ মোস্তফা কামাল, মোঃ হিমেল আলী, ফাইজুল ইসলাম তালুকদার তুহিন, আখঞ্জী। অভিষেক অনুষ্ঠানে নব গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ বাক্যপাঠ করান প্রাক্তন জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল গাফফার আহমেদ।

তৃতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র (ইনক) নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ আজদু মিয়া তালুকদার। এইপর্ব পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের দায়িত্ব পালনের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

নতুন সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এর সঞ্চালনায় বাকি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, এ সময় শুভেচ্ছা বক্তব রাখেন জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধা তোফায়লে আহমেদ, আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়লেফেয়ার অর্গানিজশন ইনক্ এর সভাপতি আব্দুস শহীদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন-জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (ইনক) এর সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও প্রধান অতিথি ছিলেনকুইন্স কাউন্টি সিভিল কোর্টের নব-নির্বাচিত জজ সোমা এস সাঈদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (ইনক) এর সহ-সভাপতি আহবাব আহমেদ চৌধুরী খোকন, মোঃ জোসেফ চৌধরী, মঞ্জর হোসেন চৌধুরী জগলু, সহ-সাধারণ সম্পাদক নোকমান হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, প্রচার সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, সাহিত্যও সাংস্কৃতিক শরিফুল সম্পাদক হক মাজু, ক্রীড়া সম্পাদক শাহীন কামালী , মহিলা সম্পাদিকা সুতিপা চৌধুরী ও সদস্য হেলিম উদ্দিন, চুনারুঘাট সমিতির সেক্রেটারী আব্দুর রউফ জলাই, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি প্রফেসর আব্দুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিয়া মোঃ আছকির, সেক্রেটারী আমির আলী, হবিগঞ্জ সোসাইটির দেওয়ান মোতাচ্ছির মনজু, সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার এম এম হক, জালালাবাদ এসোসিয়শেনের সাবেক কর্মকর্তা গৌছ উদ্দিন, প্রফেসর আমিনুল হক চুন্নু, মীর্জা মামুনুর রশিদ, স্টারলিং ফ্যামেসির কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী, নবীগঞ্জ থানা ওয়লেফেয়ার সোসাইটি উ এস এ ইন্ক এর সভাপতি সাব্বির হোসেন, ও নব নির্বাচিত সভাপিত শেখ জামাল হোসেন আকবর হোসেন, শ্যামল কান্তি দাস, বাংলাদেশ সোসাইটি ব্রঙ্কস এর সভাপতি সামাদ মিয়া, বাংলাদেশ আমেরিকা নেসনার ড্যামেক্রেটিকস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শামীম মিয়া, বৃন্দাবন কলেজ এলামনাই এসোসিয়শেন সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম খলিল বার ভূইয়া, বৃন্দাবন কলেজ এলামনাই এসোসিয়শেন নবনির্বাচিত সভাপতি আবু সায়ীদ কুটি ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, মোঃ এইচ রশিদ রানা, লিটন আহমেদ, ওসমানি নগর এসোসিয়শেনের সভাপতি বশির আহমেদ, চুনারুঘাট সমিতির সাবেক সভাপতি আশিকুর রহমান, মির্জা মামুনুর রশিদ, আব্দুল হক, আব্দুর রউফ, হেলাল চৌধরী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোঃ মুক্তাদির হোসেন, আশফাকুল হক চৌধুরী, প্রমুখ।

ক্লোজআপ তারকা নুরে আলম রুমীর পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যদের পরিবারের সদস্যসহ বিভিন্ন রাজনীতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন।



জাতীয় পার্টির যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশের গণতন্ত্র দিবস পালন



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গত ১০ নভেম্বর বুধবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটস নবান্ন রেষ্টুরেন্টের পার্টি হলে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আবদুর রহমান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা আশিক আহমেদ, বিশেষ অতিথি জাপার উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার। সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, কোষাধক্ষ জিএম ইলিয়াস, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক বিউটি বেগম, নিউইর্য়ক ষ্টেট কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন, যুব সংহতির নেতা মোঃ নাদের ও মৌলানা আব্দুর রহিম।

সবায় বক্তারা বলেন, সরকার দেশের মানুষের কষ্ট বুঝে না বলেই অযৌক্তিভাবে তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও ১৯৯৬ সালের ১০ নভেম্বর সামরিক আইন তুলে দিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গণতন্ত্রের দ্বার উম্মেচন করেন। ১৯৯১ সালের পর দু'টি দল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের নামে জনসাধারনের সাথে প্রতারণা করেন। তারা গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। আজ দেশের মানুষকে গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বাদ ফিরিয়ে দিতেই জাতীয় পার্টিও নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধহতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী দেশে গণতন্ত্র চর্চা চলে না। জাতীয় পার্টি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন চায়।

বক্তারা বলেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে জাতীয় পার্টি সাধারণ মানুষের কাছে যাবে। দেশের মানুষ জাতীয় পার্টিকে আগামী দিনে রাষ্ট্র ক্ষমতায় দেখিতে চায়, এই আশা নিয়ে জাতীয় পার্টির দিকে দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে।

পরিশেষে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদের রোগ মুক্তি কামনা এবং জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও প্রয়াত মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর আত্মার মাগফেরাত মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মৌলানা আব্দুর রহিম।

রেষ্টুরেন্টগুলোর পরিবেশনা

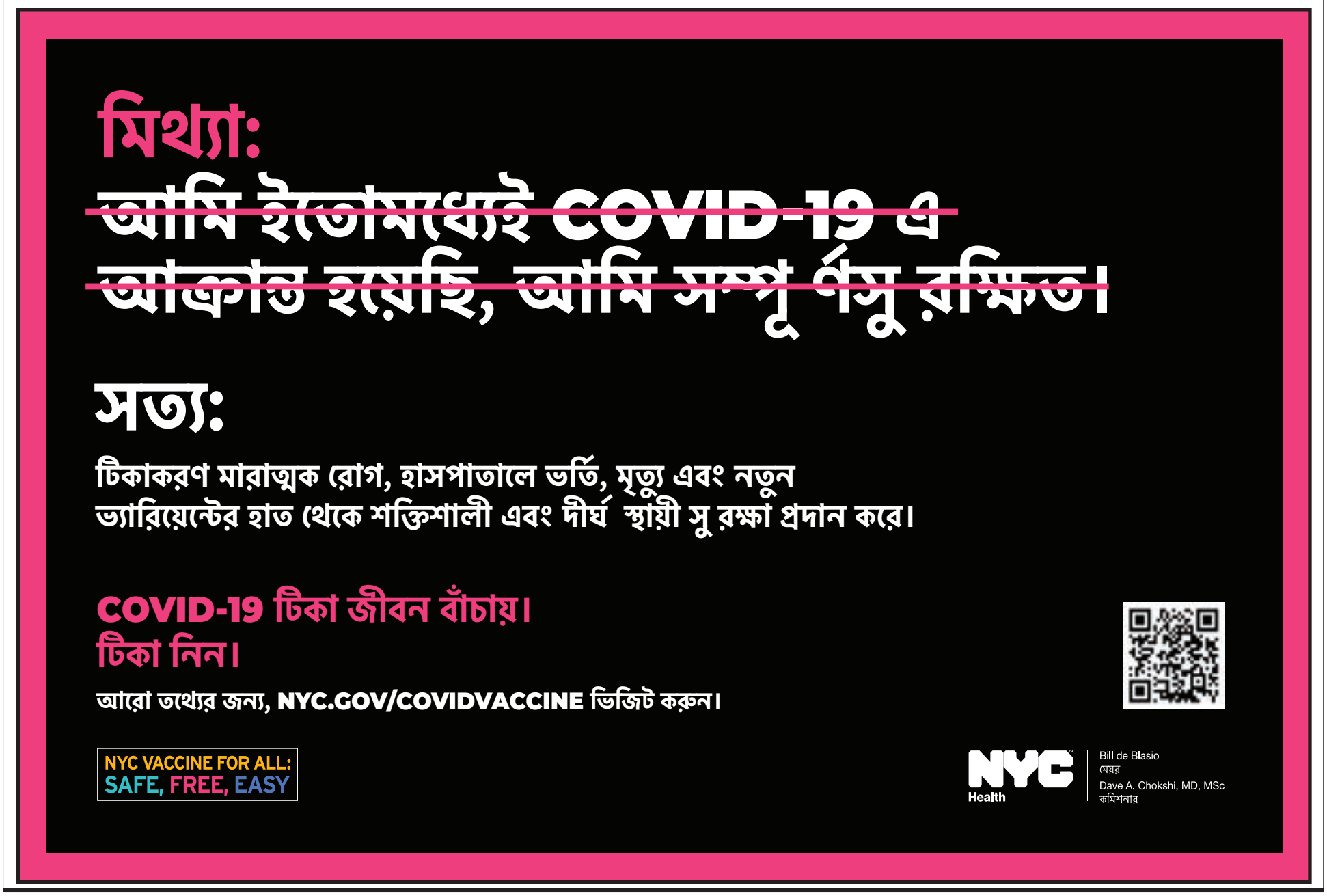
(শেষের পাতার পর)

একদিকে যেমন খুশি হয়েছেন অন্য দিকে ক্রেতারাও খুশি। বিশেষ করে ব্যাচেলর বাংলাদেশী ক্রেতারা বেশী খুশি। তবে রেষ্টোরেন্টের নিয়মিত ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন যে, দিনে দিনে বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টগুলোর সেবার মান নেমে যাচ্ছে। রেষ্টুরেন্ট মালিকরা সেবার চেয়ে ব্যবসায়ী লাভ-ক্ষতিই বড় করে দেখছেন। এর মধ্যেও ২/৪টি রেষ্টুরেন্টের সেবা প্রশংসার দাবী রাখে বলে একাধিক ক্রেতা মন্তব্য করেছেন।

অতি সম্প্রতি জ্যামাইকার পানসী রেষ্টুরেন্টে খাওয়ার সময় দই-এর মধ্যে ফ্যাঙ্গাস পাওয়ার ঘটনা কমিউনিটিতে আলোচিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে এই রেষ্টুরেন্টের খাবারে পোকা পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

রেষ্টোরেন্ট ক্রেতাদের বড় অভিযোগ এসব রেষ্টুরেন্টের বাথরুম খুব নোরাং এবং দুর্গন্ধ থাকে। নিয়মিত বাথরুম পরিষ্কার করা হয় না। আবার ক্রেতারা খেয়ে যাওয়ার পর টেবিল নোংরা থাকছে। নতুন ক্রেতা খেতে গিয়ে খাবার টেবিল নোংরা পাচ্ছেন। আবার খেতে গিয়ে বা খাবার অর্ডার দিয়ে বেশ সময় অপেক্ষায় থাকতে হয়। বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টগুলোর বিরুদ্ধে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেন বিষয়ে সংশ্লিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে একাধিক রেষ্টুরেন্ট মালিক জানান, রেষ্টুরেন্টগুলোর বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ ঠিক নয়। অবে অভিযোগ অস্বীকার কারও ঠিক হবে না। বিশেষ করে পেন্ডামিকের কারনে রেষ্টুরেন্ট কাজের রৌক পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। ফলে ক্রেতাদের সাধ্যমত সার্ভিস দিতে অনেক সময় হিমসিম খেতে হচ্ছে। আবার ক্রেতাদের মধ্যে এমন অনেক ক্রেতাও রয়েছেন যারা খাওয়ার সময় এমনভাবে নোংরা করে ফেলেন যা পরিষ্কার করতেও সময় লেগে যায়।





সাহিত্যসাময়িকী

কষ্টগুলো রোজ উড়িয়ে দেই
মতিন বৈরাগী

আমার কষ্টগুলো আমি উড়িয়ে দেই রোজরাতে
তারা স্বপ্নময় রঙিন ডানার
মেঘের শীতল ছুঁয়ে বৃষ্টি হয় রোদ হয় হাসিখুশি চাঁদ হয়
প্রকাশ থেকে প্রতীক হয়, আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা থেকে নিভৃতচারী
আমার দুঃখগুলো আমার ভিতর আমি হয়ে থাকে
পাহাড়ের মতো এক গাম্ভীর্য, সে হাসে সে গায়
তার চোখ দিয়ে জল পড়ে একটা ছোট্টপাখি
একটা জলধারা স্থির অচঞ্চল একটু হিম
বাতাস হয়ে নড়ে ।

আমার কষ্টগুলো আমি উড়িয়ে দেই রোজ রাতে
সে দীর্ঘশ্বাসে কাঁপায় রজনী
আমি সাপলুডু খেলি সে বসে পড়ে আর হারে
কারণ আমি এক স্বপ্নের ভেতর তাকে ডুবিয়ে রাখি
আমি বলি
আকাশটা দেখ তারও দুঃখ আছে
সমুদ্রকে দেখ তারও বেদনা আছে
পাখিকে দেখ তাদেরও কষ্ট আছে
আর মানুষকে দেখ কতপথ ভ্রমণেও মুক্তি মেলে না
কষ্ট রঙিন হয়, আমি তার পাখায় আঁকি স্বাধীনতা
আমার যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই ।

ছায়ার খোলস
আতাউর রহমান মিলাদ

বালিশের তলায় সুপ্ত অজগর
এক, উঠছে বেড়ে
শরীরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মেপে
জানি, একদিন গিলে খাবে
সকল সৌন্দর্য্য
সৌজন্যবোধ
বিশ্বাসের মহিমা

বিছানায় পরিত্যক্ত ছায়ার খোলস
আড়ালে লুকানো ভয়
হিংসা ও হাসি
অচেনা ক্রোধ
অপহৃত ছায়ার ভাঁজে
মন ভোলানো ছল
অলৌকিক ঈশারা

প্রতিরাতে গৃহকোণে মৃত্যুর আয়োজন
দেহের বিচ্ছেদ
কুৎসিত রসিকতা
অনুগত ইঙ্গিত
নির্বাসিত সম্পর্কের নিবিড়তা
বন্ধনের ভিত্তি
মেঘের মোহর

দুঃখরা হেঁটে যায়, দলবেঁধে, নির্বোধ মগজ
অস্থিত্বের বিপরীতে, এঁকেবেঁকে....

আবাসিক এলাকার দিদি
হাফিজ রশিদ খান

দিদি, তোর গোড়ালি অমন লাল হলো কেন আজ
না, ওখানে ছিল না তো
ঢাকার বিখ্যাত আলতার কোনো সচেতন পোঁচ

এজি চার্চ নাকি সেন্ট মেরিজ বিদ্যাভবন থেকে
পোড়া রোদের বাসনা আর
ধুলোর কটাক্ষ এড়াতে-এড়াতে
ফুটফুটে শিশুটাকে নিয়ে পায়ের অমন সুন্দর লালিত্যে
এলি কিনা
ঠিক এই বাতুল কবির সীমানায়!

ছি, এ পোড়া চোখ তাকাবে না আর ওই রাতুল পায়ের দিকে..

পূর্নিমা রাতে
অজিত রায় ভজন

রাত নিশুতি তোমার ছিলো প্রিয়,
আঁধার লাগে খুব যে ভালো জানি ।
ক্লান্ত নদীর কূলের কাছে যেতে,
আলতো পায়ে চলতে তুমি হেঁটে ।
কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ তলে বসে,
দু'ই জনে যাও কল্পলোকে চলে ।
কিন্তু হঠাৎ পূর্নিমা চাঁদ এলে,
লজ্জাতে লাল তোমায় লাগে ভালো ।

ঘুমফুল
হাসান ইমতিয়াজ

গরমের পিঠ চেপে নেমে আসে শীত

কতদিন দেখা হয়নি
লেপ, চাদর, কুয়াশা
জড়িয়ে নিইনি বুক ঠান্ডা প্রকম্পে
অন্ধকারে পাইনি অধরার উত্তাপ!

কতকাল অবহেলায় আবিষ্ট থেকেছি
থেকে গেছি দারুণ নিসঙ্গ
যেচে পড়ে সঙ্গত খুঁজিনি কিছুই
থেকে গেছি অগোছালো বিদঘুটে!

গরমের পিঠ চেপে নেমে আসে শীত
তবুও তুমি আসনি দু'চোখের ঘুমফুল!

অসংলগ্ন
শাহীন রেজা

বুকে একদলা ঘৃণা নিয়ে তুমি তাকাচ্ছিলে
সূর্য বেয়ে ওঠা সকালের দিকে ।

বাদুড়-স্বপ্ন বিলীনের ভয়ে ব্যাঙঘরে
ঢুকতে ঢুকতে উদগীরণ!

ওয়াক থু ।

উঠে আসা ঘৃণায় চোখ পোড়ে, বাথানের
কোল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা জুঁই গাছে, উড়ে এসে
জুড়ে বসে অচিন মুনিয়া ।

ভোর হয় দোর খোলে
শিশু ও কবিতা ।

মলিন রঙিন হেমন্ত
কেয়া ওয়াহিদ

হেমন্তের ম্রিয়মান বিকেলের আলো
ইমন ইথারে পাতা ঝরার এলিজি
নৈঃশব্দে মিলানো মায়া ছুঁয়েছে দিগন্ত
দীপাবলি আলো গেছে হারিয়ে সীমান্ত ।

ফুলেল বাগান জুড়ে বেগুনি শূন্যতা
চুমুহীন প্রজাপতি বিষণ্ন বন্যতা

মৌনমুখর বিদায়ে পরিযায়ী মেঘ
জলজ স্মৃতির কাব্যে ডায়েরির পাতা
হলুদ কমলা বনে কুহকী কূজন
অদেখায় দেখা হবে অমরাবতী মন ।

বিষাদ
রুশো আরভি নয়ন

তুমি বলেছিলে নিজেকে গুছিয়ে নিতে । বিশাল অট্টালিকায় সাজানো ফার্নিচারের মতো গুছিয়ে নিতে । যার পুরোটা জুড়ে থাকবে শুধু কৃত্রিমতার প্রাচীর । আমি আজও নিজেকে গুছিয়ে উঠতে পারিনি । মাথায় উসকোখুসকো চুল আর শরীরে মোড়ানো ঢিলেঢালা টিশার্ট এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি নির্দ্বিধায় । বিশ্বাস করো, এই আমিতে বিন্দুমাত্র খাদ নেই ।

তুমি বলেছিলে, পায়ের তলার মাটিটা শক্ত করে নিতে । কংক্রিটের আদলে বাঁধিয়ে নিতে আমার স্ব-জমিন । আমি তা করে উঠতে পারিনি । আমার সঞ্চিত জমিনটুকু সেই আগের মতোই উর্বর রয়ে গেছে । যে উর্বরতায় ভালোবেসে গোলাপ ফোটে । বিশ্বাস করো এই মাটিতে বিন্দুমাত্র কংক্রিট নেই ।

তুমি বলেছিলে, আমি বিষাদ! আমার পৃথিবীটা নাকি বিষণ্নতায় মোড়ানো এক চাদর । দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিং এর মতো রাঙাতে বলেছিলে আমার মনের অলিগলি । সত্যি বলতে, আমার কাছে রাঙানোর মতো রঙ নেই । আমার কাছে রঙিন বলতে শুধু তুমি ছিলে । যা দিয়ে রাঙাতে চেয়েছিলাম আমার চলার পথটুকু । বিশ্বাস করো, এই চাওয়াতে বিন্দুমাত্র ভুল ছিল না ।

এখনও বিয়ের পরিকল্পনা করিনি -বিদ্যা সিনহা মিম



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম। গত ১০ নভেম্বর বুধবার ছিল তার জন্মদিন। আর এ বিশেষ দিনে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পারিবারিক আয়োজনে বাগদান সম্পন্ন করেছেন এ নায়িকা। এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। কেমন লাগছে? মিম মানবজমিনকে বলেন, প্রিয় মানুষটির সঙ্গে অবশেষে এনগেজমেন্টটা সেরে ফেলতে পারলাম। চিরকালের জন্য তার সঙ্গে বাঁধা পড়লাম। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে সত্যি। এ অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না।

অন্যরকম এক অনুভূতি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তো আপনার ভক্ত, শুভাকাঙ্খীদের শুভেচ্ছায় ছেয়ে গেছে! মিম হেসে বলেন, আমি খুবই সৌভাগ্যবান আসলে।

খবরটি দেয়ার পর থেকে এতো এতো মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। ভীষণ আপ্লুত আমি। আবারও প্রমাণ পেলাম, সবাই আমাকে কত ভালোবাসে। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভালোবাসা রইলো। হবু বর সনি পোদ্দারকে কেন জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন? তার কোনো ব্যাপারটি আপনাকে আকৃষ্ট করেছে? মিম বলেন, ওর ব্যক্তিত্ব। এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ খুব কম দেখেছি জীবনে। আপনার সঙ্গে সনি পোদ্দারের পরিচয়টা কীভাবে? মিম বলেন, প্রায় ৬ বছর আগে আমার বন্ধু অর্নির মাধ্যমে পরিচয় এবং আলাপ হয়। তখন থেকেই ধীরে ধীরে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। একটা সময় দুজন দুজনার প্রতি সফট কর্ণার তৈরি হয়। একপর্যায়ে তো প্রেমই হয়ে যায়। বাগদানের জন্য জন্মদিনটাকেই কেন বেছে নিলেন? মিম বলেন, আসলে জন্মদিনটা আমার কাছে বিশেষ একটি দিন। বিশেষ মানুষের সঙ্গে তাই বিশেষ দিনেই আবদ্ধ হলাম। আর কিছু না। জন্মদিনে এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান করার এটাই কারণ। বাগদান সারলেন। বিয়ের পরিকল্পনা কবে? কিছু ভেবেছেন? মিম বলেন, মাত্র এনগেজমেন্ট হলো। সত্যি কথা বলতে এখনও বিয়ের কোনো পরিকল্পনা করিনি। কিছুই ভাবিনি এ নিয়ে।

এদিকে সবশেষ মিম অভিনীত মুক্তি পাওয়া সিনেমা 'সাপলুডু'। মুক্তির অপেক্ষায় আছে 'পরাণ' শিরোনামের একটি সিনেমা। এ ছাড়া 'ইত্তেফাক', 'অন্তর্জাল' ও 'দামাল' সিনেমার শুটিং চলছে। ছবিগুলো নিয়ে আপনি কেমন আশাবাদী? এ নায়িকার উত্তর- এই প্রতিটি ছবির গল্প ও তাতে চরিত্র ভিন্নধর্মী।

আশার আলো দেখছেন প্রযোজক পরিচালকরা

বিনোদন ডেস্ক: মহামারির তান্ডব গত দুই বছরে দেখেছে বিশ্ব। করোনার হানা দাগ কেটে আছে শিল্প-সংস্কৃতির জায়গাতেও। তবে সিনেমা হলের বাতি ধীরে ধীরে জ্বলতে শুরু করেছে। প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, টেকনিশিয়ান সকলের মুখে এখন ফের সম্ভাবনার কথা। নতুন সিনেমা নিয়ে প্রযোজক-পরিচালকরা প্রস্তুত। আশার আলো দেখছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান, আরিফিন শুভ, অপু বিশ্বাস, সিয়াম, পরীমনি, পূজা চেরি, সাইমন, আঁচল, মাহি, বাপ্পিসহ অনেক তারকার নতুন সিনেমা। করোনা মহামারি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কারণে নির্মাতারা তাদের আটকে পড়া নতুন ছবি মুক্তি দিতে শুরু করেছেন। ৩রা ডিসেম্বর সানোয়ার সানী ও ফয়সাল আহমেদ পরিচালিত এবং আরিফিন শুভ অভিনীত 'মিশন এক্সট্রিম' সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে।



এরপর মুক্তি পাবে ইরানি পরিচালক মর্তুজা আতাশ জমজম পরিচালিত ও অনন্ত জলিল অভিনীত ছবি 'দিন: দ্য ডে'। ৭ জানুয়ারী সিয়াম, পূজা অভিনীত 'শান' ছবি মুক্তির জন্য চূড়ান্ত। ওয়াজেদ আলী সুমন পরিচালিত শাকিব খান-দর্শনা অভিনীত 'অন্তরাত্মা' ছবিটিও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। একইসঙ্গে শাকিব খান 'গলুই' ছবির শুটিং শেষে ঢাকায় ফিরেছেন। 'গলুই' ছবিতে শাকিবের নায়িকা পূজা চেরি। অনুদানের এ ছবি পরিচালনা করছেন এস এ হক অলিক। শাকিব খান বলেন, এখনো 'গলুই'র ঘোরে আছি। লালু চরিত্র থেকে বের হতে আরও ক'দিন সময় লাগবে। ছবিতে শাকিব অভিনয় করেছেন লালু মাঝি আর তার নায়িকা পূজা চেরি অভিনয় করেছেন মালা চরিত্রে। এদিকে মধুমিতা সিনেমা হলের অন্যতম কর্ণধার ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ বলেন, ভালো মানের সিনেমা আসলে অবশ্যই সংকটের সময় কাটবে। মানসম্মত সিনেমা পেলে দর্শকরা সিনেমা হলে আসবে এবং ব্যবসাও ফিরবে সিনেমার। তবে মানসম্মত সিনেমা মুক্তির ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের লায়ন প্রেক্ষাগৃহের স্বত্বাধিকারী, প্রযোজক ও পরিবেশক মির্জা আবদুল খালেক বলেন, করোনার কারণে দর্শকরা সিনেমা হল থেকে মাঝে সরে গেছে। সেইসঙ্গে ভালো মানের ছবিও দরকার আমাদের। সেই ধরনের সিনেমা কম হচ্ছে। কম বাজেটে ধারাবাহিকভাবে ভিন্ন গল্পের সিনেমা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আমাদের এখানে বায়োপিক হতে পারে। এই ধরনের সিনেমায় দর্শকের আগ্রহ বেশি থাকে। ভালো সিনেমা ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পেলে দর্শকরা আবারো সিনেমা হলে ফিরবে।

এদিকে আগামী ১০ ডিসেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'লাল মোরগের ঝুঁটি'- সিনেমাটি। ছবিটি বিনা কর্তনে ছাড়পত্র পেয়েছে। সরকারি অনুদানে তৈরি এই সিনেমার চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন নূরুল আলম আতিক। এতে অভিনয় করেছেন লায়লা হাসান, আহমেদ রুবেল, আশনা হাবিব ভাবনা, দিলরুবা দোয়েল, আশীষ খন্দকার, জয়রাজ, জ্যোতিকা জ্যোতি প্রমুখ। এদিকে, গত মাসে মুক্তি পাওয়া 'পদ্মাপুরাণ' আর 'চন্দ্রাবতী কথা' ছবি দু'টি ছিল আলোচনায়। ডিপজল প্রযোজিত ও এফ আই মানিক পরিচালিত ও ডিপজল, সোহেল রানা, দিতি, রোমানা, জায়েদ খান প্রমুখ অভিনীত 'এ দেশ তোমার আমার' ছবিটি প্রায় ৪০টি সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে ৫ই নভেম্বর। ১২ই নভেম্বর আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ পরিচালিত আজমেরী বাঁধন অভিনীত 'রেহানা মরিয়ম নূর' এবং এম কে জামান পরিচালিত ও রাফাত রউফ ও রোজ অভিনীত 'তোর মাঝে আমার প্রেম', ১৯শে নভেম্বর অনন্য মামুন পরিচালিত নিরব, প্রিয়মণি, নওশাবা অভিনীত 'কসাই', ২৬শে নভেম্বর মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত জয়, আঁচল, আমান অভিনীত 'আয়না' এবং রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত ফজলুর রহমান বাবু, শতাব্দী ওয়াদুদ, রোজী সিদ্দিকী প্রমুখ অভিনীত 'নোনা জলের কাব্য' মুক্তি পাবে। এ ছাড়া সামনে মুক্তি পাবে দীপংকর দীপনের 'অপারেশন সুন্দরবন', জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত 'জিন', মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের 'স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' ও 'আনন্দ অশ্রু', দেবাশীষ বিশ্বাস পরিচালিত 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ-২', 'বিদ্রোহী', 'পরাণ', 'ক্যাসিনো', 'বর্ডার', 'বিউটি সার্কাস', 'কমান্ডো', 'সাইকো', 'সাহসী যোদ্ধা', 'তালাশ', 'লিডার আমিই বাংলাদেশ' ছবিগুলো। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের বিশ্বাস, সংকটের সময়কে সম্ভাবনায় রূপান্তর করবে নতুন এই সিনেমাগুলো।

প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র শাকিব খান



বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। আজ সকালেই তিনি মার্কিন মুলুকের উদ্দেশ্যে উড়াল দেন। জানা গেছে, একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য শাকিবের এই সফর। ১৪ নভেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'ঐক্য চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০২১' এ পারফর্ম করেন এ নায়ক। এর আগে একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন শাকিব। কিন্তু সাড়া পাননি।

অবশেষে ভিসা পেয়ে আনন্দিত এ নায়ক। শাকিবের সঙ্গে এই সফরে আরও থাকছেন কুমার বিশ্বজিৎ, ফাহমিদা নবী, সামিনা চৌধুরী, মানাম আহমেদের মতো শিল্পীরা।

তারা প্রত্যেকেই চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে যাচ্ছেন। তবে শাকিব অংশ নেবেন সেখানকার ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডেও। আগামী ৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কেই বসবে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। সেখানেও পারফর্ম করবেন তিনি। অনুষ্ঠান সেরে আগামী ৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে শাকিবের।

বিজেপি ছাড়লেন শ্রাবন্তী



বিনোদন ডেস্ক: বিজেপি ছাড়লেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার (১২ নভেম্বর) টুইট করে নিজেই ঘোষণা করলেন এ কথা। চলতি বছরের নির্বাচনে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী ছিলেন তিনি। ভোটে পরাজিত হন। তারপর থেকেই বাড়তে থাকে বিজেপি-র সঙ্গে দূরত্ব। অবশেষে দল ছেড়ে দিলেন অভিনেত্রী।

দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করে শ্রাবন্তী টুইটে লেখেন, বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপি আন্তরিক নয়। বাংলার জন্য কাজ করার মনোভাবের অভাব রয়েছে তাদের।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বিজয় সমাবেশে রূপাঞ্জনা মিত্রের মতোই আমন্ত্রিত ছিলেন শ্রাবন্তী। কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত হননি। তখন তার অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, তিনি বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা না করে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে আসতে চান না। যদিও এ বিষয়ে শ্রাবন্তী নিজে কোনও মন্তব্য

এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডে সেরা অভিনেত্রী বাঁধন

বিনোদন ডেস্ক: এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসে (অ্যাপসা) সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন বাংলাদেশের আজমেরী হক বাঁধন। 'রেহানা মরিয়ম নূর' সিনেমায় রেহানা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এ পুরস্কার পান তিনি। বিষয়টি যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী নিজেই। সিনেমাটি পরিচালনা করেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্ট শহরে গত ১১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার অ্যাপসার ১৪তম আসরে বিজয়ীদের তালিকা ঘোষণা করা হয়। এবারের আয়োজনে সেরা অভিনেত্রী শাখায় মনোনয়ন পান ৫ দেশের ৫ অভিনেত্রী। এ তালিকায় বাঁধন ছাড়া আরও ছিলেন ইসরায়েলের আলেনা ওয়াইভি, নিউজিল্যান্ডের এসি ডেভিস, অস্ট্রেলিয়ার লিয়া পারসেল ও রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা রোমানোভা। তারা যথাক্রমে 'এশিয়া', 'জাস্টিস অব বানি কিং', 'দ্য ড্রোভারস ওয়াইফ : দ্য লিজেন্ড অব মলি জনসন' এবং 'স্কেয়ারক্রো' সিনেমার জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। সবাইকে টপকে সেরার পুরস্কার জিতে নিলেন বাঁধন।



এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আরও একবার আমি আপ্লুত! কতোটা আনন্দিত তা বোঝাতে পারব না। চোখ ভিজে আসছে আনন্দে। বাংলাদেশে সিনেমাটা মুক্তির আগের দিন এমন একটা সুসংবাদ পেলাম। কান উৎসবের পর এটাই আমার আরেকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আমি আবারও এর পুরো কৃতিত্ব দিতে চাই সিনেমার পরিচালক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদকে। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই আজকে আমার এই প্রাপ্তি। এটি আমার দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দিল। এবারের আয়োজনে ২৫টি এশিয়া প্যাসিফিক দেশের মোট ৩৮টি সিনেমা অংশ নেয়।

এদিকে আজ দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে 'রেহানা মরিয়ম নূর' সিনেমাটি। এর আগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবার প্রতিযোগিতা বিভাগে বাংলাদেশি সিনেমা হিসাবে এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।



কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ দুই বছর বর্ধিত ॥ ভবন ক্রয়ের

(শেষের পাতার পর)

প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপদেষ্টা ছদরুন নূর, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বেলাল আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, সহ সভাপতি মান্নাফ তালুকদার সহ রিজু মোহাম্মদ, রাসেক মালিক, মোহাম্মদ আখতার বাবুল, আফরোজা রোজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল।

সভায় বলা হয়, মহামারী করোনা সহ বিভিন্ন কারণে সাংগঠনিক কর্মকান্ড ব্যহত হলেও প্রবাসীদের সেবায় ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তাদের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। তাই বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান কমিটি (উপদেষ্টা ও কার্যকরী) আগামী দুই বছর (২০২২-২০২৩) দায়িত্ব পালন করবে। তবে কমিটির কেউ অন্যত্র চলে গেলে বা দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করতে তার স্থলে নতুন কর্মকর্তা/সদস্য কো-অপ্ট করা হবে।

সভার অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে মাদক বিরোধী সেমিনার আয়োজন, বাংলাদেশের মহান দিবস পালন, নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান নির্বাচিতদের সংবর্ধনা এবং আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উপ কমিটিও গঠন করা হয়। গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন- এবিএ ওসমান গনি, ডা. ওয়াজেদ এ খান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বেলাল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রাসিক মালিক ও রিজু মোহাম্মদ। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য থাকবেন। এই কমিটি আগামী ১০ জানুয়ারীর মধ্যে গঠনতন্ত্রের খসড়া চুড়ান্ত করবেন।

মাদক বিরোধী সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম ও সদস্য সচিব এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের মহান দিবস পালন কমিটির আহ্বায়ক বেলাল আহমেদ চৌধুরী ও সদস্য সচিব সেবুল মিয়া, নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান নির্বাচিতদের সংবর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক সালেহ আহমেদ ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ আখতার বাবুল এবং আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস পালন কমিটির আহ্বায়ক



সাইফুল ইসলাম ও সদস্য সচিব রিজু মোহাম্মদ।

শাওন লিখলেন 'বহুদিন ভালোবাসাহীন'

(শেষের পাতার পর)

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে, তারপর দখিন হাওয়ায়। রাতে কেক কেটে হুমায়ূনের জন্মদিন পালনের সূচনা।

পরদিন প্রত্যুষে গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। নুহাশপল্লীতে প্রিয় মানুষের কবর জিয়ারত করেন। এদিন গাজীপুরের পিরুজালী এলাকায় নুহাশপল্লীতে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের ৭৩তম জন্মদিন। মোমবাতি প্রজ্বালন, কবর জিয়ারত, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে লেখককে স্মরণ করছেন তাঁর পরিবার, স্বজন, নুহাশপল্লীর কর্মী ও ভক্তরা।

সারা দিনের শেষে রাতের দিকে শাওন একটু সময় পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমায়ূনকে নিয়ে আবেগস্পর্শী পোস্ট দেন। মহাদেব সাহার একটি কবিতা লিখলেন, তারপর দু'জনের ছবিসহ পোস্ট করলেন নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে।

'বহুদিন ভালোবাসাহীন
বহুদিন উথাল পাথাল
বহুদিন কারো হাত পড়েনি কপালে
বহুদিন দু'চোখের অশ্রু কেউ মোছায়নি আর
বহুদিন দূর দ্বীপে
বহুদিন একা নির্বাসনে
এই যে লোক শুভ জন্মদিন'।

মহাদেব সাহার এই কবিতায় যেন নিজের কথা বলেছেন শাওন। কবিতার আবেগ, হাহাকার, একাকিত্ব এ যেন শাওন নিজের অন্তরালে থাকা অনুভূতিকেই প্রকাশ করলেন।

লেখকের স্বপ্ন ধীরে ধীরে পূরণ হচ্ছে জানিয়ে গণমাধ্যমকে স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন বলেন, নতুন প্রজন্ম মহামারিকালে হুমায়ুন আহমেদের লেখা পাঠ করছে। তাঁর লেখার ভেতরকার রস, বোধ ও মানবিকতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, এটা বিস্ময়কর।

বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১২ সালের ১৯ জুলাই ক্যান্সারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নিউইয়র্ক ট্রাফিক পুলিশে আরও ১২০ বাংলাদেশি

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠানে পুলিশ একাডেমির প্রশিক্ষণ শেষ ১৮১ জন নতুন ট্রাফিক পুলিশ এজেন্ট চাকরির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অংশ নেয়া ১৮১ জনের মধ্যে ১২০ জনই বাংলাদেশি। আর একাডেমির প্রশিক্ষণকালে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে যিনি সেরা এজেন্ট বা ভ্যালিডিক্টোরিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তিনিও একজন বাংলাদেশি। তার নাম রাফি কামাল।

১৮১ জন নতুন ট্রাফিক পুলিশ এজেন্ট নিউইয়র্কের ৫টি বোরোর বিভিন্ন অফিসে দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী ২ সপ্তাহ পর আরও ২৩৫ জনের একটি গ্রুপের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। সেখানেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চিফ অব দ্য ডিপার্টমেন্ট রোডনি কে হ্যারিসন। এছাড়া প্রায় ২ ডজন সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন– রিকি মরিসন, সকুনবি এলুফেমি, আলবার্ট স্লোহ, ডেরন ডেফ্রিটাস, সাঈদ ইসলাম, সৈয়দ উতবা, নিজাম উদ্দীন, কামরুজ্জামান সহ অন্যরা।

হিজাব পরে গান গেয়ে সমালোচিত জাস্টিন

(শেষের পাতার পর)

স্কার্ফ পরে গান গওয়ায় ইসলাম ধর্মকে ব্যঙ্গ করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠে।

ইয়াহু নিউজ থেকে জানা যায়, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের উতাহ শহরে অনুষ্ঠিত এক কনসার্টে অংশ নেন জাস্টিন বিবার। সেখানে তিনি মাথায় স্কার্ফ পরে 'সরি' ও 'লোনলি' নামের জনপ্রিয় দুটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ইউটিউবে সেই গানগুলোর পরিবেশনা দেখা যায়।

মিডল ইস্ট টুয়েন্টিফোর প্রতিবেদনে বলা হয়, মাথায় স্কার্ফ, সাদা ছোট প্যান্ট ও ঢিলেঢালা টি-শার্ট পোশাক পরে গান গাওয়ায় বিবারের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়কে অপমানের অভিযোগ করা হয়। মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে বিবারের বিরুদ্ধে মাথায় স্কার্ফ ও শর্ট প্যান্ট পরায় অভিযোগ তুলেন। একজন লিখেছেন যে 'তিনি 'হিজাব' পরেছিলেন তা ভালো ছিল। কিন্তু তাকে ছোট শার্ট পরা দেখে খারাপ লেগেছে।'

আরেকজন টুইটার ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'বিবার 'হিজাব' পরাছেন তা ঠিক ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে নাচানাচি করা মোটেও উপযুক্ত ছিল না।'

নতুন নিয়ম আসছে ইউটিউবে

(শেষের পাতার পর)

দেখা যাবে না 'ডিসলাইক' বা অপছন্দের সংখ্যা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ভিডিওকে দর্শকরা 'ডিসলাইক' করতে পারবেন ঠিকই। কিন্তু কতজন 'ডিসলাইক' করলেন, তা একমাত্র জানতে পারবেন ওই ভিডিওর নির্মাতা। নতুন নিয়মের মূল উদ্দেশ্য, ট্রোল করার হাত থেকে ভিডিও কনটেন্ট নির্মাতাদের বাঁচানো।

ইউটিউবে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাখ লাখ ভিডিও। তার মধ্যে যেটা পছন্দ, তাতে 'লাইক' দেন দর্শকরা। আবার অপছন্দের ভিডিওতে 'ডিসলাইক'-এর বিকল্পও খোলা। তবে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় অপছন্দের বিষয়বস্তুকে একযোগে 'ডিসলাইক' দিতে দেশে দেশে তৈরি হয়ে গেছে গেছে 'ট্রোল বাহিনী'। ইউটিউবের দাবি, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্বাধীন বিষয়বস্তুর নির্মাতারা। এই কারণেই নিয়মে পরিবর্তন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন, এমন ব্যক্তিদের একটি অংশের দাবি, ইদানিং কোনো বিষয়ে আপত্তি জানানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে ইউটিউবে 'ডিসলাইক' বোতাম। সংগঠিতভাবে ধারাবাহিক 'ডিসলাইক' দেওয়ার প্রবণতা মোকাবিলা করতেই নতুন এই পদক্ষেপ।

ইউটিউব কর্তৃপক্ষ জানায়, আগে যেমন 'ডিসলাইক' বোতাম থাকত, এখনো তেমনই থাকবে। শুধু কতজন 'ডিসলাইক' করছেন, তা জানতে পারবেন না দর্শকরা। তা কেবল দেখতে পারবেন ভিডিওটির নির্মাতা নিজে।

টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাউন্টি চেয়ারম্যান বাংলাদেশী রহিম

(শেষের পাতার পর)

চেয়ারম্যান হয়েছেন। টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান গিলবার্টো হিনোজোসা এ সিদ্ধান্তের কথা টেক্সাস স্টেটের সেক্রেটারিকে ৪ নভেম্বর লিখিতাকারে অবহিত করেছেন।

উল্লেখ্য, টেক্সাস রিপাবলিকানদের ঘাঁটি হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেন্ট্রাল আমেরিকান ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগতরা বসতি ও ব্যবসা শুরু করায় গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। রহিম র‍্যা নিহালও ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তৃণমূলের অন্যতম সংগঠক। টেক্সাসের নীতি-নির্দ্ধারকদের সাথেও গড়ে উঠেছে চমৎকার সম্পর্ক।

এ নিয়োগের সিঁড়ি বেয়েই রহিম আমেরিকান রাজনীতিতে আগাতে চান জানিয়ে বলেন, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ রচনায় জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলার পরিক্রমায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সহায়তার দিগন্ত প্রসারিত করতে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবো। যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক নেতা রহিম বলেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণে কিছু করতে হলে সকলেরই উচিত মূলধারার রাজনীতিতে জোড়ালোভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। রহিম র‍্যা নিহাল বিভিন্ন সমাজিক কর্মকান্ডের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উল্লেখ্য, প্রবাসী ব্যবসায়ী নিহাল রহিম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূণ অবদানের জন্য ইতিপূর্বে সিআইপি পদক লাভ করেন। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০' অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মননা প্রদান করা হয়।

নিউজার্সীতে ওয়াজ ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

গত ১৩ নভেম্বর শনিবার খানকা, দরছে হাদীস, ওয়াজ ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুর রউপ। মাহফিল পরিচালনা করেন শাহজালাল-লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে তরবিয়ত পেশ করেন আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী, বিশেষ অতিথি ছিলেন আনজুমানে আল-ইসলাহ বাংলাদেশের সভাপতি আল্লামা হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী, দারুল হাদীস লতিফিয়া ইউ কে-এর প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, লতিফি হেন্ডস বাংলাদেশের সেক্রেটারি মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী।

এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল-লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টার নিউজার্সীর প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ আব্দুন নুর, হাফেজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ মঞ্জলালী, মাওলানা আইনুল হুদা, মাওলানা আব্দুল ইয়াহিয়া, মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মাওলানা সুন্নাতুর রহমান, মাওলানা ফয়সাল আহমদ, মাওলানা ইমরান আহমদ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

জাঁকজমক আয়োজনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে ২০ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, ঝাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক। মুক্তিযুদ্ধকালে দেশে-বিদেশে সিলেটবাসীর বীরত্বপূর্ণ আবদান, বিদেশি নাগরিকদের সমর্থন সহযোগীতা ও বিশ্বজনমত গড়ে তোলতে যাদের নিঃস্বার্থ অংশগ্রহন রয়েছে তাদেরকেও সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদেরও সম্মাননা প্রদান করবে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা। প্রবাসে সিলেটবাসীর প্রাচীন সংগঠন জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উদ্যোগে জাঁকজমক আয়োজনের মধ্যে রয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা, মুকিযোদ্ধাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃতি, গীতিনাট্য, শিশুকিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, বিজয়ের গান-সাংস্কৃকিত অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশনানুষ্ঠান। আগামী ২০ ডিসেম্বর সোমবার, সন্ধ্যা ছয়টায় কুইন্স প্যালেসের হল রুমে এই এসকল অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হবে।

আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে প্রবাসে বেড়েওঠা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে স্মরণিয় করে রাখতে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশের ৫০তম বিজয় দিবস বর্ণাঢ্য আনন্দঘনো আয়োজনে বাস্তবায়নে গঠন করা হয়েছে উদযাপন কমিটি। গত ২৪ অক্টোবর জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নিয়মিত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন উপ-কমিটি গঠন করা হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়, সংগঠনের সহ-সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনকে আহবায়ক ও সাহিত্য সংস্কৃতিক সম্পাদক শরিফুল হক মনজু'কে সদস্য সচিব ও কোষাধ্যক্ষ ময়নুল ইসলামকে সমন্বয়কারী করে এগার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটির অন্যান্যরা হলেন, যুগ্ম আহবায়ক সহ-সভাপতি মনজুর চৌধুরী জগলু, যুগ্ম আহবায়ক সহ-সভাপতি জুসেফ চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক সহ-সভাপতি শফি উদ্দিন তালুকদার, সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন। উপ-কমিটির সদস্যরা হলেন মানিক আহমদ, জামিল আনসারী, শাহিন কামালী, মান্না মুন্তাসির, রোকন হাকিম।

এদিকে গত সাত নভেম্বর, রোববার সন্ধায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন উপ-কমিটি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন উপকমিটির আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন। বর্ণাঢ্য আনন্দঘনো অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়ন করতে করণীয় নির্ধারণ করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, জোসেফ চৌধুরী, লোকমান হোসেন, মানিক আহমদ, শাহীন কামালী ও সদস্য সচিব শরিফুল হক মনজু। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানকে সফল করতে সিলেটবাসী ও দেশবাসীর সহযোগীতা কামনা করা হয়। এবং সকল মহলের অংশগ্রহন ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে জোরালো প্রচার প্রচারণা এবং আমন্ত্রন আব্যহত রাখতে সভায় কমিটির সকলের প্রতি আহবান ও অনুরোধ করা হয়।

গ্রেস অবমাননায় অভিযুক্ত ট্রাম্পসহযোগী ব্যানন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ক্যাপিটলে দাঙ্গা বিষয়ে তথ্যপ্রমাণ দিতে অস্বীকার করার পর স্টিভ ব্যাননের বিরুদ্ধে কংগ্রেস অবমাননার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে।

জানুয়ারিতে ক্যাপিটলের বাইরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থকদের বিক্ষোভের পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যানন কী জানতেন সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে তাকে তলব করা হয়েছিল।

পরে শুক্রবার বিচার বিভাগ ৬৭ বছর বয়সী ব্যাননকে অভিযুক্ত করে তার বিচার শুরুর আদেশ দেয়। এতে দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাম্পের এই উপদেষ্টার সর্বোচ্চ এক বছরের কারদ- এবং এক লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে। খবর বিবিসির।

দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাম্পের একসময়ের এই উপদেষ্টার সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কারাদ- এবং এক লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে।

গত বছরের নভেম্বরে হওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল অনুমোদনে চলতি বছর ৬ জানুয়ারি কংগ্রেস ভবনে আই-নপ্রণেতাদের বৈঠক চলার সময় ট্রাম্প সমর্থকরা ভবনটিতে হামলা চালিয়েছিল।

৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলা নিয়ে পরে তদন্তে নামে প্রতিনিধি পরিষদের সিলেক্ট কমিটি। সে তদন্তের ধারাবাহিকতাতেই প্রথম অভিযুক্ত হলেন ব্যানন।

তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে প্রতিনিধি পরিষদের কমিটি তাকে তলব করার পরও তা উপেক্ষা করা এবং কমিটিকে নথি দিতে রাজি না হওয়া।

ব্যানন সোমবার কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। এরপর তাকে আদালতে তোলা হবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সৌদি নাগরিকত্ব পেলেন কাবা'র গিলাফের

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মুকতার আলিম। বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের বাদশাহ'র এক রাজকীয় নির্দেশনায় বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।প্রথম দিন পাঁচ বিদেশি নাগরিককে সৌদি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। প্রথম দিন নাগরিকত্ব পাওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন- ইতিহাসবিদ ড. আমিন সিদো, ড. আবদুল করিম আল সামমাক, প্রখ্যাত গবেষক ড. মুহাম্মদ আল বাকাই ও প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী সামান আল আনি। সৌদি গেজেট জানায়, বিভিন্ন পেশার দক্ষ বিদেশি নাগরিকদের সৌদি আরবে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোষণার পর প্রথম দিনে নাগরিকত্ব লাভ করেন মুকতার আলিম। এই বাংলাদেশি প্রধান ক্যালিগ্রাফার হিসেবে মক্কার পবিত্র কাবা ঘরের গিলাফ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও ফোরামে তার প্রধান ক্যালিগ্রাফিগুলো প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পাঠদান করেন। মক্কার দ্যা ইনস্টিটিউট অব হলি মস্ক তথা পবিত্র মসজিদুল হারাম পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক তার পাঠ শেখানো হচ্ছে। মুকতার আলিম মক্কার বিখ্যাত উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বর্তমানে পিএইচডি গবেষণারত। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপোমা, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের সার্টিফিকেটের ক্যালিগ্রাফার হিসেবেও কাজ করেছেন। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের রশীদের ঘোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মুকতার আলিম। তার বাবা মুফিজুর রহমান বিন ইসমাঈল শিকদার। মা শিরিন বেগম। মুকতারেরা চার ভাই ও এক বোন। বর্তমানে মুকতার তার মা, স্ত্রী ও চার মেয়েকে নিয়ে পবিত্র নগরী মক্কায় আছেন।

সৌদিতে অস্ত্র বিক্রি বন্ধে কংগ্রেসে ইলহান ওমরের বিল

(প্রথম পাতার পর)

উত্থাপন করেছেন কংগ্রেসে।

ইয়েমেনে সৌদি আগ্রাসনের কারণে হাজার হাজার মানুষ হতাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে যখন বিশ্বব্যাপী সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে বিরোধিতা বাড়ছে, তখন ইলহান ওমর এই বিল উত্থাপন করলেন। খবর আরব নিউজের।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন সৌদি আরবের কাছে আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ৬৫ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে।

গত ৪ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট বাইডেন এই অস্ত্র বিক্রির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, সৌদি আরবের কাছে ২৮০টি ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করা হবে। অথচ এর আগে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃমূল্যায়ন এবং অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

কংগ্রেসে অস্ত্র বিক্রির বিরুদ্ধে বিল উত্থাপন করার পর ইলহান ওমর এক বিবৃতিতে বলেন, যখন ইয়েমেনের নিরীহ-নিরপরাধ জনগণকে সৌদি আরব সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে হত্যা করছে, তখন রিয়াদের কাছে এই বিশাল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করা নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ।

কংগ্রেসে এই মুসলিম নারী সদস্য বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশের কাছে আমরা অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিতে পারি না। ইয়েমেনে যে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে, তার জন্য তিনি সৌদি আরবকে দায়ী করেন।

তারেক রহমান দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে:

(প্রথম পাতার পর)

অথচ পলাতক আসামি তারেক রহমান বাংলাদেশের অগ্রগতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

শনিবার প্যারিস সফর শেষে দেশে ফেরার আগে প্রবাসীদের দেওয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার এবং ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার পলাতক আসামি তারেক রহমান বিদেশে অবস্থান করে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সব ধরণের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন থেকে কেউ আমাদের অবহেলা করতে পারবে না। বিশ্ব অবশ্যই আমাদের সম্মান করবে কারণ, আমরা আমাদের দেশকে এমন অবস্থানে নিয়ে এসেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিতে তার সরকারকে বিএনপি-জামায়াত জোটের অগ্নিসংযোগ, প্রাণনাশের জন্য তার ওপর হামলার মতো অনেক বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ২১ বছর পর দায়িত্ব গ্রহণ করে তারা দেশ ও জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ অতীতে বিএনপি-জামায়াত চক্র দুর্নীতি ও ঋণ খেলাপির সংস্কৃতি চালু করে নিজেদের ভাগ্য তৈরি করেছে।

এদিকে গ্লাসগো, লন্ডন ও প্যারিসে দুই সপ্তাহের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার (১৪ নভেম্বর) সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভিভিআইপি ফ্লাইট (বিজি-২১০৯)। প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ব্রিটেনে একদিনে ৪০ হাজারের বেশি করোনা আক্রান্ত

(প্রথম পাতার পর)

মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১ লাখ ৪২ হাজার ৬৭৮ জনে।

বার্তা সংস্থা সিনহুয়া এক প্রতিবেদনে জানায়, করোনা শনাক্ত হওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে যারা মারা গেছেন কেবলমাত্র তাদেরকেই এই মৃত্যু তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত সাত দিনে করোনা সংক্রমণের হার ৬ দশমিক ৫ভাগ এবং মৃত্যু হার ৮ দশমিক ৯ ভাগ অবনতি ঘটেছে। যুক্তরাজ্যে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আট হাজার ৬৫২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

ইউরোপে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সতর্ক করে দেয়ার পর সর্বশেষ এ তথ্য প্রকাশ করা হলো।

জনসন স্কাই নিউজ'কে বলেন, 'ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ঝড়ো মেঘ ঘনীভূত হতে দেখা যাচ্ছে এবং আমি মানুষকে একেবারে অকপটে বলবো আমরা এর আগেও এখানে এমন পরিস্থিতি দেখেছি। নতুন ঢেউ শুরু হলে কি ঘটে তা আমরা স্মরণ করি।'

তার ভাষ্যমতে, 'এক্ষেত্রে আজ আমি বুস্টার ডোজ নেওয়ার অপরিহার্যতার কথা বলছি। এ ডোজ আগের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।'

এদিকে বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ কোটি ৩৬ লাখ ছাড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকাল ৭টা পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ কোটি ৩৬ লাখ ৪৫ হাজার ৯৫৪ জন।

একই সময়ে করোনায় মারা গেছেন ৫১ লাখ ১০ হাজার ১৮৫ জন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২২ কোটি ৯৩ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৭ জন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮২ হাজার ১২২ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৮৩ হাজার ৪০৫ জন।

শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য প্রথম করোনা টিকার প্রদর্শনী

(প্রথম পাতার পর)

এবার করোনার শ্বাসের মাধ্যমে নেওয়া টিকা চীনের হাইনান ইন্টারন্যাশনাল হেলথ ইন্ডাস্ট্রি এক্সপো ২০২১-তে উন্মোচন করা হয়েছে।

চীনের দক্ষিণাঞ্চলে হাইকো শহরে নভেম্বরের ১২ তারিখ শুক্রবার শ্বাসের মাধ্যমে নেওয়া করোনা টিকা জনসম্মুখে আনা হয়। মুখের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ে এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করা হয়, যা শ্বাসযন্ত্র ও ফুসফুসে পৌঁছে মিউকোসালকে উদ্দীপিত করতে পারে, যা ইনজেকশনের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

করোনার সব ধরনের ভ্যারিয়েন্টের জন্য এই টিকা উপযোগী বলে বলা হচ্ছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রো ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেষ্ট, কান পরীক্ষা করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ⊢ স্ট্রীট 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধারড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধু ঝাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রসবহ ড়ভ ৩০ অব. ঝাবরড়হ
ঞবহ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

মদিনা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

(প্রথম পাতার পর)

প্রত্যাহার করেছে সৌদি সরকার। হজ্ব ও ওমরাহ পালনের জন্য আবেদনের অনুমতি দিয়েছে দেশটি। মন্ত্রণালয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একটি সেবা চালু করেছে যেটিতে আবেদন করলে বিদেশিরা সহজেই গ্র্যান্ড মসজিদে ওমরাহ করতে পারবেন। মক্কা-মদিনায় নামাজ আদায় ও মহানবী (স.) এর রওজা মোবারক মসজিদে নববী দেখতে যেতে পারবেন। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কুদ্দুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিবন্ধন করার পর সেবাটি ইতমার্না এবং তাওয়াক্কলনা অ্যাপের মাধ্যমে কার্যকর হবে। কর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যবহারকারীকে অ্যাপগুলি আপডেট করার আহ্বান জানিয়েছে। সূত্রঃ আরব নিউজ

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গাদ্দাফির

(প্রথম পাতার পর)

করা হচ্ছে। বার্তা সংস্থার রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, সাইফ আল-ইসলাম লিবিয়ার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে সেবহা শহরের নির্বাচন কার্যালয় হাজির হন। সেখানে তাঁকে মনোনয়নপত্রে সই করতে দেখা যায়। একজন সাইফ আল-ইসলাম লিবিয়ার পরিচিত ব্যক্তিদের একজন। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াইয়ের তালিকায় রয়েছেন লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক বাহিনীর কমান্ডার খলিফা হাফতার, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবদুলহ-ামিদ আল দিবাহ, পার্লামেন্টের স্পিকার আজুলা সালেহ। আগামী ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ওই নির্বাচনে লিবিয়ার বিবদমান গোষ্ঠীগুলো ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো সমর্থন জানালেও নতুন সরকারের কার্যপ্রণালিবিধি, ভোটের সময়সূচিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে। ফলে ওই ভোট নির্ধারিত সময়ে হবে কি না, তা নিয়ে এখনো সন্দেহ রয়েছে। প্যারিসে এক সম্মেলনে গত শুক্রবার বিশ্বনেতারা একমত হয়েছেন যে যারা লিবিয়ার ভোটকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যদিও ভোটের আর মাত্র ছয় সপ্তাহেরও কম সময় বাকি। এরপরও লিবিয়ার নতুন সরকারের কার্যপ্রণালিবিধি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে মুয়াম্মার গাদ্দাফির সরকারের পতন ঘটে ২০১১ সালে। বিদ্রোহীদের হাতে আটক হওয়ার পর গাদ্দাফিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে দেশটির বিভিন্ন পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, সাইফ আল-ইসলাম ভোটের ময়দানে তাঁর বাবার শাসনামলের দিকগুলো তুলে ধরতে পারেন। তবে এর মাধ্যমে তিনি ভোটের মাঠে সামনের সারিতে আসতে পারবেন না বলে মনে হচ্ছে। কারণ, গাদ্দাফির নিষ্ঠুর শাসন এখনো অনেক লিবীয়র মনে আছে। অন্যদিকে ভোটে নিজেদের পক্ষে অনেক বেশি সমর্থকদের একত্র করা সাইফ আল-ইসলাম ও গাদ্দাফি শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের পক্ষে কঠিন হবে।

এশিয়া শীর্ষ দূষণের তালিকায় ভারত

(প্রথম পাতার পর)

স্থান পেয়েছে পাকিস্তানের দুটি ও বাংলাদেশের একটি শহরও। তালিকাটি প্রকাশ করেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক জলবায়ুবিষয়ক সংস্থা আইকিউএয়ার। খবর সংবাদমাধ্যম মিন্টের। জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক কার্যক্রম ইউএ-নইপির সঙ্গেও কাজ করছে আইকিউএয়ার। তাদের প্রকাশিত তালিকা করা হয়েছে বায়ুমান সূচকের (একি-উআই) ভিত্তিতে। সূচকে সর্বোচ্চ ৪৬০ স্কোর নিয়ে সবচেয়ে দূষিত শহর দিলি, তালিকায় অবস্থান শীর্ষে। ভারতের বাকি দুটি শহর মুম্বাই ও কলকাতার অবস্থান যথাক্রমে ৪ ও ৬ নম্বরে। আইকিউএয়ার তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান ৮ নম্বরে। বায়ুমান সূচকে শহরটির স্কোর ১৬০। ৩২৮ একিউআই স্কোর নিয়ে পাকিস্তানের লাহোর শহরের অবস্থান দিলির পরেই, দ্বিতীয়তে। আর ১৬৫ স্কোর নিয়ে দেশটির আরেক শহর করাচি রয়েছে পঞ্চমে।

তালিকায় অন্য শহরগুলোর মধ্যে চীনের চেংদু তৃতীয়তে, বুলগেরিয়ার সোফিয়া সাতে, সার্বিয়ার বেলগ্রেদ নয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ার শহর জাকার্তা রয়েছে ১০ নম্বরে।

একিউআই অনুযায়ী স্কোর শূন্য থেকে ৫০এর মধ্যে থাকলে বাতাসের মান 'ভালো' বিবেচনা করা হয়। স্কোর ৫১ থেকে ১০০-এর মধ্যে থাকলে 'সন্তোষজনক', ১০১ থেকে ২০০-এর মধ্যে থাকলে 'মধ্যম', ২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে থাকলে 'খারাপ', ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকলে 'অত্যধিক খারাপ' এবং ৪০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে থাকলে দূষণের মাত্রা 'মারাত্মক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির বিশেষণ বলছে, শহরটিতে প্রতিবছর ১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি হয়। দীপাবলি উৎসবের পর গত আট দিনের মধ্যে ছয় দিনই দিলির বাতাসের মান 'মারাত্মক' হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

কোন গন্তব্যে বাংলাদেশ সোসাইটি

(প্রথম পাতার পর)

সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক এমডি রুহুল আমীন সিদ্দিকী এবং সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রব মিয়া ও কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন সহ আরো ২০জনকে বিবাদী করা হয়েছে। এদের মধ্যে সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্য ও বর্তমান কর্মকর্তাও রয়েছেন।

মামলার অপরাপর বিবাদীরা হলেন মোহাম্মদ এ হাকিম, এমডি আনোয়ার হোসেন, কায়সারুজ্জামান কায়েস, মনিকা রায়, এমডি রুহুল আমীন সরকার, মোশাররফ খোকন, আহসান হাবিব, ফারহানা চৌধুরী, সৈয়দ এম কে জামান, মোহাম্মদ আলী, আবুল কালাম ভূইয়া, রিজু মোহাম্মদ, নাদির এ আইয়ুব, নাসিরুদ্দিন আহমেদ, এমডি নওশাদ হোসেন, মইনুল উদ্দিন (মাহবুব), মোহাম্মদ সাদী মিন্টু, আবুল কাশেম চৌধুরী, সারোয়ার খান বাবু, মোহাম্মদ এ হাকিম মিয়া, জোসেফ সাবেত (এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্স, দি ব্যাংক অব এনওয়াই মিলন এন্ড জন এন্ড জানি ডিওই।

এব্যাপারে সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি ঘটনার সতস্যতা স্বীকার করে বলেন আমরা আইনগতভাবেই বিষয়টি মোকাবেলা করবো।

জানা গেছে, মামলার প্রেক্ষিতে নির্বাচন স্থগিত হওয়া পর শুক্রবার রাতে সোসাইটির নির্বাচন কমিশন ও ট্রাষ্ট্রিবোর্ডের কর্মকর্তাদের বৈঠক শেষে শনিবার অদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার কথা জানানো হয়। সেই প্রেক্ষিতে শনিবার (১৩ নভেম্বর) আদালতে গিয়েও উইকেন্ডের ছটি থাকায় আইনগত কোন পদক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ১৪ নভেম্বর রোববারের নির্বাচন আপাতত স্থগিত/বন্ধ হয়ে যায়।

মামলার ব্যাপারে বাদীর ভাই জ্যাকব মিল্টনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা সোসাইটির বিরুদ্ধে নই, তবে সোসাইটির সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে। আমরা চাই সকল অনিয়ম দূর করে সোসাইটিকে সত্যিকারের সামাজিক সংগঠনে পরিণত করা। আমি কোনদিন সোসাইটির সভাপতি/সম্পাদক হবো না। সে খায়েশ আমার নেই। তবে সোসাইটির প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে সোসাইটির অনিয়মের কথা শুনে আসছি। কিন্তু তার কোন প্রতিকার দেখছি না। ২০১৮ সালেও সোসাইটির অনিয়মের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিলো। সেই মামলার পরও কোন প্রতিকার দেখছি না। সেই অনিয়ম দূর করতেই আবার নতুন করে মামলা করা হয়েছে। সোসাই-টির দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা অনিয়মগুলো দূর করুন, আদালতে প্রমাণ করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে অনুসন্ধানে জানা গেছে, সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহণ, নির্বাচনের সময় কোন কোন ব্যক্তি বা প্যানেল কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে গয়রহ সদস্য বানানো ছাড়াও সোসাইটির ভবন রক্ষায় অনিয়য়ের কথা বিভিন্ন মহলে আলেচিত হচ্ছে। আয়-ব্যয়ের আর্থিক হিসাব-নিকাশেও প্রবাসীরা স্বচ্ছতা খুঁজে না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যদিও সোসাইটির কর্মকর্তারা বলছেন অ্যাকাউন্টেট দিয়ে অডিট করে হিসাব-নিকাশ রাখা হচ্ছে। অপরদিকে সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীরা সোসাইটির অনিয়ম দূর করার পাশাপাশি মামলাবাজদের চিহ্নিত করে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা বলেছেন সোসাইটির নির্বাচনের সাথে সোসাইটির অনিয়মের সাথে কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। আমরা অনিয়ম দূর চাই তবে নির্বাচন বন্ধ করে নয়।

আদালতের আদেশে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বি 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেলে পক্ষ থেকে দু:খ প্রকাশ করে ভোটার সহ সংশ্লিস্ট সবার প্রতি কৃ তজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, ১৪ নভেম্বর রোববার অনু-ষ্ঠিতব্য সোসাইটির নির্বাচন আদালতের আদেশে স্থগিত হওয়ার খবর কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়লে প্রবাসী বাংলাদেশী সহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচন কমিশন ও সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ড সোসাইটির নিজস্ব অফিসে শুক্রবার সন্ধ্যায় জরুরী বৈঠকে বসেন। সেখানে তারা মামলার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং এটর্নীর সাথে পরামর্শ করেন। পরে তারা রুদ্ধদার বৈঠকেও মিলিত হন। এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি ও সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজীজ উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং পরিস্থিতি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। প্রায় ৪৫ মিনিটের রুদ্ধদার বৈঠক শেষে জামাল আহমেদ জনি ও এম এ আজীজ সোসাইটি ভবনের সামনে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান, আমরা আইনগতভাবে বিষয়টি মোকাবেলা করবো এবং শনিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা ১২টার মধ্যে আদালতে গিয়ে নির্বাচন স্থগিতাদেরে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা উপস্থিত সবাইকে ধৈর্য্য সহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এসময় সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের সদস্য ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে নির্বাচন কমিশন ও ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের পক্ষ থেকে সা-ংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং শেষে ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের অপর সদস্য হাজী মফিজুর রহমান সোসাইটির নিবৃঅচন বন্ধের জন্য মামলাকরীদের বিরুদ্ধে কমিউনিটি সহ মিডিয়াকে সজাগ হওয়ার দাবী জানান। ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে অনুরূপ দাবী জানান কমিউনিটি নেতা আলী ইমাম শিকদার, সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী 'রব-রুহুল' প্যানের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সরকার, 'নয়ন-আলী' প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী।

অপরদিকে নির্বাচন কমিশন ও ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানার পর 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' প্যানেলে প্রার্থী ও সমর্থকগণ শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ সোসাইটি অফিস ত্যাগ করে জ্যাকসন হাইটসে অনির্ধারিত পৃথক পৃথক সভায় মিলিত হন। মধ্যরাত পর্যন্ত চলা এই সভায় পরবর্তী পদক্ষে নিয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেন বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র পুরণ নিয়ে একটি প্যানেলের দু'জন সদস্য প্রার্থীর মনোনয়ন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাতিলের পর সৃষ্ট অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, মামলা, মহামারী করোনা প্রভৃতি কাররে বন্ধ থাকা/স্থগিত হওয়া বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র বহুল নির্বাচন প্রায় তিন বছর পর ১৪ নভেম্বর রোববার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। নির্বাচনে 'রব-রুহুল' ও 'নয়ন-আলী' দুই প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এছাড়াও সভাপতি পদে সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। মূলত: ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর, রোববার সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০১৯-২০২০) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে দু'টি প্যানেল সহ কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৩৮জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নিউইয়র্কের ৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি)-এর সকল প্রস্তুতিও ছিলো। রোববার এই নির্বাচন না হওয়ায় সোসাইটি সহ প্রার্থীদের বিপুল অর্থের লোকশান গুনতে হচ্ছে।

সিসিইউতে খালেদা জিয়া

(প্রথম পাতার পর)

(সিসিইউ) নেওয়া হয়েছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রবিবার দুপুরে তাকে রাজধানীর হাসপাতালের সিসিইউতে নেওয়া হয়। এভারকেয়ার হাসপাতালের একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, সিসিইউতে নেওয়ার পর খালেদা জিয়ার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ৬ দিন পর আবারও হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া। তবে তার চিকিৎসক টিমের সদস্য প্রফেসর ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, শনিবার রাতে ভর্তির পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসক বোর্ডের পরামর্শে তাকে সিসিইউ কেবিনে রাখা হয়েছে। খালেদা জিয়ার কী সমস্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) অসুস্থ। মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসকদের অধীনে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে শনিবার বিকেলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, ফলোআপ চিকিৎসার জন্য তাকে আবার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এভারকেয়ারের ব্লক-বি এর ৭২০৫ ও ৭২০৪ নম্বর কেবিনে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। এর আগে ২৬ দিন এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন বিএনপি প্রধান। এর আগে শনিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, ফলোআপের জন্য হাস-পাতালে নেওয়া হয়েছে ম্যাডামকে। এ সময় গাড়িতে সঙ্গে আছেন তার ছোট ছেলের স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান।

১২ অক্টোবর গুলশান বাসভবন থেকে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করার জন্য খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬ দিন হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে গত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।

এদিকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের বামরনগ্রাদ হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইন কেবিনে চিকিৎসাধীন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির (জাপা) চিফ প্যাট্রন রওশন এরশাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বর্তমানে তার আবারও অক্সিজেন সাপোর্ট লাগছে। টানা ৮৫ দিন ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ৫ নভেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়ার পর একদিন অক্সিজেন সাপোর্ট লাগলেও পরে অবস্থার উন্নতি হয়। রওশনের সঙ্গে থাকা তার পুত্র রাহ্গীর আলমাহি এরশাদ (সাদ) এমপি চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে রবিবার ব্যাংকক থেকে টেলিফোনে বলেন, 'আম্মুর অবস্থা আগের মতোই। অক্সিজেন লাগছে। এর মধ্যে তার পায়ে ডিবিটি (ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিয়ার থেরাপি) চলছে। পায়ে রক্ত সঞ্চালনে একটু সমস্যা ধরা পড়ায় চিকিৎসকরা এই চিকিৎসা শুরু করেছেন। এছাড়া তিনি একটু-একটু কথা বলছেন।' থাইল্যান্ডে নেওয়ার একদিন পর রওশন এরশাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। ৬ নভেম্বর রাত থেকে তার আর অক্সিজেন সাপোর্ট দরকার হয়নি। ৭ নভেম্বর থেকে তিনি একটু-আধটু কথাও বলতে শুরু করেছেন। বামরনগ্রাদ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা ইতোমধ্যে ৭৮ বছর বয়সী রওশনের মস্কিষ্কের বেশকিছু পরীক্ষা করিয়েছেন। সেগুলোর রিপোর্ট ভালো এসেছে। এতে তার মস্তিষ্ক সচল রয়েছে বলে পরিবারকে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।



আমি বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলাম না

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে কিছুদিন ধরেই সারা বিশ্বে তীব্র আলোচনা চলছে। মালালা বিয়ে করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্মকর্তা আসার মালিককে। যদিও মাত্র ৪ মাস আগে মালালা বলেছিলেন, 'মানুষ কেন বিয়ে করে আমি বুঝি না।' মালালার এই 'স্ববিরোধী কা-' দেখে তসলিমা নাসরিনসহ বেশ কয়েকজন নারীবাদী প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও বেশির ভাগ মানুষই মালালা-আসার দম্পতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

নিজের সেই মন্তব্য এবং ৪ মাস পর পরিবর্তন করার বিষয়ে এবার মুখ খুলেছেন মালালা। নববিবাহিত এই নোবেল বিজয়ী মালালা ফ্যাশনবিষয়ক জনপ্রিয় সাময়িকী ভোগের এক নিবন্ধে বলেছেন, '২০১৮ সালে আমাদের দেখা হওয়ার পর ধীরে ধীরে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়ি। আমাদের মূল্যবোধে মিল ছিল। দুজনের সঙ্গও উপভোগ করছিলাম। সুখ-দুঃখের সময়গুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি। জীবনের ওঠা-নামায় আমরা দুজন দুজনের কথা শুনেছি।

মালালা আরো বলেছেন, 'আমি বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলাম না। আমি প্রথাটি নিয়ে সতর্ক ছিলাম। আমি পুরুষতান্ত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। পাশাপাশি বিয়ের পর নারীদের নানা বিষয়ে আপসের প্রস্তুতি নিতে হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিয়েসংক্রান্ত আইনগুলোতে সাংস্কৃতিক প্রথা ও নারীবিদ্বেষী মনোভাবের প্রভাব পড়ে তা নিয়ে কথা বলেছিলাম। সব প্রশ্নের জবাব হয়তো আমার কাছে নেই। তবে বিবাহিত জীবনে আমি বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সম-অধিকার উপভোগ করতে পারব বলে বিশ্বাস করি।

উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ে এই ফ্যাশন সাময়িকী 'ভোগ্ব-কেই মালালা বলেছিলেন, 'আমি এখনো বুঝতে পারি না কেন মানুষকে বিয়ে করতে হবে। আপনি যদি একজন জীবনসঙ্গী চান, তাহলে কেন বিয়ের কাগজপত্রে সই করতে হবে। এটা কি শুধু একটি অংশীদারি হতে পারে না?' মালালা বিয়ে করার পর তসলিমা নাসরিন তার ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্টে লিখেছিলেন, 'ভেবেছিলাম মালালা যেহেতু ইংরেজের দেশে থাকে, কোনো ইংরেজের সঙ্গেই হয়তো... অথচ সর্বোচ্চ ডিগ্রি না নিয়েই মাত্র ২৪ বছর বয়সে বিয়ে করে বসল মালালা, তা-ও এক পাকিস্তানি মুসলিমকে!

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-৮

(শেষের পাতার পর)

ইচ্ছে করছিল না। এমন দিনে কার ঘর থেকে বের হতে মন চায়! যাই হোক সারাদিন অসম্ভব ব্যস্ততায় গেল। ফেরার পথে তুমুল বৃষ্টি, বাধ্য হয়ে উবার কল করতে হল। কৃষাঙ্গ ড্রাইভারের নাম অস্কার। যে জায়গা থেকে কল দিয়েছিলাম সে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে খুঁজে পেতে পেতেই পুরো ভিজে একাকার।

হিটার অন করতে বলতেই করল। অনেকেই করে না (সেদিন লং আইল্যান্ডে গিয়েছিলাম, শেতাঙ্গ বা স্প্যানিশ ড্রাইভার হিটার অন করার অনুরোধ করতেই বলল, ইটস নট সো কোল্ড টু!!) এত্ত বৃষ্টি হচ্ছিল যে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, বললাম- তুমি স্পিড কমিয়ে আস্তে-ধীরে গাড়ি চালাও।

কিছুক্ষণ পর, বললাম, তুমি জানো অস্কার ওয়াইল্ড নামে একজন বিখ্যাত লেখক আছেন? সে খুব অবাক হয়ে বলল, না আমি জানি না। পরে যেন লজ্জা পেল, এমনভাবে বলল, আমি বই পড়ি না, স্কুলের বাইরে একটা বইও পড়িনি। এবার আমার অবাক হবার পালা!!

ঠিক পুরো দশ মাস হলো নিউইয়র্কে এসেছি, আসার ২ দিন পরই সাবওয়ে চড়েছি, আসার পর পরই জব হলো। সপ্তাহে ৫ দিন তো সাবওয়ে/বাস ব্যবহার করি, বাইরে যাই, মাত্র ২ দিন ২ জনকে বই হাতে দেখেছি।

বেশ কদিন আগে এক বয়স্ক হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক, Historz of North America নামে হার্ডকভারের বই পড়ছিলেন খুব মনযোগ দিয়ে আর সম্প্রতি বাসে এক মহিলা কোন উপন্যাস পড়েছিলেন।

নিউইয়র্কে বাসে ট্রেনে লোকজন হয় ফোনে কথা বলে, না হয় গেইম খেলে, না হয় বাংলাদেশের গ্রামের বিয়ের বাড়ির মতো লাউড স্পিকারের গান শুনে! আজব এক শহর আর তার চেয়েও আজব মানুষ! অন্তত গত এক বছরে তাই দেখেছি আমার বাসা থেকে অফিসে যেতে।

যাইহোক ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল হোয়ার ইউ ফ্রম। বললাম, বাংলাদেশ। বলল, ও ইউ আর ভেরি স্মার্ট এন্ড ফ্রেন্ডলি।

ধন্যবাদ দিলাম। বলতে পারলাম না, ভাই তোমরা নিউ-ইয়র্কবাসীরা কেন ফ্রেন্ডলি নও। বেশিরভাগই মনে হয় নিমপাতা খেয়েছে জন্মের পর পর। যদিও ড্রাইভার ভদ্রলোক ভালো ছিল, বাসার সামনে পানি ছিল বেশ সে বেশ যত্ন করে একদম ফুটপাতের কাছাকাছি নামিয়ে দিল। রাত্রি সাড়ে দশটায় তুমুল ঝড় বৃষ্টি, থেকে থেকে ফ্লাড এলার্ম টেক্স আসছিল, মনে হচ্ছি ৩ তলাসহ আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

পরের দুটো দিন কাজে যেতে পারলাম না সাবওয়ে বন্ধ ছিল বলে। দু'দিনের বেতন কাটা গেল। পরের দিন মানে শনিবার আবার উবারে যেতে হল। অর্থাৎ একদিনের যা আয় তার চেয়ে বেশি ডলার খরচ হয় আসা-যাওয়ায়। নিউইয়র্কের সাবওয়ে আমার কাছে রীতিমতো আতংক। এত উন্নত দেশে এরকম নিম্নমানের ব্যবস্থা আশা করিনি। পুরো নোংরা ট্রেন আর স্টেশন, অপ্রতুল এক্সিলারেটর, লিফট, বাস, ১২৫ স্ট্রিট আমার দেখা সবচেয়ে নোংরা জায়গা, এখন পর্যন্ত।

পরের সপ্তাহেই কুইন্সে গিয়েছিলাম, জ্যাকসন হাইটসের কাছাকাছি, নিউইয়র্কে বন্যার ঠিক পরপরই, যেহেতু আমার বাসা থেকে সাবওয়ে বন্ধ ছিল তাই উবারে আসা-যাওয়া করতে হয়েছিল। বাসায় ফিরে বিকেলে সাবেক এক কলিগের সাথে কথা বলার সময় আফসোস করে বলছিলাম, 'ইস এত টাকা খরচ করে উবারে গেলাম, আসলাম কিন্তু বাজার করে আনলাম না'। কারণ বেশি কিছু কেনাকাটা করলে মানে ভারী হলে উবার ছাড়া উপায় নেই।

তো সে সাথে সাথে খুব ক্যাজুয়ালি বলল, 'ভালো হইছে, কিছু ডলার বেঁচে গেছে, বললাম আমার ত জরুরী কিছু জিনিস দরকার ছিল। আপু বলল, তাও এভাবে চিন্তা করো যে কিছু ডলার বেঁচে গেছে তাহলে খারাপ লাগবে না। তখন হেসেছিলাম।'

তারপর ক'দিন অফিস থেকে ফেরার পথে সাবওয়ের পাশের দোকানে গেলাম তরল দুধ কিনতে, কিন্তু নেই! না ফুল ক্রিম না, ২%, ১% কিচ্ছু না। অথচ সকাল বিকেল আমার এক মগ চিনি ছাড়া দুধ চা লাগেই। কাউন্টারের স্প্যানিশ লোকটাকে মন খারাপ করে বললাম, কেন কোন মিল্ক নেই? সে বলল, মন খারাপ করো না, থিংক আদার-ওয়াইজ, তোমাকে ক্যারি করতে হচ্ছে না! বলে সে একটা মিষ্টি হাসি দিল। কিছুক্ষণের জন্য আমি থমকে গেলাম! সত্যিই তো! ঘরে পাউডার মিল্ক আছে, তাতে চা-টা অন্য রকম হবে। কিন্তু আসলেই তো অন্তত একদিনের জন্য ভারী জিনিসটা আমাকে ক্যারী করতে হবে না। (কারণ অনেকখানি পথ হেঁটে আসতে হয়, খালি হাতে সমস্যা না কিন্তু ভারী কিছু নিয়ে আসতে কষ্ট হয়)

তাকে গ্রাসিয়েস (ধন্যবাদ) আর গুড নাইট বলে, বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম, আমরা আমাদের মনের মতো কিছু না পেলে বা না হলে মন খারাপ করি, হতাশ হয়ে যাই। কিন্তু প্রতি ঘটনার দুটো দিক থাকে আমরা অপরদিকটা দেখি না, অনেক সময়।

জানি মন থেকে কিছু চাইলে না পেলে কষ্ট হয়, রক্তক্ষরণ হয়, হতাশ হয়ে যাই কিন্তু আসলে যা হয় তা হয়তো ভালোর জন্যই হয়। যা হবে ভালোর জন্যই হবে, ইনশাআল্লাহ।

কল্যাণ ঃ মু'মিনের পারস্পরিক অধিকার

(শেষের পাতার পর)

অনিবার্য দাবী হলো; তারা পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করবে। উপরন্ত এটি মু'মিনের অধিকারও বটে। 'তাওহীদ' তথা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ উদ্ভূত। প্রত্যেকেই এক আল্লাহ ও রাসুল সঃ এ বিশ্বাসী এবং প্রত্যেকেই এক আদমের আঃ বংশদ্ভূত, কাজেই ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সৌহার্দ পারস্পরিক কল্যাণ কামনা ঈমানেরই অংগ। ঈমানের এই ঐক্য মানুষের পার্থিব সকল কার্যকলাপকে সুসংহত করে। যেহেতু আমরা একই মনিবের গোলাম, তাই আমাদের একে অপর থেকে বিশেষ মর্যাদা পেতে পারে না। তবে হাঁ, যারা সেই মনিবকে অধিক বেশী ভয় করে সে অবশ্যই বেশী মর্যাদা পাবার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাশীল, যে তোমাদের মধ্যে বেশী ভয় করে।" (সুরা হুজরাত ঃ ১৩)

কল্যাণ কামনা গুণীদের ভাষায় মানুষের মৌলিক চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত। 'কল্যাণ কামনা' মু'মিনের এমন এক মহৎ ও দূর্লভ গুণ, এটি যার চরিত্রে বিরাজ করে তার চারিত্রিক সৌন্দর্য ফুলে-ফলে সুশোভিতাকারে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যিনি অন্যের কল্যাণ কামনা করেন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কতগুলো অসৎ গুণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। যেমন- যিনি অন্যের কল্যাণ কামনা করেন তিনি সাধারণত নির্লোভী, নিরহংকারী ও নি:স্বার্থবাদী স্বভাবের হন, কারণ লোভী, অহংকারী ও স্বার্থবাদী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কখনো অন্যের কল্যাণ কামনা করতে পারে না। অন্য ভাইয়ের কল্যাণ কামনা মানে অন্যকে ভালবাসা। অন্যকে ভালবাসা কোন ছেলে খেলা নয়, অবশ্যই এটি একটি কঠিণ বিষয়। কিন্তু কল্যাণকামী মু'মিনের জন্য এটি খুবই সহজ একটি বিষয়। কারণ তাদের ওপর আল্লাহর অবারিত রহমত বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসুলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।" (তাওবা-৭১)

ইসলাম কল্যাণধর্মী জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অনুসারী হিসাবে মানুষ কল্যাণকামী জীব। এ জীবন ব্যবস্থা বিশ্বজাহান ও মানব প্রকৃতির সাথে অধিকতর সামঞ্জশীল বিধায় এর পরতে পরতে মানুষের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে, কোথাও অশান্তি নেই, নেই অকল্যাণ। কিন্তু মানুষ শুধু শুধুই মস্তিস্ক প্রসূত জীবন ব্যবস্থার অন্ধকার গলিতে শান্তি ও কল্যাণের খোঁজে সমুদ্রসম পথ পাড়ি দিয়েছে, শান্তির দেখা তো মিলেই-নি, বরং উল্টো মানবতাকে শুধু যন্ত্রনাই পোহাতে হয়েছে, পৃথিবী বার বার প্রতারিত হয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা তার অনুসারীদেরকে লোভ-লালসা, স্বার্থবাদী ও হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ জীবের দীক্ষা দিয়েছে। তারা পুঁজিবাদী মতবাদের সুদ দ্বারা স্বার্থান্ধ, লোভী ও অন্যকে শোষণের মন্ত্র শিখিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদের পাহাড় দাঁড় করিয়েছে। ফলে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা তো দুরের কথা, বরং সামাজিক সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের কলাণকামী প্রতিষ্ঠানটিকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে। পুঁজিবাদের বিপরিতধর্মী অন্য এক আজিব মতবাদ হলো সমাজতন্ত্র। এ মতবাদ মানুষকে মানুষের শোষণ থেকে উদ্ধারের চটক দেখিয়ে এবং সমাজের উঁচু-নীচু সমান করার ব্যর্থ মানসে স্বাধীন মানুষকে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় খোয়ারে আবদ্ধ করলো। মানুষের সকল মানবীয় যোগ্যতা ও বৃত্তিকে অস্বীকার ও দমন করা হলো। সকলকে একই ডান্ডাভেরী লাগিয়ে গরুর খোয়াড়ের ন্যায় একই খাদ্য পরিবেশন করা হলো। ফলে ভাঙ্গলো পরিবার, ভাঙ্গলো সমাজ সভ্যতা ও মানুষের সামাজিক সম্পর্ক। কল্যাণ কামনার গুণটি এখানে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়লো। ইসলাম এতদূভয়ের মাঝে এমন এক সুষম জীবন ব্যবস্থা পেশ করলো যেটি পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের চরমপন্থা ও প্রান্তিকতার পথকে এড়িয়ে মধ্যমপন্থার নীতি অনুসরণ করলো। একদিকে ব্যক্তিকে নৈতিকতার অধীনে থেকে ধন-দৌলত উপার্জনে অবাধ স্বাধীনতা দান করলো, অন্যদিকে ব্যক্তির ধন-দৌলতে সমাজের অধিকার কায়েম করলো। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু।" (তাওবা-৭১)

মু'মিনের পরিচয় হলো তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের অবস্থা এই যে, তারা একে অপরের দু:খে দু:খিত হয় এবং একে অপরকে দু:খে-বিপদে সাহায্য করে। নবী করিম (স:) বলেছেন, একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে-অট্টালিকার একটি ইটের সাথে অন্য ইটের সম্পর্কের ন্যায়। এই বলে তিনি তাঁর এক হাতের অঙ্গুলীগুলো অন্য হাতের অঙ্গলীর ভেতর প্রবিষ্ট করে দেখিয়েছেন। নবী করিম (স:) আরো বলেছেন, মু'মিনগণ পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও মায়া-মহব্বতের দিক দিয়ে একটি দেহের সমতুল্য। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, রাত্রিতে না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে হয়, তদ্রুপ একজন মু'মিন বিপদে নিপতিত হলে সকল মু'মিনই তাতে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে বিপদগ্রস্থ মনে করে এবং তাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করে।

কল্যাণ কামনা একটি ব্যাপক বিষয়। একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। মু'মিনদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের প্রথম ও প্রধান কল্যাণ হলো তাঁকে অকল্যাণের পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা। যে সমস্ত কাজ মানব সমাজে দুর্ভোগ সৃষ্টি করে, জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে সে সমস্ত কাজ বন্ধ করা 'কল্যাণ কামনা'-এর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরাই শ্রেষ্ট উম্মত, মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের তথা কল্যাণের পথ অবলম্বনের জন্য আদেশ করবে এবং অসৎ,অকল্যাণ, পরিণামে যাতে দু:খ থাকে তা থেকে বিরত রাখবে। (ইমরান:১০৩) অন্যত্র আল্লাহ বলেন,"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই যারা মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, তারা সৎ কাজ, কল্যাণের পথ অবলম্বনের জন্য আদেশ করবে এবং অসৎ,অকল্যাণ, পরিণামে যাতে দু:খ থাকে তা থেকে বিরত রাখবে। (ইমরান:১০৪) সার্বিক কল্যাণ কামনা মানে: মু'মিন এমন এক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে,যাতে সার্বিকভাবে সকল মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং যার মাধ্যমেই আখিরাতে মুক্তি সুনিশ্চিত হয়।

কিন্তু অতীব দু:খের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, মুসলমানদের মাঝে আজ কল্যাণ কামনা বহুলাংশে কমে গেছে। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা আমাদেরকে দূর দিগন্তের অজানা ঠিকানায় নিয়ে গেছে। আজ এ ধরণের মানুষ পাওয়া খুব সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যখনই একটু প্রতিপত্তি, যশ, ধন-সম্পদ ও বড় কোন পদ-মর্যাদায় অভিসিক্ত হয় তখন তিনি তার আশ-পাশের ভাইদের কল্যাণ কামনা তো দুরের কথা তাদেরকে তখন আর মানুষ বলে গণ্য করেন না। কোন মু'মিন এ ধরণের আচরণ করার অর্থ হলো নিজ বিশ্বাসের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করা। কারণ রাসুল (স:) বলেছেন, "আমার প্রাণ যার হাতে, সেই সত্তার শফথ করে বলছি, কোন মু'মিন সে পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে।"(বুখারী-মুসলিম) হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তির ঈমান সে পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যে পর্যন্ত না সে অন্য ভাইয়ের জন্য নিজের অনুরূপ কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তা করে। অন্য একজন মু'মিনের কল্যাণ চিন্তা করা অতি উঁচু মর্যাদা এবং আল্লাহর কাছে সম্মানের বিষয়। আল্লাহ আমাদেরকে সে ধরণের মহাসম্মানিত বিষয়ে সম্মানিত করুন। আমীন।

লেখক: ম্যানেজার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ
লি: জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।





পরিসংখ্যানের আলোয় ফাইনালের দুই দল

স্পোর্টস ডেস্ক: আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে তাসমান সাগরপাড়ের দুই প্রতিবেশী নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। সুপার টুয়েলভের দুই গ্রুপের রানার্সআপরা সেমিফাইনাল জিতে খেলতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টিতে গৌরব অর্জনের ম্যাচে।

নট আউট পর্ব: ২০১৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আর আইসিসির প্রতিযোগিতায় দুই দল যতগুলো নকআউট ম্যাচ খেলেছে, জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ১৯৯৬ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জিতেছিল। ১০ বছর পর ২০০৬ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সেমিফাইনালে মোহালিতে তারা ৩৪ রানে হারায় নিউজিল্যান্ডকে। ২০০৯ সালে একই প্রতিযোগিতার ফাইনালে দেখা হয়েছিল দুই দলের, সেঞ্চুরিয়নে ৬ উইকেটে জিতেছিল অজিরা। আর ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ৭ উইকেটে হারায় তারা কিউইদের।

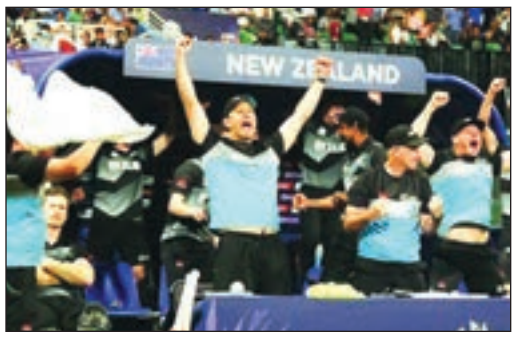
হেড টু হেড: ক্যারিবিয়ানে ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যাওয়ার পর এটি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর কিউইদের জন্য এটি প্রথম ফাইনাল। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের দেখা হয়েছে ১৪ বার, যেখানে অস্ট্রেলিয়া ৯-৫ ব্যবধানে এগিয়ে। তাদের সবশেষ দেখা হয় ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে। নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের সিরিজে স্বাগত জানায় অস্ট্রেলিয়াকে। মাউন্ট মঙ্গানুইতে সিরিজ নির্ধারণী পঞ্চম ম্যাচটি ৭ উইকেটে জিতে ৩-২ এ শেষ হাসি হাসে নিউজিল্যান্ড।

দুবাই স্টেডিয়াম: দুবাইয়ে এই আসরে ১২ ম্যাচ হয়েছে, সেখানে কেবল একটি ম্যাচ জিতেছে প্রথমে ব্যাট করা দল আর ১১টি জিতেছে রান তাড়া করতে নামা দল। প্রথমে ব্যাট করে একমাত্র জয় পাওয়া দলটি নিউজিল্যান্ড, ৩ নভেম্বর স্কটল্যান্ডকে ১৬ রানে হারায় তারা। এই মাঠে ৭৪টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মধ্যে ৩৬টি জিতেছে প্রথমে ব্যাট করা দল, আর ৩৮ জয় দ্বিতীয় ব্যাটিং দলের। ২২ বারের প্রচেষ্টায় কেবল দুইবার এই গ্রাউন্ডে ১৫৫-এর চেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে, সবশেষটি হলো তো এই তো সেদিন- অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনাল জয়। দুবাইয়ে এখন পর্যন্ত স্পিনারদের দাপট। সেমিফাইনালে পাকিস্তানের হয়ে শাদাব খানের পারফরম্যান্স বড় উদাহরণ।

দুই দলের পর্যালোচনা: দুই দলের খেলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া যেখানে ব্যাটিং অ্যাপ্রোচে খেলেছে, সেখানে নিউজিল্যান্ড বোলিং অ্যাপ্রোচ নির্ভর। প্রতিযোগিতায় নিউজিল্যান্ডের সব মিলিয়ে ইকোনমি রেট প্রতি ওভারে ৬.৭৫, অংশ নেওয়া ১৬ দলের মধ্যে সেরা। ট্রেন্ট বোল্ট এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষ সিম বোলার, ১৪.০৯ গড় ও ৬.৫৪ ইকোনমি রেট নিয়ে ১১ উইকেট তার। টিম সাউদি পেয়েছেন ৮ উইকেট, প্রতি ওভারে রান ৫.৭৫। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা ১২ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় সেরা বোলার। তিনি কেবল লঙ্কান ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার নিচে। নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা হতে পারে তাদের ব্যাটিং শক্তি নিয়ে। ৮৫ শতাংশ ম্যাচই জিতেছে বেশি বাউন্ডারি মারা দল এবং চার সেমিফাইনালিস্টের মধ্যে বাউন্ডারির হার সবচেয়ে কম নিউজিল্যান্ডের। তাদের বল প্রতি বাউন্ডারি ৭.৩২। অস্ট্রেলিয়া বাউন্ডারি মেরেছে ৫.৯১ বল প্রতি। অস্ট্রেলিয়া নিজেদের দল বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, তার প্রমাণ এখন পর্যন্ত ছয় ম্যাচের পাঁচটি খেলেছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে। তাদের একমাত্র পরিবর্তন গত ৩০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সুপার টুয়েলভ ম্যাচে। মিচেল মার্শের বদলে খেলেন অ্যাস্টন অ্যাগার। নিউজিল্যান্ডে তাদের ১২ জন খেলোয়াড়কে ব্যবহার করেছে। টিম সেইফার্টের জায়গায় অ্যাডাম মিলনে আসার পর তারা শেষ পাঁচ ম্যাচই খেলেছে একই একাদশ নিয়ে।.

সেমিফাইনাল জিতেও কেন নির্লিপ্ত নিশাম

স্পোর্টস ডেস্ক: আসরের প্রথম সেমিফাইনালে তখন চরম রোমাঞ্চ। টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল ও আসরের হট ফেভারিট ইংল্যান্ডকে হারালো নিউজিল্যান্ড। সতীর্থরা যখন অসাধারণ জয়ে বাঁধনহারা উদযাপনে মত্ত, জিমি নিশাম তখন ঠায় বসে। নির্লিপ্ত, নিশ্চুপ। অপলক তাকিয়ে সামনে। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের দারুণ জয়ের পর ডাগআউটে এভাবেই দেখা যায় এদিনের জয়ের নায়কদের একজনকে। ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে দারুণ আলোচনারও জন্ম দেয় এই ছবি। নিশাম নিজেই এবার জানালেন কেন তিনি উদযাপন করেননি সেদিন।



ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের সেই স্মরণীয় জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন নিশামও।

রান তাড়ায় লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়া কিউইদের তিনি জয়ের পথে ফেরান ১১ বলে ২৫ রানের দুর্দান্ত এক ক্যামিও খেলে। তার ও ড্যারিল মিচেলের সৌজন্যেই ৪ ওভারে ৫৭ রানের সমীকরণ ১ ওভার বাকি রেখেই মিলিয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড। ইংলিশ পেসার ক্রিস ওকসের বলে মিচেলের বাউন্ডারিতে যখন নিশ্চিত হলো দলের জয়, মাঠে ও ডাগআউটে উল্লাসে ফেটে পড়েন দলের ক্রিকেটার-সাপোর্ট স্টাফদের প্রায় সবাই, নিশামকে তখন দেখা যায় ভাবলেশহীন। আবেগের বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখা যায়নি। প্যাড পরেই স্বাভাবিকভাবে বসেছিলেন, ওই সময়ে যা অস্বাভাবিক! ওই ছবি পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। টুইটারে দারুণ জনপ্রিয় নিশাম সেদিনই ওই ছবিটা দিয়ে টুইটারে লেখেন, 'কাজ শেষ হয়ে গেছে? আমার তো মনে হয় না!' এবার নিউজিল্যান্ডে সংবাদকর্মীদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও বিস্তারিত বললেন তার ভাবনা।

নিশাম বলেন, 'এই উপলক্ষও উদযাপনের মতো, সেমিফাইনাল জয় ছোট কিছু নয়। তবে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে এখানে আসা তো স্রেফ সেমিফাইনাল জেতার জন্য নয়! আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আসল লড়াইয়ে (ফাইনাল)। আমি ও দল হিসেবে আমরা সবাই, এখনই নিজেদের ছাড়িয়ে যেতে চাই না। আরেকটি ম্যাচ আছে এবং আমি নিশ্চিত, শেষ বাধা পার হতে পারলে আবেগ প্রকাশের আরও অনেক বড় উপলক্ষ আসবে।'

আগের ছয় ফাইনাল

মুশফিকুর রহমান: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পাচ্ছে নতুন চ্যাম্পিয়ন। কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপে প্রথমবার ফাইনালে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়া খেলছে দ্বিতীয়বার। ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার এখনো অধরা টি-টোয়েন্টির শিরোপা। তাসমান পাড়ের দুই প্রতিবেশী দেশ শিরোপার লড়াইয়ে নামছে আজ। তার আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ ছয় ফাইনালের দিকে এক নজর দেখে নেয়া যাক-

২৫ বছর পর ভারতের উৎসব

২০০৭ সালে একই বছর হয় ক্রিকেটের দুটি বিশ্বকাপ। মার্চ-এপ্রিলে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আর সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টির বিশ্ব আসর। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ব্যর্থতায় শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলীকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যায় ভারত। তরুণ দল নিয়ে বিশ্বকাপে বাজিমাত করে মহেন্দ্র সিং ধোনীরা। জোহানেসবার্গের ফাইনালে ভারত-পাকিস্তানের রোমাঞ্চকর লড়াই। ১৫৮ রানের লক্ষ্য টপকাতে গিয়ে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। যোগিন্দর শর্মার করা শেষ ওভারে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল ১৩ রান। হাতে মাত্র ১ উইকেট। পাকিস্তানকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন মিসবাহ উল হক। প্রথম বলে ৭ রান তুলে নেন মিসবাহ। ৪ বলে ৬ রানের সহজ সমীকরণ। তৃতীয় বলে মিসবাহর স্কুপ উঠলো আকাশে। ফাইন লেগে ক্যাচ নিতে ভুল করেননি শ্রীশান্ত। ১৯৮৩'র পর ২০০৭। ২৫ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের উৎসবে মাতে ভারত।



আফ্রিদি-ভেলায় ক্ষতে প্রলেপ পাকিস্তানের

লর্ডসের ফাইনালে এশিয়ার দুই দল। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ফাইনালে ওঠা কিছুটা বিস্ময় জাগানো। ইংল্যান্ডে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসরে চমকপ্রদ ছিল শহীদ আফ্রিদির পারফরমেন্স। ফাইনালে আফ্রিদি যেনো নিজেকে ছাপিয়ে গেলেন। শুধু রান সংগ্রহে নয়। চরিত্রে, খেলার ধরনে। ক্যারিয়ারের পুরোটা জুড়ে আফ্রিদি ব্যাট হাতে বেশিরভাগ সময়ই আউট হয়েছেন বাজে শটে। ২১ জুনের ফাইনালে নতুন এক আফ্রিদিকে দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। শ্রীলঙ্কাকে ১৩৮ রানে আটকে দিতে ভূমিকা আফ্রিদিরও। ২০ রানে ১ উইকেট তার। আফ্রিদি এদিন নামেন তিনে। পরিণত আর ধীরস্থির থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। তার ৪০ বলে অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংসে চার ও ছক্কা মাত্র দুটি করে! দুই বছর আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হারের ক্ষতে প্রলেপ দেয় পাকিস্তান। দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানান অধিনায়ক ইউনুস খান।

ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্ব জয়ের স্বাদ

ক্রিকেটের সবচেয়ে পুরনো লড়াই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথ। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ২০১০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে নতুন মোড়কে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই। দু'দলেরই ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ফাইনাল। ইংলিশদের কাছে ফাইনাল ছিল আক্ষেপ মেটানোর। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ক্রিকেটের প্রবর্তক ইংল্যান্ড ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে উড়ায় বিজয় নিশান।

১৪৭ রান করা অস্ট্রেলিয়াকে পাত্তাই দেয়নি ইংল্যান্ড। দারুণ ছন্দে থাকা কেভিন পিটারসেন ও কিসওয়েটার দ্বিতীয় উইকেটে গড়েন ১১১ রানের জুটি। তাতেই জয়ের গল্প লেখা হয়ে যায় ইংলিশদের। পল কলিংউডের নেতৃত্বে প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে মাতে ইংল্যান্ড।

লঙ্কানদের হৃদয় ভেঙে ক্যারিবিয়ান উৎসব

২০১২ সালের ৭ অক্টোবর। পুরো শ্রীলঙ্কা জুড়ে উৎসবের আমেজ। কলম্বোর রাজপথ থেকে অলি-গলিতে লঙ্কানরা ছিল উৎসবের অপেক্ষায়। ফাইনালে লঙ্কানদের হৃদয় ভেঙে ক্যারিবিয়ান নৃত্য। ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৩৭ বছরের অপেক্ষার অবসান। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের উৎসব থামিয়ে উদ্দাম গ্যাংনাম নাচে শিরোপা উদযাপন করেন ড্যারেন স্যামি-ক্রিস গেইলরা।

মন্থর উইকেটে মারলন সামুয়েলস খেলেন ৫৬ বলে ৭৮ রানের ইনিংস। তাতে ১৩৭ রানের লড়াকু সংগ্রহ পায় উইন্ডিজ। সেই রান তাড়া করতে পারেননি শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা। সুনীল নারাইন, ড্যারেন সামির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০১ রানে অলআউট শ্রীলঙ্কা।

দুই রাজকুমারের শাপমুক্তি

শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের দুই মহানায়ক কুমার সাঙ্গাকারা ও মাহেলা জয়াবর্ধনে। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের 'অভিশপ্ত' দুই রাজকুমার ছিলেন দু'জন। ২০০৭ ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হার। ২০০৯ ও ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও একই চিত্র। এই চার ফাইনালের দুটিতে অধিনায়ক ছিলেন মাহেলা। সাঙ্গাকারা ছিলেন বাকি দুই আসরের অধিনায়ক। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে লঙ্কানদের প্রতিপক্ষ ছিল ভারত। যাদের কাছে ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের তেতো স্বাদ রয়েছে লঙ্কানদের। বাংলাদেশে বিশ্বকাপ খেলতে আসার আগেই মাহেলা-সাঙ্গাকার দিয়ে রেখেছিলেন টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা। ভারতকে মাত্র ১৩০ রানে থামিয়ে জয়ের অর্ধেক কাজ সেরে রাখে শ্রীলঙ্কা। পুরো আসরে বিবর্ণ সাঙ্গাকারা জ্বলে উঠে ফাইনালের নায়ক। ৩৫ বলে করেন ৫২ রান। জয়াবর্ধনে করেন ২৪ বলে ২৪। থিসারা পেরেরার ১৪ বলে অপরাজিত ২৩ রানের ইনিংসে ১৩ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটে ফাইনাল জেতে শ্রীলঙ্কা। মিরপুরে লঙ্কানদের বিশ্বজয়ের আনন্দে মিশে থাকলো দুই রাজকুমারের শাপমোচনের স্বস্তি।

ইডেনে ব্র্যাথওয়েট বীরত্ব

ইডেন গার্ডেনে ফাইনাল জয়ের স্বপ্ন দেখছিলো ইংল্যান্ড। ১৫৬ রানের লক্ষ্যে খেলতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ ওভারে প্রয়োজন ১৯ রান। আক্রমণে বেন স্টোকস। ইংলিশ অলরাউন্ডারকে হতাশায় ডুবিয়ে ক্রিকেট ইতিহাসের অমর রূপকথা লিখলেন কার্লোস ব্র্যাথওয়েট। ফাইনালের আগে মাত্র ৭টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন ৪ ইনিংস। রান মাত্র ২৪। মূল কাজ বোলিং হলেও রূপকথার সমাপ্তি টানলেন ব্র্যাথওয়েট। ২০তম ওভারের প্রথম তিন বলেই স্কোর সমান করে ফেলেন তিনি। চতুর্থ বলে আরেকটি ছক্কায় ম্যাচের সমাপ্তি। মাত্র ১০ বলে ৩৪ রানের ইনিংসে ইংল্যান্ডকে হতাশায় ডুবিয়ে দ্বিতীয়বার কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্র্যাথওয়েট ঝড়ে কিছুটা আড়ালে পড়ে যান মারলন সামুয়েলস। উইন্ডিজের ধসে পড়া ব্যাটিংয়ে বাঁধ দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। ৬৬ বলে অপরাজিত ৮৫ রানের ইনিংসে জয়ের ভীত গড়ে দেন। আর ব্র্যাথওয়েট বীরত্বে ক্যারিবিয়ানরা মাতে ডোয়াইন ব্রাভোর 'চ্যাম্পিয়নস' নাচে।

রিজওয়ানের দেশপ্রেমে বিস্মিত চিকিৎসকও

স্পোর্টস ডেস্ক: সেমিফাইনালের আগে রিজওয়ানের অসুস্থতার খবর এলেও, পরে জানা যায় বুকে ইনফেকশন হয়েছে তার। এ জন্য দুবাইয়ের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউতে) ম্যাচের আগের দুদিন ভর্তি থাকতে হয় তাকে। সেখানে বসেই রিজওয়ান বলেছিলেন, 'আমি খেলতে চাই, দলের সঙ্গে থাকতে চাই'। মানসিক জোরে হাসপাতাল থেকে ফিরেই রিজওয়ান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমে পড়েন। খেলেন ৫২ বলে ৬৭ রানের দারুণ এক ইনিংসও। কিন্তু তার এই পরিশ্রম বৃথা যায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে দল হেরে যাওয়ায়। পাকিস্তান বাদ পড়ে যায় সেমিফাইনাল থেকেই। তবে দেশের প্রতি রিজওয়ানের ভালোবাসা, দলের প্রতি এত টান দেখে যারপরনাই মুগ্ধ তার চিকিৎসা করা ভারতীয় ডাক্তার সাহির সাইনাল আবদিন।

তিনি আবার একটু বিস্মিতও। কেননা রিজওয়ানের সুস্থ হওয়ার গতিকে তার কাছে 'মিরাকল' (অলৌকিক) লেগেছে। খালিজ টাইমসকে পালমোনোলজি বিশেষজ্ঞ



সাহির সাইনাল আবাদন জানান, পাকিস্তানের হয়ে খেলার তীব্র বাসনা ছিল রিজওয়ানের। সেই মানসিক চাওয়াতেই হয়তো এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরা তার। সাহির বলেন, 'সে শক্ত, স্থির এবং আত্মবিশ্বাসী ছিল। তার সুস্থ হওয়ার গতি দেখে আমি রীতিমতো বিস্মিত।'

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে

(শেষের পাতার পর)

থাকবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে। ছোট অসুখ থেকে মরণব্যাধি ক্যান্সার পর্যন্ত আমাদের খাওয়া- দাওয়ার ওপর নির্ভর করে। এজন্য সুস্থ থাকতে সঠিক খাবার-দাবার অর্থাৎ ব্যালেন্সড ডায়েট অনেক জরুরি।

গবেষণায় উঠে এসেছে, কীভাবে স্বাস্থ্যকর খাবারও প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ খাবার প্রতিদিন খেলে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।

ডায়েট ও ক্যান্সারের মধ্যে সম্পর্ক:

ক্যান্সার প্রতিরোধে সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে। পর্যাপ্ত খাবার না খেলে স্বাস্থ্যের অনেক জটিলতা তৈরি হতে পারে আবার একই পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা হলে প্রোস্টেট ক্যান্সারের সম্ভবনা শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রোস্টেট ক্যান্সারের সেলে, রক্তে গুরত্বপূর্ণ ভিটামিন কোলিন পাওয়া যায়। আর এ কারণে কোলিনের কারণে ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

কোলিনের ভূমিকা:

কোলিন গুরুত্বপূর্ণ একটি পুষ্টি উপাদান যা সেল মেমব্রেনের কাঠামোগত অখ-তা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কের বিকাশ, নিউরোট্রান্সমিশন ও জিনের অভিব্যক্তি মডুলেটিং এর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোলিন।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৪৫০ মিলিগ্রাম কোলিন গ্রহণ করতে পারবে। একটি ডিমে ১৫০ মিলিগ্রামের কম কোলিন রয়েছে। এজন্য ডিম ও মাংস একসাথে খাওয়া হলে তা শরীরের জন্য অনেক উপকারী। তবে একদিনে একজন পুরুষের জন্য সর্বোচ্চ কোলিন গ্রহণের মাত্রা ৫০০ মিলিগ্রাম আর নারীর ক্ষেত্রে তা ৪২৪ মিলিগ্রাম। মাংস, ফার্মের মুরগী এবং দুধও প্রোটিনের ভালো উৎস।

প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য শুধু কোলিনই দায়ী?

যারা প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রথমে তাদের কোলিন লেভেল চেক করা হয়। কিন্তু তাদের আগের জীবনযাপন, খাদ্যাভাস বা তারা কতটা সক্রিয় ছিলো বিবেচনায় আনা হয় না। ক্যান্সারের জন্য কোন একটি খাবারকে দোষ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত না

গবেষণা বলছে, ডায়েটে যদি স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে তার সাথে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট কোলেস্টেরলকে বাড়িয়ে দেয় যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য ফল, সবজি,বীজ,বাদাম খাওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

যেসব খাবারে কোলিন রয়েছে:

লাল মাংস, গরুর মাংস, লাল আলু, মুরগী, আলমন্ড, কিডনি বিন, ফুলকপি, ব্রকোলি,সয়াবিন,মাছের ডিম, কুইনোয়াতে কোলিন রয়েছে।

ফাইনালে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড

(শেষের পাতার পর)

সে ম্যাচে টসে হেরে আগে ব্যাটিং করছে কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। প্রতিবেদন লেখার সময় কিউইদের স্কোর ১৫ ওভারে ২ উইকেটে ১১৪ রান। উইলিয়ামনসন ৩৬ বলে ৫৫ রানে ও গ্লেন ফিলিপস ১২ বলে ১৫ রানে ব্যাট করছেন। এর আগে, অজি পেসার জশ হ্যাজেলউডের বলে সাজঘরে ফিরে গেছেন ড্যারিল মিচেল। সেমিফাইনালের নায়ক মিচেল আজ করেছেন ৮ বলে ১১ রান। জাম্পার বলে ফিরেছেন ৩৫ বলে ২৮ রান করা মার্টিন গাপটিল। ৩২ বলে অর্ধশত পূরণ করেছেন উইলিয়ামসন। এটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দ্রুততম ফিফটি।

ইউনিয়ন নির্বাচনে অর্থ পাঠাচ্ছেন

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সহ প্রবাসীদের মনে। এমন ধারনা একারনে হয়েছে যে এবার নির্বাচন ছাড়াই অনেক ইউনিয়েনের চেয়ারম্যন নির্বাচিত হয়েছেন।

এই লজ্জা ঢাকতে এবার ইউপি নির্বাচন চলাকালে কিছু ইউনিয়নে দেখা যাচ্ছে আবহমান বাংলার নির্বাচন যে উৎসব সেটি লক্ষ্য করছেন ভোটাররা। কিছু ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হচ্ছেন। ইউনিয়ন নির্বাচন চলাকালে এবার রক্ত ঝরছে। প্রাণ গেছে ৮০ জনের উপরে। দেশের এই নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন নয় প্রবাসীরা। টাকা পাঠাচ্ছেন তারা। অনেক প্রবাসী নির্বাচন এর জন্য দেশে অবস্থান করছেন। প্রার্থী হচ্ছেন অনেকে।

তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে দেশের ইউপি নির্বাচনে মারামারি, প্রচার, ভোট গ্রহণ সহ সব ধরনের তৎপরতা দেখছেন। প্রবাসী অধ্যুসিত সিলেটে ইউপি নির্বাচনে টাকার খেলা সবচেয়ে বেশী আর সিলেটের প্রবাসীরা টাকা পাঠাচ্ছেন বেশী।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্সিলশন
এভিডেন্সিটি অব সাপোর্ট
বিনা পাইপ্তায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপাক
ভিজিটর্স, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি- ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন। এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

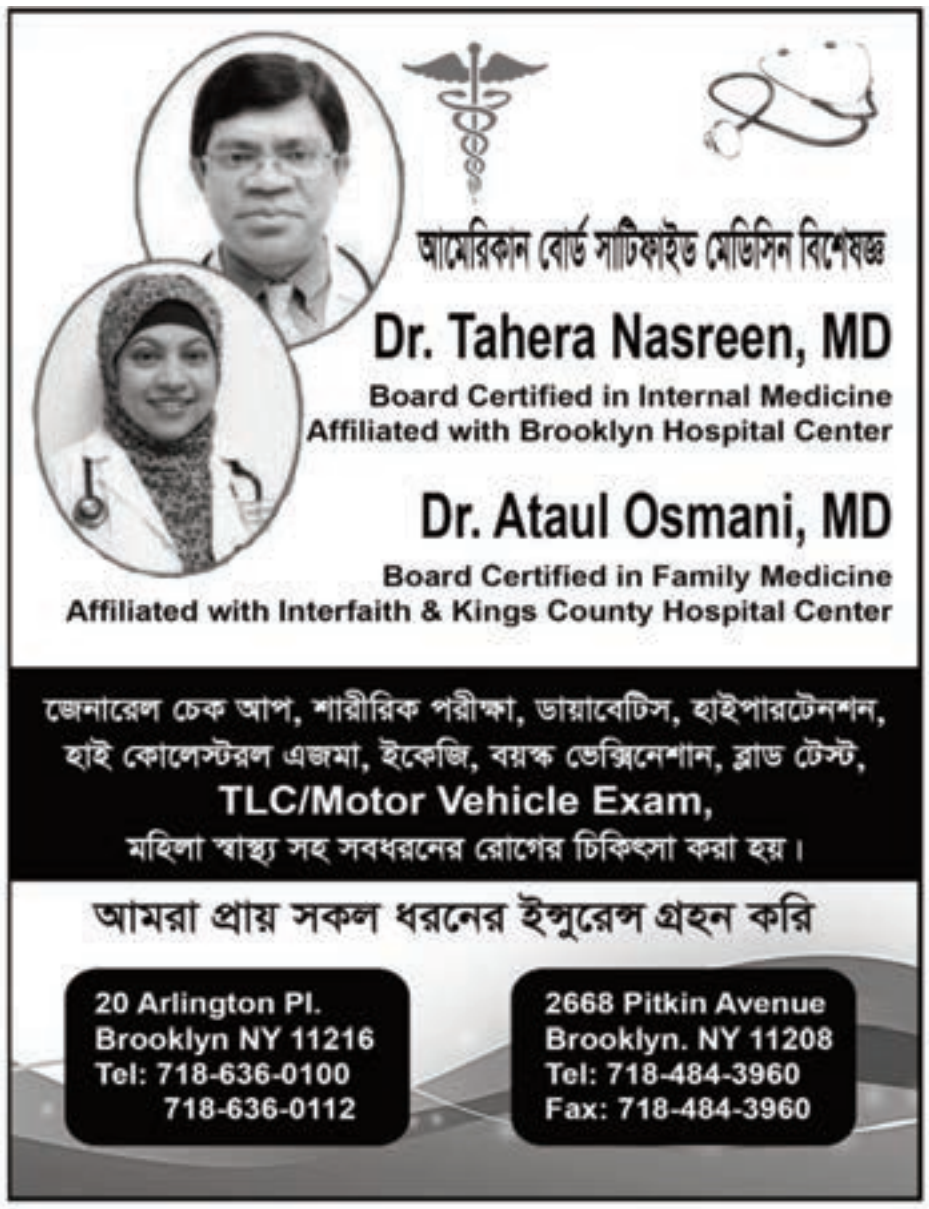
গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।







জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

রুম ভাড়া

করোনা এলাকায় সেভেন ট্রেনের কাছে একটি এপার্টমেন্টে একটি আলাদা রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। কেবলমাত্র পুরুষরা যোগাযোগ করুন। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার। কোন অতিথি আনা যাবে না। ফোন: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
অ-২৫/ন-০১

সাহায্যকারী আবশ্যক

নিউজার্সীর নিউ ব্রুন্সউইক-এ বসবাসরত একজন বয়স্কা প্যারালাইজড মহিলা রোগিনীকে সবসময় দেখাশুনা করার জন্য রোগিনীর বাসায় থাকতে আগ্রহী মহিলা সাহায্যকারী দরকার। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯৭৩-৯৩১-৬০৫৯ (কলি)
অ-২৫/ন-০১/০৮/১৫

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে-এর ৯৩ এভিনিউ এবং ২১০ প্লেস-এ এক বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই কিউ১১০, কিউ৭৭, কিউ৩৬ আর কিউ১ এর বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯১৭-২২৬-৪৪২৩ (বাবলু)
অ-২৫/ন-০১

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৮৮ এভিনিউ এবং ২১২ প্লেসে ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া হবে, ১লা নভেম্বর থেকে। ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম (সেকেন্ড ফ্লোর), ১/২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন (ফানস্ট ফ্লোর)। এফ ট্রেন এর লাস্ট স্টপেজ (১৭৯ স্ট্রীট)। বাস কিউ১, কিউ৩৬ ও কিউ৪৩। যোগাযোগ: ড্যানী (৬৪৬) ৫২৯-৫২৪০।
অ-০৪/১১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাইভেট হাইজে ৭১ স্ট্রীট ও ৩৫ এভিনিউ, মাছ বাজার সংলগ্ন ২ জন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৩৩-৭২৯৬ অথবা ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
অ-০৪/১১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করবার জন্য ফুল টাইম কেশিয়ার আবশ্যক। বিনিয়োগে করতে ইচ্ছুক হলে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে পার্টনারশীপ দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগ: **৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮**

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেডরুম/১ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। (হিন্দু হলে ভালো হয়। কারণ বাসার সবাই হিন্দু)। যোগাযোগ: গোপ (৩৪৭-৬০৫-৯৫৮২)
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

বাড়ী ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯
ন-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে ১২৮ স্ট্রীট ও ১১১ এভিনিউতে সম্পূর্ন রেনুভেটেড দুই বেডরুমের বাসা নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-৩৫৯-৪০৪৪ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৬৮৫২
ন-০১/০৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস কেসেলহিল সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট রুম ভাড়া ও রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

আবশ্যক

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

সেমিবেমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট নামাজি কর্মজীবি ২ জন মহিলা অথবা স্বামী/স্ত্রীর নিকট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩
অক্টো-১১/১৮

পারমিট ভাড়া

দুই বৎসরের সিটিওয়াইড ফুলটাইম জায়রোর পারমিট ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ টিপু আহমেদ
৩৪৭-৪৫৯-৪৮৯১
অ-০৪/১১

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৭ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউর কর্নারে বাজার, মসজিদ ও সাবওয়ের সন্নিকটে পৃথক লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথসহ ২ বেডরুমের বাসা এবং বেসমেন্ট টিপটপ কন্ডিশনের ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **৬৪৬-৪২৭-৩১২২**

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

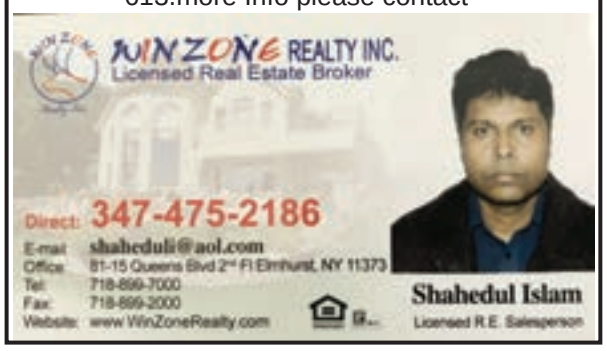
টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪**

ফ্লোরিডায় গ্রোসারীতে লোক আবশ্যক

ফ্লোরিডায় একটি গ্রোসারী স্টোরে জরুরী ভিত্তিতে আকর্ষনীয় বেতনে ক্যাশিয়ার বা সেলস ক্লার্ক আবশ্যক।
ফোন অথবা টেক্সট করুন: ৭৮৬-৮৩৮-৭৬৫৭
ন-০৮/১৫/২২/৩৯

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গীত সন্ধ্যায় অপার্থিব মুগ্ধতা

(শেষের পাতার পর)

ইসলাম বাবুর লেখা আর আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরে কিংবদন্তি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন যখন গানটা গাইলেন- তখন নিউইয়র্কের কুইন্স থিয়েটারের মিলনায়তন জুড়ে অন্য এক আবহ। অসম্ভব দরদ আর মুগ্ধতা ছড়ানো গায়কীতে হৃদয় ছুঁয়ে গেলো সবার। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একক সঙ্গীত সন্ধ্যা শেষ করলেন দেশ ও প্রবাসের কোটি মানুষের প্রিয় এই শিল্পী। গত ৭ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শো টাইম মিউজিক আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুইন্স থিয়েটার ছিল শ্রোতা-দর্শকে পূর্ণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায় ও শহীদ হাসান সহ বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভীন সহ সঙ্গীদপ্রেমী প্রবাসীরা প্রাণভরে উপভোগ করলেন সানিা ইয়সমীনের গান। শিল্পী সাবিনা একে একে গাইলেন জনপ্রিয় একাধিক গান। 'অশ্রু দিয়ে লেখা এই গান', 'ঐ রেললাইনের ধারের মেঠো পথটার পাশে দাঁড়িয়ে', 'দু:খ ভালোবেসে, প্রেমের খেলা খেলতে হয়', 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়' এর মতো গানগুলো দর্শকদের স্মৃতিকাতর করে তোলে। শিল্পী সিনেমায় তার গাওয়া গান, আধুনিক ও দেশের গান পরিবেশন করেন। গানে গানে ছড়িয়ে পড়ে অপার্থিব এক মুগ্ধতা।

গানের ফাঁকে শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, করোনার মহামারীর মধ্যেও নিউইয়র্কের দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়ে গান গাইতে পারছি, এটাই ভীষণ আনন্দের। শিল্পী বলেন, দু:স্থ্য শিশুদের জন্য কাজ করা একটি সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের আয়োজক আলমগীর খান আলম বলেন, 'কিংবদন্তি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন আবারো নিউইয়র্কে এসেছেন, গান করেছেন, বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। মানুষ প্রাণ ভরে তার গান উপভোগ করেছে।' তিনি জানান, আগামী ৪ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আমাজুরা কনসার্ট হলে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান হবে। এতে ঢাকা থেকে একঝাঁক তারকা শিল্পী অংশ নিচ্ছেন। সেই অনুষ্ঠানেও সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সাবিনা ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠানে শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। শিল্পীকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিশিষ্টজনদের মাঝে ক্রেট প্রদান করা হয়। ক্রেষ্টগুলো তুলে দেন সাবিনা ইয়াসমীন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক গোপন সাহা।

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে ৭০ শতাংশ: গবেষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আমরা প্রতিনিয়ত কি খাওয়া-দাওয়া করছি তার ওপর আমাদের শরীর কেমন থাকবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে। ছোট অসুখ থেকে মরণব্যাধি ক্যান্সার পর্যন্ত আমাদের খাওয়া- দাওয়ার ওপর নির্ভর করে। এজন্য সুস্থ থাকতে সঠিক খাবার-দাবার অর্থাৎ ব্যালেন্সড ডায়েট অনেক জরুরি।

গবেষণায় উঠে এসেছে, কীভাবে স্বাস্থ্যকর খাবারও প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ খাবার প্রতিদিন খেলে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।



ডায়েট ও ক্যান্সারের মধ্যে সম্পর্ক:

ক্যান্সার প্রতিরোধে সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে। পর্যাপ্ত খাবার না খেলে স্বাস্থ্যের অনেক জটিলতা তৈরি হতে পারে আবার একই পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা হলে প্রোস্টেট ক্যান্সারের সম্ভবনা শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যায়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রোস্টেট ক্যান্সারের সেলে, রক্তে গুরত্বপূর্ণ ভিটামিন কোলিন পাওয়া যায়। আর এ কারণে কোলিনের কারণে ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

কোলিনের ভূমিকা:

কোলিন গুরুত্বপূর্ণ একটি পুষ্টি উপাদান যা সেল মেমব্রেনের কাঠামোগত অখ-তা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কের বিকাশ, নিউরোট্রান্সমিশন ও জিনের অভিব্যক্তি মডুলেটিং এর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোলিন।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৪৫০ মিলিগ্রাম কোলিন গ্রহণ করতে পারবে। একটি ডিমে ১৫০ মি-লিগ্রামের কম কোলিন রয়েছে। এজন্য ডিম ও মাংস একসাথে খাওয়া হলে তা শরীরের জন্য অনেক উপকারী। তবে একদিনে একজন পুরুষের জন্য সর্বোচ্চ কোলিন গ্রহণের মাত্রা ৫০০ মিলিগ্রাম আর নারীর ক্ষেত্রে তা ৪২৪ মিলিগ্রাম। মাংস, ফার্মের মুরগী এবং দুধও প্রোটিনের ভালো উৎস।

প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য শুধু কোলিনই দায়ী?

যারা প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রথমে তাদের কোলিন লেভেল চেক করা হয়। কিন্তু তাদের আগের জীবনযাপন, খাদ্যাভাস বা তারা কতটা সক্রিয় ছিলো বিবেচনায় আনা হয় না। ক্যান্সারের জন্য কোন একটি খাবারকে দোষ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত না

গবেষণা বলছে, ডায়েটে যদি স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে তার সাথে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট কোলেস্টেরলকে বাড়িয়ে দেয় যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য ফল, সবজি,বীজ,বাদাম খাওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

যেসব খাবারে কোলিন রয়েছে:

লাল মাংস, গরুর মাংস, লাল আলু, মুরগী, আলমন্ড, কিডনি বিন, ফুলকপি, ব্রকোলি,সয়াবিন,মাছের ডিম, কুইনোয়াতে কোলিন রয়েছে।

নৌকার ৪২% প্রার্থী হেরেছেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ইউনিয়ন পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের প্রায় ৪২ শতাংশই হেরে গেছেন। নানা কারণে পরিস্থিতি অনুকূল থাকার পরও এই প্রতীকের প্রার্থীদের একটি বড় অংশের পরাজয় সরকারি দলের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দল থেকে যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন না দেওয়ার কারণেই এমন ফল হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের ৫৮.২৭ শতাংশ জয়ী হয়েছে। বাকি ৪১.৭৩ শতাংশ নৌকার প্রার্থী নিজ দলের বিদ্রোহী ও বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হেরেছেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এই হিসাব পাওয়া গেছে।

এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৩৯.৫৬ শতাংশ। তাঁদের মধ্যে বিএনপি নেতারাও আছেন। বিএনপি দলীয়ভাবে এই নির্বাচনে অংশ না নিলেও নেতাদের স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের অনুমতি দিয়েছে। বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জয়ের হিসাব আলাদাভাবে জানা যায়নি। তবে এই সংখ্যা ৫০-এর ওপর বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুসারে প্রথম ধাপের তুলনায় দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ভালো করতে পারেননি। দ্বিতীয় ধাপের ৮৩৪টি ইউপির মধ্যে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৪৮৬টিতে। এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৮১ জন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪০৫ জন জয়ী হন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৩৩০টিতে।

এ ছাড়া এই ধাপে জাতীয় পার্টি ১০টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চারটি এবং জাতীয় পার্টি (জেপি), খেলাফত মজলিশ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি একটি করে ইউপিতে জয়ী হয়েছে।

এর আগে প্রথম ধাপে দুই দফায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ৭৩.৪৮ শতাংশ ইউপিতে জয়ী হন। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন ২৪.২২ শতাংশ ইউপিতে। ওই নির্বাচনে ৩৬৫টি ইউপির মধ্যে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা ২৬৯টিতে জয়ী হন। এর মধ্যে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭২টি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯৭টিতে জয়ী হন। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হন ৮৮টি ইউপিতে। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি তিনটি, জাতীয় পার্টি (জেপি) তিনটি এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি একটি করে ইউপিতে জয়ী হয়।

বিএনপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন এমন ইউপিগুলোর মধ্যে রয়েছে রংপুরের পীরগাছা সদর, ছাওলা ও কান্দি; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের ধরম-ল, কু-া ও গোকর্ণ; যশোর চৌগাছার পাতিবিলা ও হাকিমপুর; মৌলভীবাজারের জুড়ীর জায়ফরনগর ও গোয়ালবাড়ী; পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার তিরনইহাট, বুড়াবুড়ি ও ভজনপুর এবং দিনাজপুরের বোচাগঞ্জের নাফানগর ও মুর্শিদহাট।

আবার কয়েকটি ইউপিতে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী মনোনয়ন না দিয়ে দলের সবার জন্য উন্মুক্ত রাখে। দ্বিতীয় ধাপের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার সাতটি ইউপি এভাবে উন্মুক্ত রাখা হয়। এসব ইউপিতে নৌকা প্রতীক কাউকেই দেওয়া হয়নি। তবে এই উপজেলার অন্য সাতটি ইউপিতে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু পাঁচটিতেই দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের কাছে তাঁরা হেরেছেন।

গত মাসে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর প্রায় ২০০ ইউপির মনোনয়ন পরিবর্তনের জন্য আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বরাবর আবেদন করেন স্থানীয় নেতারা। আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়, আট বিভাগের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছেও এসব আবেদন আসে। তখনই আভাস মিলেছিল, প্রার্থী পরিবর্তন না হলে অনেক ইউপিতে নৌকার বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে বিদ্রোহী নেতাদের দেখা যেতে পারে।

গাইবান্ধার ১৩টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র তিনটিতে নৌকার প্রার্থী জিতেছেন। একটিতে জিতেছে জামায়াত। বাকিগুলোতে স্বতন্ত্র। ময়মনসিংহের ধোবাউড়ার সাতটি ইউনিয়নের মধ্যে পাঁচটিতেই হেরেছেন নৌকার প্রার্থী। এক ইউপির নির্বাচন স্থগিত হয়েছে। মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের মাত্র একটিতে জিতেছে নৌকার প্রার্থী। নীলফামারীতে ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে দুই, জুড়ী গ্রামের ভূরুঙ্গামারীর সাতটি ইউপির মধ্যে দুটিতে জিতেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী।

নির্বাচনের ফলকে কিভাবে দেখছে–জানতে চাইলে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পক্ষে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ সবাই কাজ করে থাকে বলে অভিযোগ আছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র উদ্যোগে ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লব দিবস পালন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিকদল, মুক্তিযোদ্ধা দল ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাস সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় নিউইয়র্কে পালিত হলো ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লব দিবস।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরুতেই





সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার কারামুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। এছাড়াও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর ও আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ছাড়াও সারা বিশ্বে মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ও অসুস্থতাদেও সুস্থ্যতা কামনা করেও দোiা করা হয়। বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক মরহুম আজাদ বাকির-কে। দোয়া পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাও-লানা অলিউল্যাহ আতিকুর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও মূল্যধারার রাজনীতি গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি বিলকিস ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সহ-সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, এমদাদুল হক কামাল, আলহাজ্ব বাবর উদ্দিন, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ এম রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র মহিলা সম্পাদিকা সৈয়দা মাহামুদা শিরীন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস সভাপতি আলহাজ্ব আবু তাহের, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আহহান উল্লা বাচ্চু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সদস্য মো: সিরাজুল ইসলাম খান, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ, যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান কাউসার, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, জাসাস যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক কাউ-সার আহমেদ, শ্রমিকদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তাক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম শাহীন, ইঞ্জিনিয়ার সায়েম, সিটি বিএনপির সভাপতি মাহফুজুল মাওলা নান্নু, কোকো পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি সাহাদত হোসেন রাজু, লং আইল্যান্ড বিএনপির সভাপতি মিয়া আলম পাখী ও সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ মাহমুদ, সন্দ্বীপ জাতী-য়তাবাদী ফোরামের সভাপতি গোলাম মাহমুদ, জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি প্রফেসার মো: রফিকুল ইসলাম, ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম হায়দার মুকুট, বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি সালে আহমেদ মানিক, বিএনপি নেতা ফয়সল, রুহুল আমিন, রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, মনজুরুল হক লিটন প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন নুসরাত আহমেদ নিপা, ফাতেমা পাশা, নিলুফা উদ্দিন, ফারজানা হক, রোকসানা মির্জা ও নিগার সুলতানা সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও যুদল নেতা আব্দুল বাতিন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর ১ম গ্রুপ এর ওমরাহ্ যাত্রা

নিউইয়র্ক: উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশীদের জনপ্রিয় ট্রাভেলস এজেন্সী কর্ণফুলী ট্রাভেলস-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম ওমরা গ্রুপ (গ্রীণকার্ডধারী নন ইউএস পার্সপোটধারী) গত ১১ নভেম্বর সৌদি এয়ার লাইন্স-এর মাধ্যমে জেএফকে বিমানবন্দর থেকে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। করোনা মহ-ামারীর কারণে দীর্ঘ সময় ওমরাহ পালন বন্ধ থাকার পর সৌদি সরকার আবারো সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স-এর তত্ত্বাবধানে ৪টি গ্রুপ সৌদিতে পাঠানো হয়েছে। আগামী ২৫ নভেম্বর আরো একটি বড় গ্রুপ পাঠানোর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ইনশাআল্লাহ্ বিভিন্ন তারিখে ওমরাহ্ পালনের যাবতীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে।

কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স ওমরাহ্ হাজীদের বিভিন্ন সুবিধার কথা চিন্তা করে সৌদি এয়ার লাইন্সের মাধ্যমে ওমরাহ করার ব্যবস্থা করেছে। অন্য এয়ারলাইন্সে ওমরাহ্ পালন করতে যেতে পারলেও ট্রানজিটে বিভিন্ন রকম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এইসব বিষয় মাথায় রেখে কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স কর্তৃপক্ষ সৌদি এয়ার লাইন্সকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ওমরাহ্ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য এবং প্রধানত তিনটি বিষয় এর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। (১) এয়ারব্যাল রেজিষ্ট্রেশন ফ্লাই করার ৭২ ঘন্টার মধ্যে করতে হবে। অন্য দুটো এ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ফোন: ৭১৮-২০৫-৬০৫০ নম্বরে কল করা অথবা অফিসে এসে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।





বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 15 // 2021

৩৫তম ফোবানা সম্মেলনের প্রধান অতিথি মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক



ওয়াশিংটন ডিসি: ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন-২০২১ এ প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক, এমপি। আগামী ২৫ নভেম্বর তিনি ওয়াশিংটনে পৌঁছবেন বলে মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত এক বার্তায় জানানো হয়েছে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে সচিব খাজা মিয়া এবং একান্ত সচিব মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন যোগ দিবেন বলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরিত এই অনুমোদন পত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ নভেম্বর শুক্র, শনি ও রোববার তিনদিনব্যাপী ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন-২০২১। 'অদম্য বাংলাদেশ অবাক বিশ্ব স্লোগানে' অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনের আয়োজনে রয়েছে আমেরিকান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (এবিএফএস)। সম্মেলনের কনভেনার জি আই রাসেল এবং সদস্য সচিব শিব্বীর আহমেদ। -প্রেস







জাতীয়তাবাদী ফোরামের বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জিয়া নয়, আওয়ামী লীগই শেখ মুজিব হত্যাকারী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক আয়োজিত পচাত্তরের সাতই আগষ্ট স্মরণে পালিত 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-এর আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন- স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নয়, আওয়ামী লীগের নেতারাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী। কেননা, সেসময় জিয়া নন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার জোরে জিয়াকে শেখ মুজিবের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে ইতিহাস বিকৃত করছে, জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, ষড়যন্ত্র করছে। বক্তারা বলেন, দেশের জনগণ একজন সৎ আর দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে জিয়াকে আজীবন মনে রাখবে। দেশের জনগণ জিয়ার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে গত শনিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় 'সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি নাছিম আহমেদ। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ইউএসএ'র আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ইউএসএ'র মিজানুর রহমান মিল্টন ভুইয়া। আলোচক ছিলেন মেজর (অবঃ) তমিজ উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা-সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন ও ফোরামের সাবেক সভাপতি ড. নূরুল আমিন পলাশ। আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাবেক ছাত্রদল নেতা ফারুক হোসেন মজুমদার সহ জামালুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা ওমর ফারুক, ছাইদুর খান ডিউক, মাহবুবুর রহমান মুকুল, শেখ হায়দার আলী, আনোয়ার হোসেন ও সুলতানা খানম। সভা পরিচালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন।

সভায় বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার চেতনার কথা বললেও তারা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেই ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। বরং বিএনপিই স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী দল। জিয়া ছিলেন ১১টি সেক্টের কমান্ডের অন্যতম 'জেড ফোর্স' সেক্টরের অধিনায়ক। তিনিই সঙ্গত কারনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। আর শেখ মুজিব সেজেগুজে পাকিস্তানী আর্মির কাছে ধরা দিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। বক্তারা বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে মুজিব বাকশাল কায়েম করেন, আর তার কন্যা শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র কায়েক করেছেন। আর জিয়া সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে কারামুক্ত হয়ে দেশ-জাতিকে ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে রক্ষা করে বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েম করেন।

সভায় কোন কোন বক্তা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের অনৈক্যের সমালোচনা করে বলেন, দলকে ভালবাসলে দলের চেন অব কামান্ড মেনে চলতে হবে। কেন্দ্রর নির্দেশ ও নির্দেশিত কমিটি মেনে চলতে হবে। নিজেকে সবাই নেতা মনে করলে চলবে না। বড় দল হিসেবে বিএনপিতে নেতৃত্বের প্রযোগিতা থাকবে, তাই বলে প্রতিহিংসা নয়, পাল্টা-পাল্টি কমিটি বা সভা-সমাবেশ কাম্য নয়।

বক্তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়াপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপিকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিশ্ববাজারে কমেছে জ্বালানি তেলের দাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কয়েক দফায় বাড়ার পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমেছে। সেই সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের দামও কমেছে। গত এক সপ্তাহে অপরিশোধিত তেল এবং ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম কমেছে প্রায় এক শতাংশ। হিটিং অয়েলের দাম কমেছে দুই শতাংশের ওপরে। আর প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম কমেছে প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ।

করোনার কারণে গেলো এপ্রিলে বিশ্ববাজারের ইতিহাসের সর্বোচ্চ দরপতনের মধ্যে পড়ে তেল। প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ঋণাত্মক ৩৭ ডলারের নিচে নেমে যায়। এই দরপতনের পর বাড়তে থাকে তেলের দাম। গেলো বছর প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ৪০ ডলারের আশেপাশে ছিলো। এরপর গেলো অক্টোবরে অপরিশোধিত ও ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম প্রায় ১০ শতাংশ কমে যায়। তবে নভেম্বর থেকে আবার বাড়তে শুরু করে তেলের দাম।

কয়েক দফা দাম বেড়ে করোনার মধ্যে প্রথমবার চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ৬০ ডলারে উঠে আসে। তারপর জুনে অপরিশোধিত তেরের ব্যারেল ৭৫ ডলারে উঠে আসে। আর অক্টোবরের শেষে তেলের দাম ৮৪ ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর মাধ্যমে গেলো সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হয় তেলের দাম।

এদিকে গত এক সপ্তাহে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম কমেছে ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ।এতে মাসের ব্যবধানে প্রকৃতিক গ্যাসের দাম কমেছে ১৪ দশমিক ৬০ শতাংশ।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

বিশ্বাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান্য কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472



অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদলের নেতৃত্বে ৭ নভেম্বর পালন

নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র নতুন কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যানারে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' পালিত হয়েছে।





এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদলের পরামর্শে নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই সভায় শামীম আহমেদ-কে সভাপতি ও মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম-কে সাধারণ সম্পাদক করে নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র কমিটি ঘোষণা দেন আখতার হোসেন বাদল। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন মিলনায়তনে গত ৭ নভেম্বওর রোববার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আশরাফ হোসেন ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক, তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কমিটির চেয়ারম্যান ও মূলধারার কপেগ কাউন্টি চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক আখতার হোসেন বাদল। সভা পরিচালনা করেন যুবদল নেতা সারোয়ার খান বাবু। আলোচনায় অংশ নেন সালেহ চৌধুরী, বিএনপি নেতা ইমরান শাহ রন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, শাওন বাবলা প্রমুখ। সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার বলেন, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে আজ নতুন করে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সম্মিলিতভাবে এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে কেন ৭ নবেম্বরের ঘটনা ঘটেছিলো। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিলেন।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমরাই বিএনপির প্রকৃত দাবিদার। আমরা জাসদ-বাসদ করে বিএনপি করতে আসিনি। আমরা নেতার পূজারী নই দলের পূজারী, জিয়ার সৈনিক। জিয়া, খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানকে ভালবাসলে দলকে ভালবাসতে হবে। দলের জন্য কাজ করতে হবে। তিনি সবাইকে বিএনপির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় ঘোষিত নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সিনিয়র সহ সভাপতি- এম এম শফি, সহ সভাপতি- মারুফুর রহমান মারুফ, বাকী বিল্লাহ ফরিদী, মাহবুবুর রহমান, মঈন উদ্দিন হাসান, জিয়াউর রহমান, মেহেদী হাসান, মঞ্জুর আহমেদ, সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক- কামাল হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক- ফয়সাল মজুমদার, জাহাঙ্গীর সবুজ, মাহফুজ রহমান, মুজিবুর রহমান (মুজিব), মোহাম্মদ অঅহমেদ জীবন, মোহাম্মদ মর্তুজা, মোহাম্মদ আল মাসুদ ও মুসলেম চৌধুরী, সংগঠনিক সম্পাদক- শেখ জালাল আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- আব্দুল কাদের রাজিব, পল্টু ও আরিফ, কোষাধ্যক্ষ- ফিরোজ হোসেন টিটো, দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ সাইফুর রহমান রিপন, প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ ইকবাল আলম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক- বিপ্লব,

এছাড়ও প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হন ফেরদৌস ভূইয়া। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন: এম জি এইচ এম বাবলু, আব্দুর রব, ওয়াহিদুর রহমান, আরিফুর রহমান ও সাইফুল ইসলাম।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

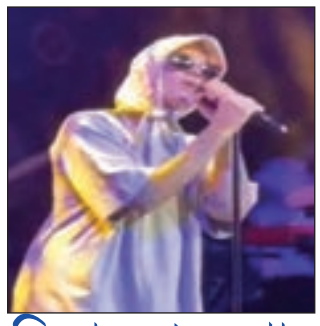
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

রেষ্টুরেন্টগুলোর পরিবেশনা অস্বাস্থ্যকর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া সহ ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসের বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেষ্টুরেন্টগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ক্রেতাদের অভিযোগ হাতেগোনা ২/৪টি রেষ্টুরেষ্ট ছাড়া অধিকাংশ রেষ্টুরেন্টের সার্ভিস নিয়ে অসন্তুষ্ট তারা। বিশেষ করে খাবার টেবিল অপরিষ্কার আর বাথরুম নোংরা থাকার অভিযোগই বেশী। অবশ্য এসব অভিযোগের কথা অস্বীকার করে তারা নানা সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছেন। মহামারী করোনা পরিস্থিতি উন্নতির পর রেষ্টুরেন্গুলোতে বসে খাওয়ার অনুমতি পাওয়ার পর রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



হিজাব পরে গান গেয়ে সমালোচিত জাস্টিন বিবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সম্প্রতি এক কনসার্টকে কেন্দ্র করে সমালোচিত হয়েছেন কানাডিয়ান সঙ্গীত শিল্পী জাস্টিন বিবার। মাথায় (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

নতুন নিয়ম আসছে ইউটিউবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : পরিবর্তন আসছে ভিডিও স্ট্রিমিং মাধ্যম ইউটিউব'র। এবার থেকে ইউটিউব (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ইউনিয়ন নির্বাচনে অর্থ পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা

এমদাদ চৌধুরী দীপু: বাংলাদেশে চলছে বাংলাদেশের ইউপি নির্বাচন। ধাপে ধাপে চলছে ইউনিয়ন নির্বাচন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্ন বিদ্ধ হওয়ার কারনে দেশের নির্বাচন কমিশন এর উপর আস্থার সংকট চলছে। উপজেলা, পৌর নির্বাচন, সিটি নির্বাচন কখনো বর্জন কখনো অংশ গ্রহন করছে রাজনৈতিক দল। নির্বাচন মানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এর প্রার্থী বিজয়ের উৎসব আর নির্বাচন কমিশনের আওয়ামী লীগ এর প্রার্থীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা এমন ধারনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



নিউইয়র্ক ট্রাফিক পুলিশে আরও ১২০ বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ট্রাফিক এজেন্ট হিসেবে আরও ১২০ বাংলাদেশি যোগ দিয়েছেন। সম্প্রতি পুলিশ সদর দফতরে নবাগত ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্টদের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভায়

কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ দুই বছর বর্ধিত ॥ ভবন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসের অন্যতম স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভায় বর্তমান কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ আরো দুই বছর বর্ধিত এবং এই সময়ের মধ্যে নিজস্ব ভবন করা ও গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ কমিটি গঠন সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ১০ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খবর ইউএনএ'র। ফ্রেন্ডস সোসাইটির (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)


জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভায় নেতৃবৃন্দ।

নিউজার্সীতে ওয়াজ ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউজার্সী: নিউজার্সীতে মুর্শিদে বরহক, উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুফাচ্ছিরিন আল্লামা ইমাদ উদ্দিন ফুলতলী বড় ছাহেব কিবলার আগমনে আনজুমানে আল-ইসলাহ নিউজার্সী ষ্টেট ও মসজিদ আল-ফেরদৌস পরিচালনা কমিটির-যৌথ আয়োজনে মসজিদ আল-ফেরদৌসে(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাউন্টি চেয়ারম্যান বাংলাদেশী রহিম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশী-আমেরিকান ব্যবসায়ী রহিম র‍্যা নিহাল টেক্সাস রাজ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রিফ্যুজিয়ো কাউন্টির (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গীত সন্ধ্যায় অপার্থিব মুগ্ধতা


সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গীত সন্ধ্যায় বক্তব্য রাখছেন আনোয়ার হোসেন

বিশেষ প্রতিনিধি: 'সব কটা জানালা খুলে দাও না.....'। নজরুল(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-৮

মুক্তারা বেগম নদী ঃসেদিন সকালে (০৯.০১.২০২১) আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী যথারীতি বৃষ্টি হল, অফিস যেতে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



কল্যাণ ঃ মু'মিনের পারস্পরিক অধিকার

জাফর আহমাদ

মু'মিন যে কালিমার মাধ্যমে ঈমান নামক মহাকল্যাণের সুবিস্তৃত সবুজ অরণ্যে প্রবেশ করে এবং মু'মিন নামক মহাসম্মানিত গুণে ভূষিত হয়, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কালিমার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

ফাইনালে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়লেন উইলিয়ামসন

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হলো অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে ৭০ শতাংশ: গবেষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমরা প্রতিনিয়ত কি খাওয়া-দাওয়া করছি তার ওপর আমাদের শরীর কেমন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

শাওন লিখলেন 'বহুদিন ভালোবাসাহীন'

বিনোদন ডেস্ক: শনিবার (১৩ নভেম্বর) ছিল জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক মরহুম হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। এ দিনটি ঘিরে স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওনের ব্যস্ততা ছিল অনেক দিন। শুক্রবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এক্সিমব্যাংক-অন্যদিন হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য (বাকি অংশ ২৮ পাতায়

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ প ষ্ঠায় দেখ ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE. OZONE PARK, NY 11416
76-01, 101 AVE. OZONE PARK, NY 11416

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com